মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল'৯৯

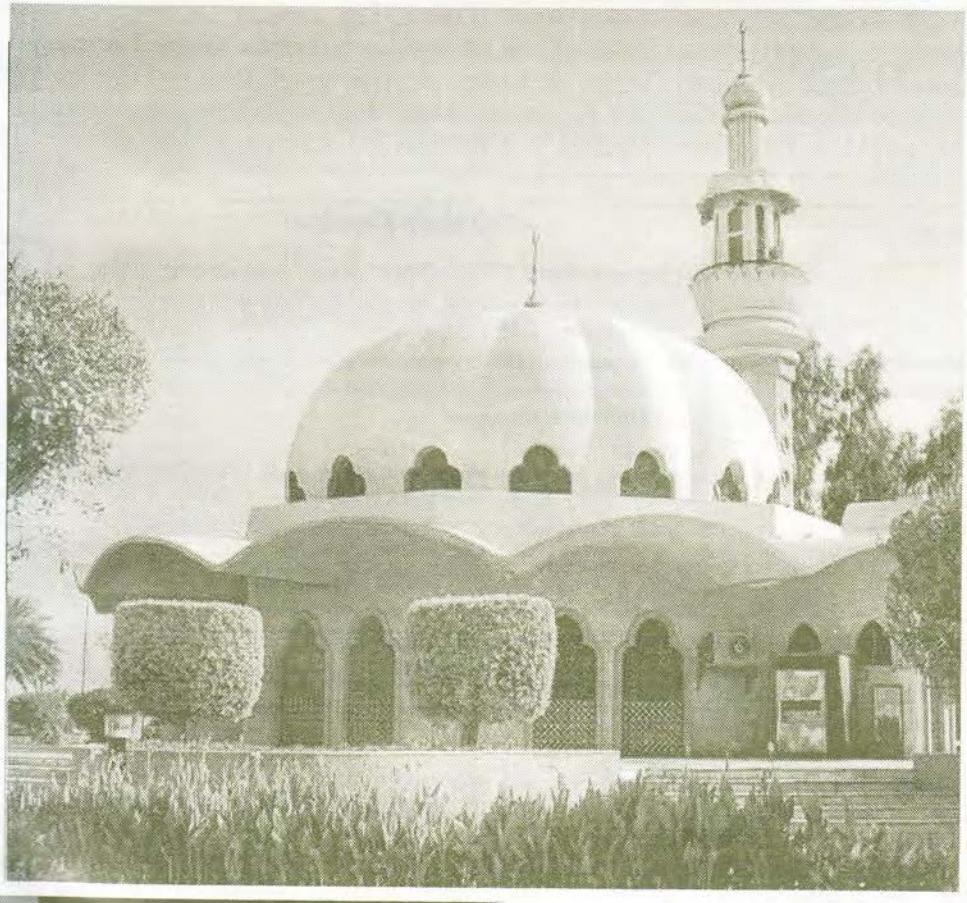

প্রকাশকঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية ادبية دينية

جلد:٢ عدد:٧، ذو الحجة ١٤١٩هـ /ابريل ١٩٩٩م

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ শারজাহ জামে' মসজিদ, সংযুক্ত আরব আমীরাত।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=। ষান্মাসিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ড্রাফ্ট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা
যিলহজ্জ ১৪১৯ হিঃ
চৈত্র ১৪০৫ বাং
এপ্রিল ১৯৯৯ ইং

প্রধান সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
প্রধান সম্পাদক ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
মাদরাসা ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ (০২) ৮৯৬৭৯২, ৯৩৩৮৮৫৯।

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ০৮
- প্রবন্ধ ঃ
  - আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ১৮
    – অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী
  - মওযূ ও যঈফ হাদীছের প্রচলন ২১
    – ভাষান্তরঃ আব্দুর রায্যাক
  - কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল ২৫
    – অনুবাদঃ মুয্যাম্মিল আলী
  - মুহাররম মাসে করণীয় আমল ও বিদ'আত সমূহ ২৮
    –অনুবাদঃ ফযলুল করীম
  - যে ঈমানে মুক্তি ও সফলতা ৩০
    – মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক
- ছাহাবা চরিত
  হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ৩৪
    – মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- চিকিৎসা জগৎ
  - আকস্মিক দুর্ঘটনায় করণীয় ৩৭
    – ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩৯
  – আব্দুস সামাদ সালাফী
- কবিতা ৪১
  দেশের অবস্থা, পর্দা ফরয
  ছুটছে মানুষ, মুক্তি, তাহরীক সমাচার।
- সোনামণিদের পাতা ৪৩
- স্বদেশ–বিদেশ ৪৬
- মুসলিম জাহান ৫১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৫২
- প্রশ্নোত্তর ৫৩

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

কসোভোয় মুসলিম নির্যাতনঃ

কসোভো বর্তমানে একটি বিপন্ন মানবতার নাম। কসোভোর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ সংখ্যালঘু খৃষ্টান সার্বদের হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হ'য়ে সবকিছু ফেলে নিঃস্ব হাতে বানের স্রোতের মত পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সমূহে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? কি তাদের অপরাধ। তাহ'লে আসুন একবার পিছন দিকে তাকাই।

ইউরোপের বলকান অঞ্চলে আড্রিয়াটিক সাগর পাড়ে অবস্থিত বৃহত্তর যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন অংশে রয়েছে সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোবিনা, কসোভো এবং আলবেনিয়া প্রভৃতি রাজ্য ও অঞ্চল গুলো। আলবেনিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোবিনা ও কসোভোর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। দীর্ঘকাল ধরে যুগোশ্লাভিয়া তথা সার্বিয়ার শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট ও জাতিগত বৈষম্যের শিকার কসোভো ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলির মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশনের ৪টি অঙ্গরাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। একই ধারায় যখন বসনিয়া এবং হার্জেগোবিনা স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তখন তাদের উপরে নেমে আসে ইতিহাসের লোমহর্ষক নির্যাতন ও বিতাড়নের বিভীষিকাময় ইতিহাস। আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান আঁতাত কোনক্রমেই ইউরোপের মাটিতে কোন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বরদাশত করতে পারেনি। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত চার বছর একটানা প্রতারণা ও পোড়ামাটি নীতির অনুসরণ করে হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা ও প্রায় ৬ লাখ মুসলমানকে বিতাড়িত করে বসনিয়া ও হার্জেগোবিনাকে পঙ্গু করে দিয়ে তারা ক্ষান্ত হয়। সার্ব খৃষ্টানদের পক্ষ নিয়ে এ সময় রাশিয়া প্রকাশ্যে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভূমিকা গ্রহণ করে।

এইভাবে সব অঙ্গরাজ্য হারিয়ে এখন যুগোশ্লাভিয়া বলতে রয়েছে সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো। কসোভো উক্ত সার্বিয়া রাজ্যেরই একটি প্রদেশের নাম, যার ২০ লাখ অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান ১৮ লাখ ও সার্ব খৃষ্টান মাত্র ২ লাখ। মুসলমান মূলতঃ পার্শ্ববর্তী আলবেনীয় বংশোদ্ভূত। তাই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবে আলবেনীয়দের সাথে তাদের রয়েছে সার্বিক মিল। ফলে সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েও তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সংঘাতের মূল কারণ এখানেই। একদিকে উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে মুসলিম জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। মার্শাল টিটোর আমল থেকে কসোভোর মুসলমানগণ যে স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করে আসছিল, বর্তমান যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচের সরকার সেটুকুও কেড়ে নিয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে যখন এ সমস্যার সুরাহা হ'ল না। বরং কসোভোর যাবতীয় সরকারী চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা সর্বত্র সার্ব প্রাধান্য চাপিয়ে দেওয়া হ'তে লাগল, তখনই ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে কসোভোর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল 'কসোভো লিবারেশন আর্মি' বা সংক্ষেপে 'কেএলএ'। শুরু হ'ল সশস্ত্র সংঘাত। সার্ব পুলিশের পরে নেমে এল সার্ব সেনাবাহিনী তাদের হিংস্র থাবা নিয়ে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে ও মুসলিম নাগরিকদের নির্বিচার গণহত্যা চালাতে শুরু করল সার্ব সেনাবাহিনী। বিতাড়িত হ'ল তারা ও রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে ছুটতে লাগল তারা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে সবকিছু ফেলে রেখে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের টনক নড়ল। তারা আপোষ রফার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হ'ল না। অবশেষে গত ২৪ শে মার্চ থেকে ন্যাটো বিমান হামলা শুরু করেছে। কিন্তু তাতে সার্বদের হিংস্রতা মোটেই কমেনি বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তারা মুসলমানদের উপরে হামলা ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই অনেকেই ইতিমধ্যে ন্যাটোর বিমান হামলাকে মুসলিম বিশ্বকে ধোকা দেওয়ার জন্য নিছক একটা 'আই ওয়াশ' বলে ধারণা করছেন। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীন সার্ব দস্যুদের প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছে এবং তাদের উপরে ন্যাটো হামলার নিন্দা করেছে। প্রতিবেশী অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যুগোশ্লাভ সরকারকে আদর্শিক কারণে নৈতিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে অথবা চুপ রয়েছে। বসনিয়ার মত কসোভোর বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভ সরকার পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যেই কসোভোর ৬ লাখ মুসলমান পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে আশ্রয় নিয়েছে। কসোভোকে মুসলিম শূন্য অথবা মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলে পরিণত করার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে তারা এগোচ্ছে। কেননা ন্যাটো বা বৃহৎ শক্তি বলয়ের কেউই এখনও কসোভোর স্বাধীনতাকে সমর্থন করেনি। অথচ কসোভোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটিই মাত্র পথ খোলা রয়েছে। সেটা হ'ল তার পূর্ণ স্বাধীনতা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যত দ্রুত এটা মেনে নিবে, তত দ্রুত সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কসোভোর দুর্দশাগ্রস্থ ভাইদের খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয় দানে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকটে আহবান জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখ হয় **ওআইসি**-র জন্য। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিত্বশীল এই সংস্থা আজও মুখ খোলেনি। যেমন খোলেনি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র **বাংলাদেশ**। বিপন্ন মানবতা কি এমনিভাবেই কাঁদতে থাকবে? তবুও বলব 'মেঘ দেখে কেউ করিস্‌নে ভয়, আঁধারে তার সূর্য হাসে; হারা শশীর হারা আলো অন্ধকারেই ফিরে আসে'। হজ্জের মহামিলন মাসে এবং ঈদুল আযহার কুরবানীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ ও দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানাই এবং সাথে সাথে কসোভো সহ বিশ্বের সকল প্রান্তের বিপন্ন মানবতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা জানাইঃ আল্লাহ তুমি বিপন্নদের সাহায্য কর! -আমীন!! -(প্রঃ সঃ)।

দ র সে কু র আ ন

আল্লাহ্‌র সাথে খেয়ানত

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوْا اللّهَ وَالرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَّ أَنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوْا اللّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ . (الأنفال ٢٧-٢٩)

১. অনুবাদঃ

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা খেয়ানত করো না আল্লাহ ও রাসূলের এবং খেয়ানত করো না তোমাদের পরস্পরের আমানতে জেনে শুনে (আনফাল ২৭)। জেনে রেখ! তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য 'ফিৎনা' স্বরূপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার (২৮)। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যদি আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে দান করবেন 'ফুরক্বান', পাপক্ষয় ও মার্জনা। বস্তুতঃ আল্লাহ বিশাল অনুগ্রহের অধিকারী' (২৯)।

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) لاَ تَخُوْنُوْا اللّهَ وَالرَّسُوْلَ ঃ 'তোমরা খেয়ানত করো না আল্লাহ ও রাসূলের'। الخيانة اى الغدر و إخفاء الشئ। 'খেয়ানত অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা করা ও কোন কিছু গোপন করা'। যেমন- অন্য আয়াতে বলা হয়েছে يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ 'আল্লাহ তোমাদের চোখের গোপন চাহনি ও যা কিছু তোমরা অন্তরে লুকিয়ে রাখো, সবই জানেন' (মু'মিন ১৯)।

মূলতঃ সত্য গোপন করা ও আমানতের খেয়ানত করাকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। যেমন পরক্ষণেই বলা হয়েছে-

(২) وَ تَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ 'তোমরা তোমাদের পরস্পরের আমানতে খেয়ানত করো না'। শেষের এই বাক্যটি পূর্বের لاَ تَخُوْنُوْا নিষেধ সূচক ক্রিয়ার উপরে عطف হয়েছে। সেকারণ দু'টি ক্রিয়ার অর্থ একই হয়েছে। পারস্পরিক আমানতে খেয়ানত না করার বিষয়টিকে অধিক তাকীদ করার জন্য تَخُوْنُوْا ক্রিয়াটি পুনরায় আনা হয়েছে।

'আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না' কথাটি একই ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য এটা বুঝানো যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খেয়ানত করা আল্লাহ্‌র সাথে খেয়ানত করার শামিল। অতএব কিতাব ও সুন্নাতের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে দু'টির মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য বা কমবেশী করা যাবে না। তাই কুরআনের হুকুম 'অকাট্য' (قطعى) ও হাদীছের হুকুম 'ধারণা নির্ভর' (ظنى) বলে হানাফী আইন সূত্র বা উছূলে ফিক্‌হে যে মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, তা সঠিক হয়নি। কেননা এর ফলে হাদীছের হুকুমের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অতঃপর وَ تَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ বলে মানব সমাজের পারস্পরিক আমানতের খেয়ানতকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত ও বান্দার সাথে বান্দার খেয়ানতের মধ্যে পার্থক্য বুঝানো হয়েছে। **দ্বিতীয়তঃ** এটা বুঝানো হয়েছে যে, বান্দার সাথে খেয়ানত -এর মহাপাপ বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। অতএব পার্থিব জীবনে মানুষের পারস্পরিক আমানত যথাযথভাবে রক্ষা না করলে আখেরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

(৩) 'আমানত' (الأمانات)ঃ 'আমন' (الأمن) ধাতু হ'তে উদ্গত। অর্থ নিরাপত্তা। অর্থাৎ নিরাপত্তার জন্য যে বস্তুটি অন্যের নিকটে রাখা হয়। الأمانة শব্দটি 'মাছদার' যা مفعول বা কর্মকারকের অর্থ দেয়। সেকারণ আয়াতে বহুবচন (الأمانات) ব্যবহৃত হয়েছে (কুরতুবী ৫/২৫৬)।

(৪) وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'অথচ তোমরা জানো'। অর্থাৎ তোমরা ভালভাবে জানো যে, খেয়ানতের কি লজ্জাকর ফলাফল ও মর্মান্তিক পরিণতি রয়েছে। এগুলি জেনে শুনে তোমরা খেয়ানত করো না।

(৫) فِتْنَةٌ অর্থ পরীক্ষা, আযাব বা আযাবের কারণ। যেকোন পরীক্ষার ভাল বা মন্দ দু'টি ফল থাকে। মাল ও সন্তানাদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বান্দার নিকটে প্রেরিত যেমন আমানত, তেমনি পরীক্ষা। মাল ও সন্তানের মোহে মানুষ আল্লাহ্‌কে ও তাঁর প্রেরিত বিধানকে ভুলে যায় কি-না, এটাই হ'ল বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় জিততে পারলে জান্নাত ও ব্যর্থ হ'লে জাহান্নাম। এখানে সন্তানের পূর্বে

'মাল' আনা হয়েছে সম্ভবতঃ এটা বুঝানোর জন্য যে, সন্তান সবার ভাগ্যে না-ও জুটতে পারে। আবার অনেকে পেয়েও হারাতে পারেন। কিন্তু মাল সকলের জন্য সর্বদা প্রয়োজন। 'মাল' তাই বান্দার জন্য সার্বক্ষণিক 'ফিৎনা' বা পরীক্ষা।

মাল ও সন্তান কখনো মানুষের জন্য সরাসরি জানী দুশমন হয়ে দাঁড়ায়, আবার কখনো এসবের মায়ায় মানুষ পাপে লিপ্ত হয়। ফলে এগুলি তার জন্য ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৬) 'ফুরক্বান' (فُرْقَانًا) অর্থ পার্থক্য। فرقان ও فرق একই অর্থ। তবে 'শব্দের বর্ণ বৃদ্ধির কারণে অর্থ বৃদ্ধি'-র ক্বায়েদা (زيادة المبانى تدل على زيادة المعانى) অনুযায়ী এখানে আধিক্যের অর্থ দেয়। **দ্বিতীয়তঃ** মাছদার اسم فاعل -এর অর্থ দেয়। সে হিসাবে فرقان অর্থ হবে 'অধিক পার্থক্যকারী' অর্থাৎ 'হক ও বাতিলের মধ্যে অধিক পার্থক্যকারী' (الفصل بين الحق والباطل)। বদরের যুদ্ধকে কুরআনে এজন্য 'ইয়াওমুল ফুরক্বান' বলা হয়েছে (আনফাল ৪১)।

৩. শানে নুযূলঃ

ইমাম মুহিউস্সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হুসায়েন বিন মাসঊদ আল-ফার্রা আল-বাগাভী (মৃঃ ৫১৬ হিঃ) ইমাম যুহরী ও কালবী হ'তে রেওয়ায়াত করেন যে, অত্র আয়াতগুলি বনু আউফ বিন মালেক গোত্রের হযরত আবু লুবাবাহ হারূণ বিন আব্দুল মুনযির আনছারী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়। **ঘটনা এই** যে, (চুক্তি ভঙ্গকারী ইহুদী গোত্র বনু নাযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের পর) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপর বিশ্বাসঘাতক ইহুদী গোত্র বনু কোরায়যার উপরে অবরোধ আরোপ করেন, তখন দীর্ঘ অবরোধের ফলে বাধ্য হ'য়ে তারা বলে পাঠায় যে, আমাদের নিকটে আবু লুবাবাকে পাঠান। আবু লুবাবা তাদের শুভাকাংখী ছিলেন। কেননা পূর্ব থেকেই তাদের হেফাযতে তাঁর মাল-সম্পদ ও সন্তানাদি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকটে আবু লুবাবাকে পাঠালেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি আউস গোত্রপতি হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) -কে শালিশ হিসাবে মেনে নিব? তখন আবু লুবাবা তাদেরকে নিজের কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে বুঝালেন যে, তার পরিণাম হবে তোমাদের সকলের জন্য মৃত্যুদণ্ড। এটুকু ইঙ্গিত করায় আবু লুবাবা সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হ'লেন এবং ভাবলেন যে, তিনি আল্লাহ ও রাসূলের আমানতে খেয়ানত করেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ফিরে এলেন ও একটি মসজিদের খুঁটিতে নিজেকে শক্ত করে বাঁধলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! হয় আল্লাহ আমার তওবা কবুল করবেন। না হয় মৃত্যু পর্যন্ত কোন কিছু খানাপিনা করব না; বরং এভাবেই থাকব। এখবর আল্লাহ্র রাসূলের নিকটে পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি সে আমার নিকটে আসত, তাহ'লে আমি তার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করতাম। কিন্তু সে যা করেছে নিজ দায়িত্বে করেছে। আমি তাকে মুক্ত করতে পারি না, যতক্ষণ না আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন'।

এভাবে সাতদিন অতিবাহিত হ'ল। খানাপিনা গ্রহণ না করার ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। এ সময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওবা কবুল হওয়া সংক্রান্ত অত্র আয়াতগুলি নাযিল হয়। এখবর তার নিকটে পৌঁছানো হ'লে তিনি বলেন, والله لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله (ص) يحلنى بيده 'আল্লাহ্র কসম! আমি নিজেকে মুক্ত করব না, যতক্ষণ না আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে আমাকে মুক্ত করেন'। তখন রাসূল (ছাঃ) গিয়ে নিজ হাতে তাকে বন্ধন মুক্ত করলেন। অতঃপর আবু লুবাবা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার তওবা পূর্ণ হবে তখনই, যখন আমি আমার গোত্রের ঐ বাড়ীঘর পরিত্যাগ করব, যেখানে আমি এই পাপ করেছি এবং আমি আমার সমস্ত মাল-সম্পদ হ'তে মুক্ত হব'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يجزيك الثلث فتصدق به 'এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। ওটাই তুমি ছাদকা কর'।

উপরোক্ত ঘটনায় কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ১- আবু লুবাবার এই ঘটনার সাক্ষী আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বা কোন মুসলমান ছিলেন না। ইচ্ছা করলে তিনি বিষয়টি লুকাতে পারতেন। ২- এটা কেবল ইঙ্গিত ছিল মাত্র। কোন ব্যাখ্যা ছিলনা এবং সবার জন্য বুঝার ব্যাপার ছিল না। ৩- এজন্য রাসূলের নিকটে কেউ নালিশ করেনি। রাসূলও তার নিকটে কৈফিয়ত তলব করেননি এবং তাঁর পক্ষ হ'তে কোন শাস্তিও ঘোষিত হয়নি। আবু লুবাবা যেটা করেছিলেন, স্রেফ নিজ ঈমানী তাকীদেই সেটা করেছিলেন এবং নিজের শাস্তি নিজে গ্রহণ করেছিলেন। ৪- তওবা কবুলের আয়াত নাযিলের পরেও তিনি রাসূলের সন্তুষ্টি যাচাইয়ের জন্য তাঁর হাতে বন্ধন খোলার দাবী করেছিলেন। ৫- শুধু মুক্ত হয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। বরং নিজের সমস্ত মাল সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্র রাহে দান করে দেন। সুবহা-নাল্লাহ! ঈমানের কি তীব্র তাড়না! খেয়ানতের ও তওবার এই তীক্ষ্ণ অনুভূতি যদি আমাদের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহ'লে সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্র যে দ্রুত শান্তিময় হয়ে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, لا تخونوا

الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته 'তোমরা আল্লাহ্র খেয়ানত করো না তাঁর ফরয সমূহ তরক করে এবং রাসূল (ছাঃ)-এ খেয়ানত করো না তাঁর সুন্নাত তরক করে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, بترك سنته وارتكاب معصيته 'তাঁর সুন্নাত তরক করে ও গুনাহের কাজ করে' (তাফসীরে ইবনে কাছীর ও তাফসীরুল মানার)। ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, জেনে রাখো যে, আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন হ'ল প্রকৃত আমানত। অতএব তোমরা সঠিকভাবে আদায় কর যা তিনি আমানত রেখেছেন তোমাদের নিকটে তাঁর ফরয সমূহ ও দণ্ডবিধি সমূহ এবং তোমাদের মধ্যকার পারস্পরিক আমানত সমূহ যথাযথভাবে আদায় কর' (তাফসীরে বাগাভী)।

৪. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে মুসলিম উম্মাহ্কে তিনটি মৌলিক বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ১- আমানতের খেয়ানত সম্পর্কে ২- মাল-সম্পদ ও সন্তানাদির মহব্বতে অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে এবং ৩- আল্লাহ ভীতিই যে সকল অন্যায় থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়- সে বিষয় সম্পর্কে।

প্রথম আয়াতে 'খেয়ানত' সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে খেয়ানতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১- আল্লাহ্র সাথে খেয়ানত (الخيانة مع الله)। ২- রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খেয়ানত (الخيانة مع رسول الله)। ৩- বান্দার সাথে খেয়ানত (الخيانة بالعباد)।

(ক) আল্লাহ্র সাথে খেয়ানত (الخيانة مع الله)ঃ এর অর্থ তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে খেয়ানত করা। যাকে কুফরী বা মুনাফেকী বলা হয়। যদি কেউ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে, তবে সে সবচাইতে বড় খেয়ানতকারী ও 'কাফের'। কারণ সে নিজে একজন সৃষ্ট জীব হ'য়েও তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে অস্বীকার করেছে। আর যদি আল্লাহ্কে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর আদেশ-নিষেধ তথা বিধান সমূহকে অমান্য করে, তাঁর বিধিবদ্ধ হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে কিংবা সরাসরি অস্বীকার না করলেও সেগুলিকে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে চলে ও আল্লাহ্র হুকুম পালনে অলসতা করে, ঐ ব্যক্তি কাফের না হ'লেও নিঃসন্দেহে মুনাফিক। আর 'মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নে' (নিসা ১৪৫)। এই খেয়ানত কেবল মুমিনরাই নয়, বরং সকল মানুষই করে থাকে। কেননা আদম সৃষ্টির পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবে এমন সকল মানুষের রূহকে উপস্থিত করে আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আলাস্তু বি রাব্বিকুম? (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟) 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?' উত্তরে সবাই তখন সমস্বরে বলেছিলাম 'বালা' (قَالُوْا بَلَى) 'জি হাঁ' (আ'রাফ ১৭২)। তাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পরে আল্লাহ্কে বা তাঁর বিধানকে অস্বীকারকারী সকল মানুষ হবে আল্লাহ্র সাথে খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এম-নিভাবে যদি কেউ আল্লাহ্র নামে শপথ করে, বায়'আত করে বা অঙ্গীকার করে। অতঃপর তা ভঙ্গ করে বা বিভিন্ন অজুহাতে অলসতা করে বা এড়িয়ে চলে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে খেয়ানতকারী হবার সঙ্গে সঙ্গে বান্দার সাথেও খেয়ানতকারী হিসাবে গণ্য হবে। বান্দা তাকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ্র নিকটে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে না।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে খেয়ানত (الخيانة مع رسول الله)ঃ এর অর্থ রাসূলের আনুগত্যের সাথে ও তাঁর সুন্নাতের সাথে খেয়ানত করা। আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন, এর অর্থ হ'লঃ আল্লাহ্র কিতাবের যে ব্যাখ্যা রাসূল (ছাঃ) প্রদান করেছেন, তা বাদ দিয়ে নিজেদের কল্পিত ব্যাখ্যা পেশ করা অথবা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধে নেতা বা শাসকদের নির্দেশ মেনে চলা অথবা তাঁর সুন্নাতকে বাদ দিয়ে অনুসরণীয় ব্যক্তি বা অলি-আউলিয়াদের তরীকার উপরে আমল করা (তাফসীরুল মানার)। ইমাম শাওকানী বলেন, এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেসব বিষয় সুন্নাত হিসাবে করে গেছেন, তার কিছু অংশ বাদ দেওয়া' (ফাৎহুল ক্বাদীর)।

(গ) বান্দার সঙ্গে খেয়ানত (الخيانة بالعباد)ঃ আল্লাহ্র সৃষ্ট বান্দা হিসাবে সকল মানুষ সমান। পৃথিবী আল্লাহ্র সৃষ্টি। একে সুন্দরভাবে আবাদ করার দায়িত্ব আল্লাহ্র সকল বান্দার। কিছু মৌলিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যা সকল বান্দার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তন্মধ্যে একটি হ'ল আমানতের খেয়ানত করা, যা সকল বান্দার ক্ষেত্রে হারাম। অতএব মুমিন সমাজে কাফির ও মুমিন কেউ পরস্পরের আমানতে খেয়ানত করতে পারে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,

قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم إلا قال: لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَه وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَه

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুব কমই খুৎবা দিতেন, যেখানে তিনি একথা গুলি না বলতেন যে, 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই, যার ওয়াদার ঠিক নেই'।[১] অন্য হাদীছে এসেছে যে,

آية المنافق ثلاث زاد مسلم و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم ثم اتفقا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

'মুনাফিকের আলামত তিনটি। 'যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে খেলাফ করে এবং যখন আমানত রাখা হয়, তখন খেয়ানত করে' (বুখারী, মুসলিম)। মুসলিম-এর বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, 'যদিও সে ছিয়াম রাখে, ছালাত আদায় করে এবং নিজেকে একজন মুসলিম ধারণা করে'। বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় মুনাফিকের আলামত চারটি বলা হয়েছে। তন্মধ্যে উপরের তিনটি ছাড়াও আরেকটি হ'ল وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 'যখন সে ঝগড়া করে তখন বাজে কথা বলে'। 'যার মধ্যে এই চারটি গুণ একত্রে পাওয়া যাবে, সে হ'ল খালেছ মুনাফিক। আর যার মধ্যে একটি পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে পরিত্যাগ করে'।[২] বুঝা গেল যে, আমানতদারী হ'ল ঈমানদারের নিদর্শন এবং খেয়ানত হ'ল মুনাফিকের নিদর্শন।

কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত আমানত ও খেয়ানত দু'টি কথাই আম ও ব্যাপক। এই আমানত কথার হ'তে পারে, মাল-সম্পদের হ'তে পারে, ইয্যতের হ'তে পারে, ছোট বা বড় যেকোন দায়িত্বের হ'তে পারে। যার নিকটে যত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের আমানত রয়েছে, তার খেয়ানতের গোনাহ তত বেশী হবে। আল্লাহ্র রাসূলের নিকটে অহি-র বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছিল। তাই তিনি দুনিয়ার সকল আরামকে হারাম করে জনগণের ধিক্কার কুড়িয়ে, তাদের দেওয়া নানাবিধ কষ্ট নীরবে সহ্য করে তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে গেছেন। তবুও আল্লাহ পাক তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আপনার নিকটে আপনার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার করুন। যদি তা না করেন, তাহ'লে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলেন না'....(মায়েদাহ ৬৭)। এর মধ্যে রাসূল (ছাঃ) যেন কোন অবস্থায় তাঁর উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনে অলসতা না করেন, তার প্রতি কঠিনভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সেই আমানত এখন মুসলিম উম্মাহ্র উপরে বিশেষ করে ওলামায়ে দ্বীন-এর উপরে ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের উপরে ন্যস্ত। সেই গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে নিঃসন্দেহে খেয়ানত হবে। আর এই খেয়ানতের পরিণাম হ'ল জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ما من عبد يسترعيه الله رَعِيَّةً، يموت يوم يموت و هو غاشٌ لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة رواه مسلم عن مَعْقِل بْنِ يَسَار 'আল্লাহ পাক তাঁর কোন বান্দাকে কারু উপরে নেতৃত্ব প্রদান করলে যদি সে খেয়ানত কারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন'।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জনৈক সহযোদ্ধা খায়বর যুদ্ধে প্রাণ হারান। রাসূল (ছাঃ) লোকদের বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। এতে লোকদের বিমর্ষ চেহারা দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের সাথী আল্লাহ্র মালে (বায়তুল মালে) খেয়ানত করেছে। তখন তল্লাশি চালিয়ে তার কাছে দুই দেরহামেরও কম মূল্যের একটি গণীমতের মাল পাওয়া গেল'।[৪] জিহাদের ময়দানে জীবন দেওয়া সত্ত্বেও সামান্য মালের খেয়ানতের কারণে নারায হ'য়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে তার জানাযা পড়তে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গণ্ডীতে কিছু না কিছু বিষয়ে দায়িত্বশীল। স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা অপর বান্দার নিকটে হিসাব দিয়ে থাকি। কিন্তু মূল হিসাব গ্রহণকারী হ'লেন আল্লাহ। যিনি প্রকাশ্যে-গোপনে, আলোতে-অন্ধকারে আমার সকল কাজ-কর্ম এমনকি আমার মনের গহীন কোণে ভাল-মন্দ যেসব চিন্তার উদ্ভব ঘটে, সবকিছুর হিসাব রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ و كُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عن رَعِيَّتِه، فالإمامُ الذى على النَّاسِ راعٍ و هو مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والرَّجُلُ راعٍ على أهلِ بيْتِهِ و هو مسؤولٌ عن رعيَّته، والمرأةُ راعيَةٌ على بيتِ زَوْجِهَا وَ وَلَدِهِ و هى مسؤولةٌ عنهم، و عبدُ الرجلِ راعٍ على مالِ سيِّدِهِ و هو مسؤولٌ عنه، ألا فكلّكُمْ راعٍ و كلكم مسؤولٌ عن رعيته 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের ময়দানে) জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসনকর্তা তাঁর প্রজাদের সম্পর্কে, বাড়ীর মালিক তার পরিবার সম্পর্কে, স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও সন্তান সম্পর্কে এবং গোলাম তার মনিবের মাল-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল ও প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৫] আয়াতের শেষে وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'অথচ তোমরা জানো' বলে বান্দার একটি মৌলিক রোগের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেটা এই যে, ভাল-মন্দ সকল লোকই একথা স্বীকার করেন যে, খেয়ানত করা মহাপাপ ও খেয়ানতের ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এতদসত্ত্বেও মানুষ খেয়ানত করে। আল্লাহ যে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান যে অভ্রান্ত, একথা কাফেররাও স্বীকার করে। কিন্তু মানে না। যারা মেনে নিয়েছে বলে কলেমায়ে শাহাদত পড়ে মুসলমান হয়েছে, তারাও মানে না। শুধু এতেই ক্ষান্ত হয় না, বরং যারা অহি-র বিধানকে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের বাধা দেয় ও তাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র করে। যারা জেনে শুনে এ ধরনের পাপ করে, তাদের শাস্তি কেমন হবে সহজেই অনুমেয়।

অতএব প্রত্যেক মুমিনকে স্ব স্ব দায়িত্বের আমানত যথাযথ ভাবে আদায় করা কর্তব্য। যাতে ক্বিয়ামতের মাঠে

১. আহমাদ, বায়হাক্বী, সনদ হাসান, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায় হা/৩৫।
২. মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায়; 'কবীরা গুনাহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ, হা/৫৫, ৫৬।
৩. মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়, ৬৩ অনুচ্ছেদ হা/ ২২৭; মিশকাত 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৮৬-৭ ।
৪. মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত 'জিহাদ' অধ্যায়, 'গণীমত বন্টন' অনুচ্ছেদ; হা/৪০১১।
৫. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৮৫।

খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে না হয়।

২৮ নং আয়াতে একটি সার্বজনীন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ও সাথে সাথে তার উদ্দেশ্য বাৎলে দেওয়া হয়েছে। সেটি হ'ল মাল ও সন্তান। যেকোন জ্ঞানী ব্যক্তিই বুঝেন যে, মাল-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি বান্দার জন্য একটি মহা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ধৈর্য সহকারে উত্তীর্ণ হ'তে পারাটাই বড় দায়িত্ব। মানুষের জীবন-জীবিকার মূল হ'ল মাল-দৌলত। অর্থ-সম্পদ না থাকলে খেয়ে পরে সসম্মানে বেঁচে থাকা কষ্টকর। এজন্য মানুষ দিনরাত পরিশ্রম করে ও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করে। অন্যদিকে সন্তান হ'ল কলিজার টুকরা ও রক্তের অংশ। মহান স্রষ্টা আল্লাহ পিতা-মাতার অন্তরে সন্তানের জন্য গভীর স্নেহ ও ভালোবাসা নিক্ষেপ করেছেন। যার কারণে পিতা-মাতা নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্তানকে রক্ষা করেন ও তাদের সুখ-শান্তির জন্য নিজেদের সুখ-শান্তি হাসিমুখে বিলিয়ে দেন। প্রাণীর বংশ বিস্তার ও পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য এটা আল্লাহ পাকের এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা। কিন্তু এখানেও একটি সীমা নির্ধারণ করা আছে। যা অতিক্রম করলে বিপত্তি অনিবার্য। বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রণ করলে তা থেকে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হ'লে তা সবকিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। অমনিভাবে মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত যদি সীমা অতিক্রম করে যায় এবং ঐ মহব্বতের শিকার হয়ে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা হয়, তবে তা হবে সবচেয়ে বড় খেয়ানত এবং তা নিয়ন্ত্রণহীন বিদ্যুতের ন্যায় সবকিছুকে বরবাদ করে দেবে এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহকালে অসম্মানিত ও পরকালে জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। ছাহাবী আবু লুবাবা (রাঃ) ক্ষণিকের জন্য সীমা অতিক্রম করায় তাঁর উপরে যে দুর্ভোগ নেমে আসে, তা আমাদের সামনে জাজ্বল্যমান। এজন্য অন্য আয়াতে কোন কোন সন্তানকে 'তোমাদের জন্য শত্রু' (عَدُوًّا لَّكُمْ) বলা হয়েছে (তাগাবুন ১৪)।

একথা স্পষ্ট যে, মালের পরীক্ষা সন্তানের পরীক্ষার চেয়ে হালকা। তবু অত্র আয়াতে মালকে আগে আনা হয়েছে। একারণে যে, মানুষ হালকা থেকেই গভীরের দিকে অগ্রসর হয়। তাছাড়া মালের পরীক্ষা ভূপৃষ্ঠে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু সন্তানের পরীক্ষা সাময়িক ও গুরুত্বপূর্ণ। বান্দার কর্তব্য হ'ল প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সর্বাবস্থায় হালাল উপার্জন করা ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সন্তানকে সুন্দর ভাবে লালন-পালন করা ও সত্যিকারের ধার্মিক সন্তান হিসাবে গড়ে তোলা। তাহ'লে এর বিনিময়ে 'আল্লাহ্র নিকটে মহা পুরস্কার রয়েছে' (তাগাবুন ২৮)।

২৯ নং আয়াতে মানব জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি হিসাবে তাক্বওয়া ও তার ফলাফল সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তাহ'লে তোমাদের নাজাত মিলবে ও তা তোমাদের সমস্ত গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে...।

সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন যে, এটি হ'ল মুমিনদের জন্য সর্বশেষ অছিয়ত এবং মুমিন ও মুমিন নয় এমন সকল মানুষের জন্য একটি সামগ্রিক মূলনীতি (الأصل الجامع)'। আল্লাহভীতির এ মৌলিক গুণ যে মানুষের মধ্যে আছে, সে মানুষ নিঃসন্দেহে অন্য সকলের চাইতে সেরা। আল্লাহ ভীতির তারতম্যের উপরেই মানুষের মনুষ্যত্বের তারতম্য হ'য়ে থাকে।

'তাক্বওয়া' হ'ল মূল বৃক্ষ। 'ফুরক্বান' হ'ল তার ফল। গাছ না থাকলে যেমন ফলের আশা করা যায় না, তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি না থাকলে তেমনি ফুরক্বান বা নাজাত আশা করা যায় না। এই তাক্বওয়ার কারণেই মানুষ ফুরক্বান হাছিল করে। অর্থাৎ হক ও বাতিলের সঠিক পার্থক্য নির্দেশ করে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে। বিদ্যা অর্জনের ফলে ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভাল-মন্দ ও হক-বাতিল নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু সেখানেও তাক্বওয়া মূল নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। আধুনিক বিজ্ঞান এটমবোমা তৈরী করেছিল বটে। কিন্তু সেটা নিক্ষেপ করে হাযার হাযার মানব সন্তানকে হত্যা করেছিল তাক্বওয়াহীন অমানুষ শাসক গোষ্ঠী। তাই তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতি হ'ল ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নতির মূল চাবিকাঠি।

আজকের বিশ্বে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অস্ত্রশক্তিতে নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্রগুলি নৈতিক ক্ষেত্রে এক একটি দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যা তাদের দ্রুত ধ্বংসশীল সমাজের আগাম সংকেত বলে ধরে নেওয়া যায়। বিগত দিনের গ্রীক সভ্যতা, রোমক সভ্যতা, মিসরীয় সভ্যতা ও অন্যান্য বহু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তাদের নৈতিক দেউলিয়াত্বের কারণে। আজও তাই যদি এ পৃথিবীকে ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে আমাদের স্বার্থেই আমদেরকে তাক্বওয়াশীল ও আল্লাহভীরু হ'তে হবে। একজন মুত্তাক্বী গরীব দারোয়ান একজন লম্পট ও দুর্নীতি পরায়ণ মালিক ও শাসকের চাইতে অনেক গুণ ভাল ও সমাজের জন্য উপকারী।

ফলাফলঃ

এক্ষণে আমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও বান্দার আমানতের খেয়ানত না করি। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে সীমা অতিক্রম না করি এবং সর্বদা আল্লাহভীরু হই, তাহ'লে তার ফলাফল কি হবে- এ বিষয়ে আল্লাহপাক আমাদেরকে তিনটি বস্তু দেওয়ার ওয়াদা করেছেন-

(১) ফুরক্বান অর্থাৎ নাজাত এবং ভাল-মন্দ ও হক-বাতিল যাচাইয়ের শক্তি। (২) গোনাহের কাফফারা এবং (৩) ক্ষমা। গোনাহের কাফফারা ও আল্লাহ্র ক্ষমা পেলে ইনশা-আল্লাহ জান্নাত লাভ সম্ভব হবে। আমাদেরকে সেই লক্ষ্যেই সকল কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

দ র সে হা দী ছ

শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن جابرٍ رضى اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قال رجلٌ: يا رسولَ اللّه ما الموجبتان؟ قال: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شيئًا دخلَ النَّارَ، و من ماتَ لا يُشْرِكُ بِاللّهِ شيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ رواه مسلم –

১. অনুবাদঃ

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, দু'টি বিষয় রয়েছে যা অনিবার্য। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, সে দু'টি অনিবার্য বিষয় কি হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করল, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করল, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।[১]

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) ছিনতা- নে (ثنتان)ঃ 'দুইটি'। আরবী ভাষায় আদাদ (الأعداد) বা সংখ্যা প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত 'আদাদে আছলী' (عدد أصلى) বা মৌলিক সংখ্যা এবং 'আদাদে তারতীবী' (عدد ترتيبى) বা ক্রমসংখ্যা। মৌলিক সংখ্যাগুলি চার প্রকারঃ 'মুফরাদ' বা একক, 'মুরাক্কাব' বা যৌগিক, 'উক্বূদ' বা দশক, 'মা'তূফ' বা সংযুক্ত সংখ্যা। আলোচ্য হাদীছে 'ছিনতানে' শব্দটি عدد مفرد বা মৌলিক একক সংখ্যা যা স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া إثنتان (ইছনাতা-নে)ও ব্যবহৃত হয়। পুংলিঙ্গে إثنان (ইছনা-নে)।

(২) মূজিবাতা-নে(مُوْجِبَتَانِ)ঃ 'দু'টি অনিবার্য বিষয়'। ঈজাব (الإيجاب) باب إفعال -এর মাছদার। যার অর্থ অনিবার্য করা, কবুল করা। 'মূজেব' (مُوْجِبٌ) اسم فاعل যার অর্থ অনিবার্য কারী। সেখান থেকে দ্বিবচন স্ত্রীলিঙ্গে হয়েছে مُوْجِبَتَانِ 'দু'টি অনিবার্যকারী বিষয়'।

(৩) লাম ইয়ুশরিক (وَ لَمْ يُشْرِكْ)ঃ 'শরীক করে নাই'। بحث واحد مذكر غائب থেকে باب إفعال হয়েছে। نفى جحد بلم مستقبل معروف । মুযারে'-র শেষে জযম দানকারী হরফ সমূহের অন্যতম হরফ 'লাম' (لم) মুযারে'-র প্রথমে বসার কারণে শেষে জযম হওয়ায় ইয়ুশরিকু-এর বদলে 'ইয়ুশ্রিক' হয়েছে। শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের পরিবর্তন হয়েছে এবং ভবিষ্যৎকালের অর্থ পরিবর্তিত হ'য়ে না সূচক অতীত কালের ক্রিয়া বা মাযী মানফী (ماضى منفى) -এর অর্থ হয়েছে।

৩. হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

তাওহীদের বিপরীত হ'ল শিরক। শিরক অর্থ অংশ। সেখান থেকে মাছদার ইশরাক (الإشراك) অর্থ শরীক করা। 'মুশরিক' অর্থ অংশীবাদী বা আল্লাহ্র সাথে শরীক নির্ধারণকারী। কাফির ও মুশরিক-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফির আল্লাহ্কে জেনেও তা গোপন করে ও অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে মুশরিক আল্লাহ্কে স্বীকার করে ও তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। শিরকের গোনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে কাউকে শরীক করার গোনাহ মাফ করেন না। এতদ্ব্যতীত যে কোন ব্যক্তির যেকোন গোনাহ ইচ্ছামত ক্ষমা করে থাকেন' (নিসা ৪৮, ১১৬)।

আল্লাহ শিরককারীর জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন। যেমন- অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ–

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করল, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। বস্তুতঃ (শিরকের মাধ্যমে) সীমা লংঘনকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' (মায়েদাহ ৭২)।

কিছু সংখ্যক নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী ছাড়া দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষ সকল যুগে আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে, রূযীদাতা হিসাবে, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা হিসাবে বিশ্বাস করে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনকালে জাহেলী আরবরাও এ বিশ্বাস রাখ্ত (লোকমান ২৫)। তারা তাদের সন্তানদের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্ত্বালিব ইত্যাদি রাখ্ত। সৃষ্টিকর্তা ও

১. মুসলিম, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায়, হা/৩৮।

পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব স্বীকার করাকে তাওহীদে রবূবিয়াত (توحيد الربوبية) বা 'সৃষ্টি ও প্রতিপালনে একত্ব' বলা হয়। কিন্তু তারা বিভিন্ন নামে আল্লাহ্কে ডাকত ও বিভিন্নভাবে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করত। তারা বিভিন্ন নেককার মৃতব্যক্তির মূর্তি বানিয়ে কা'বা ঘরে রাখ্ত ও তাদের অসীলায় আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এইসব নেককার মৃতব্যক্তিরা তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে সুপারিশ করবে, তাদেরকে আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে দিবে ও তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে (যুমার ৩)। তারা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর সাথে বিভিন্ন মূর্তির নামকরণ করেছিল। যেমন আল্লাহ্র বদলে 'লাত', আযীয-এর বদলে 'উয্যা', মান্নান-এর বদলে 'মানাত' ইত্যাদি। যেমন হিন্দুরা বলে থাকে ঈশ্বর, ভগবান, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, মনসা ইত্যাদি। যদিও লাত, মানাত, ওয্যা, হোবল বা ভগবান, দুর্গা, কালী, মনসা, সরস্বতীর কোন ক্ষমতা পূর্বেও ছিল না আজও নেই। তবুও বহু মানুষ এদেরকে বিশ্বাস করেছে মহা শক্তিধর হিসাবে। তাই তাদের অসীলায় মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ যুগে যুগে এদের পদতলে নিবেদন করেছে নযর-নেয়ায, পূজা ও প্রসাদ এমনকি নিজেদের যথাসর্বস্ব। আর এই ভুল আক্বীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্ব স্ব যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি। আবর্তিত হয়েছে পুরাটা জীবন। রচিত হয়েছে সাহিত্য। পরিচালিত হয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি। যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ এই ভুল আক্বীদা ও বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনেছেন। মানুষকে ডেকেছেন আল্লাহ্র দিকে, তাঁর প্রেরিত সত্য বিধানের দিকে। ফলে যুগে যুগে দু'ধরণের মানুষ দু'ধরণের জীবন বিধান প্রতিষ্ঠায় জীবনপাত করেছে। একদল মানুষ শেরেকী আক্বীদার ভিত্তিতে নিজেদের কল্পিত বিশ্বাস অনুযায়ী স্ব স্ব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে নবীদের অনুসারী মুমিন-গণ তাদের সার্বিক জীবন তাওহীদ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তথা আল্লাহ্ প্রেরিত অহি-র বিধানের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। এই দু'ধরণের বিধান যেমন কখনোই এক নয়, তেমনি উক্ত দু'ধরণের বিধানের মাঝে কখনো ঐক্য বা আপোষ সম্ভব নয়। আর এজন্যেই **শিরক** ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ্ বান্দার সব গোনাহ ক্ষমা করেন। কিন্তু শিরকের গোনাহ কখনোই ক্ষমা করেন না।

৪. শিরকের তাৎপর্যঃ শিরকের অর্থ এটা নয় যে, কাউকে আল্লাহ্র সমান বা তাঁর প্রতিপক্ষ মনে করা হবে। আরবের মুশরিকরাও কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ মনে করত না। বরং শিরকের প্রকৃত তাৎপর্য হ'লঃ যে সব বস্তু আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলিকে অন্য কারো জন্য করা। যেমন- অন্যকে সিজদা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা, বিপদে অন্যকে আহবান করা, অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা। কাউকে মুশকিল কুশা বা বিপদহন্তা মনে করা, কাউকে আরোগ্যদাতা, আইনদাতা, সন্তানদাতা, গওছুল আযম বা মহান ফরিয়াদ শ্রবণকারী ধারণা করা ইত্যাদি। মানুষ হৌক, জিন হৌক, ফেরেশতা হৌক যার সাথে যে ব্যক্তি এই আচরণ করবে, সেই-ই মুশরিক হবে। আল্লাহ মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে যেভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, ইহুদী-নাছারাদের বিরুদ্ধেও একইভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। অথচ ইহুদী-নাছারাগণ মূর্তিপূজা করত না। বরং তারা তাদের আলেম-দরবেশদেরকে অন্ধভক্তির বশে উক্ত আসনে বসিয়েছিল। আল্লাহ্র ভাষায় -إِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ 'তারা তাদের আলেম ও দরবেশগণকে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে 'রব' বানিয়ে নিয়েছিল এবং মসীহ ইবনু মারিয়ামকেও। অথচ তাদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দান করা হয়েছিল। বস্তুতঃ তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। লোকেদের শিরক হ'তে তিনি পবিত্র' (তাওবাহ ৩১)। এক্ষণে আমরা যারা আল্লাহ্কে উপাস্য হিসাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করার পরেও পীর-আউলিয়া বা তাদের কবরগুলিকে পূজার স্থানে পরিণত করেছি। আল্লাহ্র আইন মওজূদ থাকতে নিজেদের রচিত আইন দিয়ে দেশ শাসন করছি। আল্লাহকৃত হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করছি। অথচ মুখে আল্লাহ্র নাম নিচ্ছি। তাদের অবস্থার সাথে জাহেলী আরবের ও ইহুদী-নাছারা মুশরিকদের অবস্থার কোন পার্থক্য থাকে কি?

এক্ষণে দেখার বিষয় যে, কোন্ কোন্ বস্তু আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট এবং সেগুলিতে অন্যকে শরীক করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এতদসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে আমরা প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি। যাকে আমরা শিরকের প্রকারভেদ হিসাবে নিম্নে আলোচনা করতে চাই।-

৫. শিরকের প্রকারভেদ (أنواع الشرك)ঃ

শিরক প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারঃ ১. জ্ঞানগত শিরক (الإشراك في العلم) ২. ব্যবহারগত শিরক (الإشراك في التصرف) ৩. ইবাদতে শিরক (الإشراك في العبادة) ৪. অভ্যাসগত শিরক (الإشراك في العادة) ও ৫. ভালবাসায় শিরক (الإشراك في المحبة)।

(১) জ্ঞানগত শিরক (الإشراك في العلم)ঃ এর অর্থ হ'ল আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা, ভবিষদ্বক্তা হিসাবে বিশ্বাস করা, বিপদ-আপদে কোন মৃতব্যক্তিকে বা অন্য কোন অদৃশ্য সত্তাকে আহবান করা বা

স্মরণ করা, অন্যের নামে যিকর করা বা তাসবীহ পাঠ করা, অন্যকে ধ্যান করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি। আল্লাহ ব্যতীত তা কেউই খবর রাখেনা' (আন'আম ৫৯)। অন্যত্র বলা হয়েছে, قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمـوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ 'আপনি বলে দিন যে, আসমান ও যমীনের কেউ গায়েবের খবর রাখেনা আল্লাহ ব্যতীত এবং তারা জানেনা যে, কখন ক্বিয়ামত হবে' (নমল ৬৫)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَـامَـةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَـآئِهِمْ غَـافِلُوْنَ– 'ঐ ব্যক্তির চেয়ে পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকে, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না এবং ওরা তাদের আহ্বান থেকে গাফেল' (আহক্বাফ ৫)। রাসূল (ছাঃ) নিজেও গায়েব জানতেন না। যেমন আল্লাহ্ বলেন, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَـيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِىَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ وَ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ– '(আপনি বলে দিন) যদি আমি গায়েবের খবর রাখতাম, তাহ'লে আমি বেশী বেশী ভাল কাজ করতাম এবং আমাকে কোনরূপ অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারত না। আমি ঈমানদার কওমের জন্য স্রেফ ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী মাত্র' (আ'রাফ ১৮৮)। বুঝা গেল যে, নবী, অলি, পীর, জিন্ন, ফেরেশতা কারু পক্ষেই গায়েব বা ভবিষ্যতের খবর জানা সম্ভব নয়।

(২) ব্যবহারগত শিরক (الإشراك فى التصرف)ঃ এর অর্থ সৃষ্টির পরিকল্পনা ও সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় অন্য কাউকে শরীক গণ্য করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ – 'যদি আপনি মুশরিকদের জিজ্ঞেস করেন, কে আসমান ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছে? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন! 'আল-হামদুলিল্লাহ' সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু ওদের অধিকাংশ (প্রকৃত বিষয়) জানে না' (লোকমান ২৫)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَـآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ– 'আপনি ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন কে তোমাদের রূযী দান করেন আসমান ও যমীন থেকে? কে তোমাদের কর্ণ ও চক্ষু সমূহের মালিক? কে জীবিত কে মৃতের মধ্য হ'তে এবং মৃতকে জীবিতের মধ্য হ'তে বের করে আনেন? কে কর্ম সমূহের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন? সত্বর তারা বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন! এর পরেও কি আল্লাহ্কে ভয় করবে না? (ইউনুস ৩১)। বুঝা গেল যে, প্রাণীকুলের সৃষ্টি ও প্রতিপালন, তাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সবকিছুরই মালিকানা আল্লাহ্র হাতে। অতএব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, আইনদাতা, সন্তানদাতা আরোগ্যদাতা, বিপদহন্তা ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করা পরিষ্কারভাবে শিরক। তাঁর হুকুম ব্যতীত কেউ কারু উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। যেমন তিনি বলেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ– 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তা দূর করার কেউ নেই তিনি ব্যতীত। আর যদি তিনি তোমার মঙ্গল করেন, তবে (জেনে রেখ যে,) তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান' (আন'আম ১৭)। অন্য আয়াতে এসেছে فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ 'তাঁর অনুগ্রহকে ফিরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই' (ইউনুস ১০৭)। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও এবিষয়ে কোন বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। যেমন- আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لاَ رَشَدًا. قُلْ إِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّهِ أَحَدٌ وَّ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا. إِلاَّ بَلاَغًا مِّنَ اللّهِ وَ رِسَالاَتِهِ وَمَنْ يَّعْصِ اللّهَ وَ رَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا– 'আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখিনা। বলে দিন যে, আমাকে কেউ আল্লাহ্র কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং না আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোথাও আশ্রয় পাব। আল্লাহ্র বাণী ও তাঁর রেসালাত পৌঁছে দেওয়াই আমার দায়িত্ব। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, তার জন্য জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত রয়েছে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে' (জিন্ন ২১-২৩)।

শুধু তাই নয় আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারু জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতাও কারু নেই। যেমন আয়াতুল কুরসী-র মধ্যে আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ 'কার ক্ষমতা রয়েছে যে, সে সুপারিশ করে আল্লাহ্র নিকটে তাঁর অনুমতি ব্যতীত? (বাক্বারাহ ২৫৫)। অতএব পীর-আউলিয়াদের সুপারিশে মুক্তি পাওয়ার ধারণা স্পষ্ট শিরক।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মানুষের জীবনে চলার পথে বিভিন্ন সমস্যাদির খুঁটিনাটি সমাধান আল্লাহ্র নিকট থেকে কিভাবে পাওয়া সম্ভব? অতএব আমাদেরকে নিজস্ব বুদ্ধি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আইন ও বিধান রচনা করা

অপরিহার্য। এর জবাব এই যে, মানুষকে আল্লাহ জড় পদার্থ করে সৃষ্টি করেননি। বরং তাকে দিয়েছেন ভাল ও মন্দ বাছাই করার জ্ঞান। এই জ্ঞানচক্ষু খোলা রেখেই সে জীবন পথে চলবে। এই জ্ঞানের মধ্যে কমবেশী থাকলেও কারু জ্ঞান অসীম বা অভ্রান্ত নয়। বরং মানুষের জ্ঞান সর্বদা সসীম ও ভ্রান্তির আশংকাযুক্ত। সেকারণেই তাকে সর্বদা অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎসের নিকটে মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। আর সে উৎস হ'ল আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে সংকলিত আকারে জগদ্বাসীর সম্মুখে মওজুদ রয়েছে।

মানুষ তার চলার পথে তার ধর্মীয় বা বৈষয়িক জীবনে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, বিবাহ, তালাক, জানাযা কিংবা ব্যবসা, চাকুরী, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি তথা জীবনের যে স্তরে সে থাকুক না কেন, তাকে প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর ছহীহ হাদীছ থেকে ব্যাখ্যা নিতে হবে। যদি সেখানে স্পষ্টভাবে না পাওয়া যায়, তাহ'লে খুলাফায়ে রাশেদীনের সিদ্ধান্ত তালাশ করতে হবে। সেখানেও না পাওয়া গেলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ বা শরীয়ত গবেষণায় মনোনিবেশ করে সমাধান প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এখানে গিয়ে বিভিন্ন বিদ্বানের বিভিন্ন ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত আসতে পারে। তখন যাঁর সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত মৌলিক বিধানের নিকটবর্তী বলে প্রতীয়মান হবে, সেটি গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে এককভাবে কোন একজন মুজতাহিদ বিদ্বানের সিদ্ধান্তের অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না। বরং সর্বদা ছহীহ হাদীছের তালাশে থাকতে হবে। যখনই তা পাওয়া যাবে, তখনই ইজতিহাদ বাতিল হবে ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণ করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের সংবিধান, যার ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হয়। কিন্তু দেশের জনগণের প্রতিদিনকার সকল খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান সেখানে পাওয়া সম্ভব নয়। বরং সমাধানের কিছু মৌলিক ধারা সেখানে সন্নিবেশিত রয়েছে। আইনজ্ঞ বা বিচারপতিগণ উক্ত সংবিধানের আলোকে ব্যাখ্যা দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ফায়ছালা করে থাকেন। এখানে মূল আইন হ'ল জাতীয় সংসদ সদস্যদের অনুমোদিত সংবিধান। ঐ সংবিধানকে রক্ষা করা ও তাকে মেনে চলার শপথ নিতে হয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও দেশের প্রেসিডেন্টকে এবং বিচারপতিদেরকে। ঐ সংবিধান বহির্ভূত কোন রায় দেবার ক্ষমতা দেশের আদালত সমূহের নেই। মানব রচিত ঐ সংবিধান দিয়েই আমাদের দেশ চলছে। দেশের আদালত সমূহে বিচারকার্য সম্পাদিত হচ্ছে। দেশের কোটি কোটি মানুষ শাসিত হচ্ছে। তাদের জেল-ফাঁস হচ্ছে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। অথচ এটা পরিষ্কারভাবে শিরক। কেননা মানুষের সৃষ্টি ও পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে অহি-র বিধান প্রেরণ করেছেন মানুষের সার্বিক জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য। অতএব **দেশের সংবিধান হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ** এবং তার আলোকেই দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্মীয় নীতি, সমাজনীতি সবকিছু পরিচালিত হবে। এটাই হ'ল তাওহীদের মূল কথা এবং এর বিপরীতটাই হ'ল শিরক। এই শিরক উৎখাত করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই হ'ল মুসলিম জীবনের প্রকৃত জিহাদ।

এমনিভাবে লোকদের ধারণামতে সৎ ও নেককার লোকদের কবরগুলোকে 'মাযার' বা যেয়ারতের স্থল নাম দিয়ে সেগুলিকে রীতিমত পূজার স্থানে পরিণত করা হয়েছে। ধারণা করা হয়েছে যে, কবরে যিনি শুয়ে আছেন, তিনি আসলে জীবিত আছেন। তিনি আমাদের অবস্থা দেখছেন বা শুনছেন। তিনি আমাদেরকে বিপদাপদ হ'তে রক্ষা করবেন। তিনিই সন্তান দিবেন, রোগ আরোগ্য করবেন। তিনিই গওছুল আযম বা শ্রেষ্ঠ ফরিয়াদ শ্রবণকারী ইত্যাদি। এসবই স্পষ্ট শিরক। এসবের গোনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না। অনেকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও পরিচালনায় আউলিয়াদেরকে শরীক ভাবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ন্যায় তারাও রূযীদাতা, সন্তানদাতা, রোগ আরোগ্যদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা ইত্যাদি। তাদের ধারণায় অলিদের একটি বিরাট সাম্রাজ্যের জাল বিস্তৃত রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা সৃষ্টিকুল পরিচালনা করে থাকেন। তাদের মধ্যে একজন 'গাউছ', চারজন 'কুতুব', সাতজন 'আবদাল' ও প্রত্যেক শহরে একজন করে 'নাজীব' রয়েছেন। প্রতি রাত্রিতে হেরা গুহাতে এঁরা সমবেত হয়ে সৃষ্টিকুলের তাক্বদীর পর্যালোচনা করেন' (নাঊযুবিল্লাহ)।[২]

জীবিত বা মৃত পীর-আউলিয়া ছাড়াও অনেকে সূর্য-চন্দ্র বা তারকারাজিকে মঙ্গলামঙ্গলের অধিকারী বলে ধারণা করে থাকেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র ও রাশিফল গণনা মূলতঃ এই ধারণার উপরেই গড়ে উঠেছে। অথচ এসবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারী উভয় দলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন (আন'আম ৭৪-৭৬)।

(৩) ইবাদতে শিরক (الإشراك فى العبادة)ঃ এর অর্থ হ'ল ইবাদত বা উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা, অন্যের নামে যবহ করা, মানত করা, অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা, অন্যকে ভয় করা, আকাংখা করা, যে আনুগত্য ও সম্মান আল্লাহ্‌কে দিতে হয় সেই আনুগত্য ও সম্মান অন্যের প্রতি প্রদর্শন করা, কবরপূজা করা ইত্যাদি। পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীনতম শিরক হ'ল মূর্তিপূজা। সৎ ও নেককার লোকদের মৃত্যুর পরে তাদের দৈহিক আকৃতি কল্পনা করে মূর্তি বানিয়ে পূজা শুরু করেছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম। তাদের সমাজ নেতারা অদ, সুওয়া'

২. *আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, ফাযায়েহুছ ছুফিইয়াহ (কুয়েতঃ দারুস-সালাফিইয়াহ তাবি) পৃঃ ৪৫।*

ইয়াগূছ, ইয়া'উক্ব প্রভৃতি মূর্তিগুলির পূজা যেন নূহের কথায় ভুলে পরিত্যাগ না করে, সে ব্যাপারে তাদের কওমকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল (নূহ ২৩)। যুগে যুগে সকল নবী উক্ত শিরকের বিরুদ্ধে স্ব স্ব কওমকে সাবধান করে গিয়েছেন (নাহল ৩৬)। বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) একই সাবধান বাণী বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেছেন।[৩] বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মাদীকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করে গেছেন। কিন্তু তারা কি তা মান্য করেছে? বরং দেখা যাচ্ছে যে, মূর্তি গড়ার চাইতে অধিক শান-শওকতের সাথে তাদের ধারণা মতে বিভিন্ন নেককার ব্যক্তি ও পীর-আউলিয়ার কবরে সমাধিসৌধ নির্মাণ করে সেখানে সর্বোচ্চ ভক্তির সর্বোত্তম অর্ঘ নিবেদন করা হচ্ছে। নযর-নেয়ায দিচ্ছে। এমনকি সিজদাও চলছে। যে আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে মূর্তিপূজারীরা তাদের মূর্তির নিকটে যায়, সেই একই আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে কবরপূজারীরা কবরের নিকটে যায়। ফলে শিরকের গোনাহ উভয়স্থানে সমান। অতএব তার পরিণতিও সমান হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে ও মুখে স্বীকার করে, হজ্জ করে, কা'বা ঘরের খিদমত করে, হাশর-নশর-ক্বিয়ামতে বিশ্বাস রেখেও যেমন জাহেলী আরবের মুশরিকেরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়নি। আজকের যুগের আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ও আল্লাহ্কে স্বীকারকারী ঐসব ইসলামী নামধারী ব্যক্তিরা কবরপূজা করে কিভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশা করতে পারে? কারণ এটা শিরক। আর শিরকের গোনাহ আল্লাহ মাফ করেন না।

আল্লাহ বলেন, لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ 'তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়। বরং সিজদা কর আল্লাহ্র, যিনি ঐগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করে থাক' (হা-মীম সাজদাহ ৩৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত অতদিন সংঘটিত হবে না, যতদিন না লাত-মানাত-ওয্যা প্রভৃতি মূর্তির পূজা না হবে।... অর্থাৎ মানুষ পুনরায় তাদের বাপ দাদাদের (শেরেকী) ধর্মের দিকে ফিরে যাবে'।[৪] অন্য হাদীছে এরশাদ হয়েছে, لاَ تقومُ الساعة حتى تلحق قبائلُ من أمّتى بالمشركين، و حتى تَعْبُدَ قبائلُ من أمتى الأوثان...

'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং যত দিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তি বা স্থানপূজা করবে...'[৫]

৩. মুসলিম, মিশকাত 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় হা/৫৩১৫।
৪. *মুসলিম, মিশকাত 'ফিতান' অধ্যায়; 'দুষ্ট লোকদের উপরে ব্যতীত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না' অনুচ্ছেদ, হা/৫৫১৯।*
৫. আবুদাঊদ, মিশকাত 'ফিতান' অধ্যায়, হা/৫৪০৬।

(৪) **অভ্যাসগত শিরক (الإشراك فى العادة)**ঃ এর অর্থ হ'ল মানুষ অভ্যাস বশতঃ অনেক সময় শিরক করে থাকে। শেরেকী কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, হালালকে হারাম করে, হারামকে হালাল করে ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَ هذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ 'তোমরা এমন সব মিথ্যা কথা বলো না যা তোমাদের যবান সমূহ বলে থাকে যে, এটি হালাল ও এটি হারাম। যাতে তোমরা আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাক। যারা আল্লাহ্র উপরে মিথ্যারোপ করে, তারা কখনোই সফল হবে না' (নাহল ১১৬)।

বুঝা গেল যে, নিজেদের ইচ্ছামত কোন কিছুকে জায়েয নাজায়েয, হালাল বা হারাম বলা যাবে না। যেমন কেউ বলে থাকেন মুহররম মাসে পান খাওয়া যাবে না, লাল কাপড় পরা যাবে না, বিয়ে-শাদী করা যাবে না। অমুক দিন বা সময়ে যাত্রা শুভ বা যাত্রা নাস্তি। ঘর থেকে বের হবার সময় কাক ডাকলে বা হোচট খেলে যাত্রা অশুভ। পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীকে গোল আলু বা রসগোল্লা খাওয়ানো যাবে না। তাতে পরীক্ষায় গোল্লা পাবে। উঠানে সিদ্ধ ধান শুকাতে দিল। এমন সময় মেঘ বা বৃষ্টি এল। অমনি বলা হ'ল আল্লাহ্র চোখ কানা হয়ে গেছে। 'উপরে আল্লাহ আপনি হেল্লা'। দেখা যায় যে, হেল্লার পূজা শুরু হ'ল। আল্লাহ্কে ভুলে গেল। ধারণা করা হয় যে, মৃত ব্যক্তির কুলখানি বা চেহলামের অনুষ্ঠান না করলে কবরে তার কষ্ট হবে। কবর খোঁড়া ও কবর দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ কারীদেরকে 'হাত ঝাড়া খানা' না খাওয়ানো হ'লে মৃত ব্যক্তির আমলনামা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

অপরদিকে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত রেওয়াজের দোহাই দিয়ে দেশে সূদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জারি রাখা হয়েছে। অথচ আল্লাহপাক সূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমাদের এটা গা সওয়া হয়ে গেছে। সূদের বিরুদ্ধে দেশের মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বা তাদের কর্মীদের কোন সক্রিয় তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। সূদের ন্যায় লটারীও এদেশে সরকারী অনুমোদন পেয়েছে। বেশ্যাবৃত্তিও সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত ও স্বীকৃত ব্যবসা হিসাবে গণ্য হয়েছে। মুসলিম শাসন ও অমুসলিম শাসনের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। রাজনীতির নামে অনৈসলামী রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ সমূহকে প্রতিষ্ঠা দান করা হচ্ছে। এদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ এসব অনৈসলামী ও ইসলাম বিরোধী মতবাদ সমূহ হালাল করে নিয়েছেন। এদিকে লক্ষ্য করেই খৃষ্টান নেতা আদী বিন হাতেম ত্বাঈ-এর প্রশ্নের জওয়াবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللّهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللّهُ

فَتَسْتَحِلُّوْنَهُ؟ 'আল্লাহ যেসব বিষয় হারাম করেছেন, সেগুলি কি তোমাদের আলেম-দরবেশ ও নেতৃবৃন্দ হালাল করেন না? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল করে নাও। এমনিভাবে আল্লাহ যেসব বিষয়কে হালাল করেছেন, সেগুলিকে তোমাদের নেতারা হারাম করেন না? অতঃপর তোমরা তা হারাম করে নাও? আদী বললেন, জি হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন فتلك عبادتهم 'এটাই তাদের ইবাদত করা হ'ল।[৬]

মুসলমান হ'য়েও আমরা আমাদের সন্তাদের নাম রাখছি নূর মুহাম্মাদ, নূর আহমাদ, গোলাম মুহাম্মাদ, গোলাম আহমাদ, গোলাম মুছতফা, গোলাম মুর্তযা, গোলাম রাসূল, আব্দুন্নবী, আব্দুর রাসূল, মাদার বখ্শ, নবীবখ্শ, পীর বখ্শ ইত্যাদি। আল্লাহ্র নামে কসম করা বাদ দিয়ে বলছি অগ্নিশপথ, রক্ত শপথ ইত্যাদি। কখনো খাদ্য ছুঁয়ে, কখনো গা ছুঁয়ে শপথ করছি। অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা হারাম। নযর-নেয়ায ও মানত করছি কোন পীরের দরগায়। খাসী, গরু বা মোরগ যবেহ করছি পীরের নামে। পীরের দরগায় পোষা কবুতর, পুকুরের গজাল মাছ ও কচ্ছপ-কুমীর মানুষের পূজা পাচ্ছে। পীরের কবরের পাশে বা এলাকায় নিজের কবর হ'লে কবর আযাব মওকূফ হবে- এমনিতরো হরেক রকমের আক্বীদা-বিশ্বাস মুসলিম সমাজে চালু হয়ে আছে। এসবই শিরকী আক্বীদা। এগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে নামধারী কিছু ধার্মিক লোক ও তাদের প্রচারিত কিছু বানোয়াট গল্প কথা এবং এগুলোকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছে দেশের কিছু সংখ্যক সমাজ নেতা ও রাষ্ট্র নেতাগণ। শিরক ও বিদ'আতী প্রথাগুলির সবই আজ সামাজিক ও ধর্মীয় রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, যা অভ্যাসগত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসবের বিরুদ্ধে কথা বলাই এখন অধর্ম।

অন্যদিকে হিন্দুদের বেদীর অনুকরণে মুসলমানেরা তৈরী করেছে শহীদ মিনার। যদিও তার নীচে কোন শহীদের কবর নেই। তবুও সেখানে শ্রদ্ধাভরে নগ্নপদে গিয়ে ফুল দেওয়া হচ্ছে। পুষ্পাঞ্জলি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হচ্ছে। ভাবগম্ভীর চেহারায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকছেন নেতারা। শিক্ষাঙ্গণে বা অফিসের সামনে এগুলি মাথা হেঁট করে পিলার বানিয়ে খাঁড়া করে রাখা হচ্ছে। শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন ইত্যাদি বানিয়ে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে, যা পরিষ্কার অগ্নিপূজার শামিল। এ সবই আজ অভ্যাসগত শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

৫. ভালবাসায় শিরক (الإشراك فى المحبة)ঃ এর অর্থ আল্লাহ্র ভালবাসাকে বান্দার ভালবাসার উর্ধে স্থান দেওয়া।

৬. তাফসীরুল কাবীর (মিসরঃ বাহিয়া প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩৫৭/১৯৩৮) ১৬শ খণ্ড পৃঃ ২৭; জামেউ বায়ানিল ইল্ম (বেরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাঃ বিঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৯; ইবনু জারীর, তাফসীর (বেরুতঃ ১৪০১/১৯৮৭) ১০ম খণ্ড পৃঃ ৮০-৮১।

ভালবাসা দু'প্রকারেরঃ স্বভাবজাত ভালবাসা (محبة طبيعية) ও দ্বীনী ভালবাসা (محبة دينية)। স্বভাবজাত ভালবাসা মানুষের প্রকৃতিগত। যেমন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, ছোটদের প্রতি বড়দের স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি। এছাড়াও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের বিবেচনায় পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। এসবগুলি মানুষের স্বভাবজাত। পক্ষান্তরে দ্বীনী কারণে কেবলমাত্র পরকালীন স্বার্থে পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। যা প্রথমোক্ত ভালবাসার চাইতে অধিকতর দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই ভালবাসা স্থান-কাল-পাত্র এমনকি দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে। এই ভালবাসা হয় নিখাদ, নিরেট ও নিঃস্বার্থ। এই ভালবাসা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত হয়। তাঁকে রাযী-খুশী করার জন্য একই আক্বীদা ও আমলের দু'জন মানুষের মধ্যে এই ভালবাসার বন্ধন আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الأرواح جنودٌ مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف 'রূহসমূহ দলবদ্ধ সেনাবাহিনীর মত। তন্মধ্যে কারু সাথে কারুর মিল পেলেই ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং গরমিল পেলে বিরোধ হয়'।[৭]

একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল (ছাঃ) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি একদল লোককে ভালবাসে। কিন্তু তাদের সাথে সাক্ষাত হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বল্লেন, المرءُ مع مَنْ أحبَّ 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তার সঙ্গেই থাকবে, যাকে সে দুনিয়াতে মহব্বত করতো'।[৮] এই মহব্বত স্বভাবজাত দুনিয়াবী মহব্বত নয়। বরং এই মহব্বত দ্বীনী মহব্বত, আদর্শিক নিঃস্বার্থ মহব্বত। এই মহব্বতের একমাত্র প্রতিদান হ'ল জান্নাত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্ বলেন, وَجَبَتْ مُحَبَّتِى للمتحابِّينَ فِىَّ... 'আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গেল ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা কেবলমাত্র আমার জন্যই পরস্পরকে ভালবেসেছে...'।[৯] অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সম্বোধন করে বলবেন, আমার প্রতাপের কারণে পরস্পরে ভালবাসা স্থাপনকারীগণ কোথায়? আমি তাদেরকে আমার ছায়াতলে স্থান দিব। যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই'।[১০] ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর সর্বাধিক প্রিয়বস্তু হিসাবে একমাত্র

৭. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'আদাব' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ, হা/৫০০৩।
৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০০৮-৯।
৯. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৫০১১।
১০. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৬।

সন্তান ইসমাঈলকে কুরবানী দিয়েছিলেন। এর অর্থ আল্লাহ্র ভালবাসার বিনিময়ে তিনি নিজ স্বভাবজাত দুনিয়াবী ভালবাসাকে কুরবানী দিয়েছিলেন। কিন্তু বহু মানুষ এক্ষেত্রে পরাজিত হয় এবং দ্বীনী ভালবাসার ঊর্ধে দুনিয়াবী ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়।

আল্লাহ বলেন, وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ 'মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে এবং তাদের প্রতি এমন ভালবাসা পোষণ করে যেমন ভালবাসা আল্লাহ্র প্রতি হয়ে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্র ভালবাসায় অধিকতর দৃঢ়' (বাক্বারাহ ১৬৫)। অতএব আল্লাহ্র ভালোবাসার ঊর্ধে তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বিধানের ঊর্ধে কোন মুজতাহিদ ইমাম, মুফতী, পীর, অলি-আউলিয়া বা শাসনকর্তার আদেশ-নিষেধ ও বিধান সমূহকে অধিক ভালোবাসলে ও তদনুযায়ী আমল করলে তা 'শিরক' হিসাবে গণ্য হবে।

৬. বাস্তব অবস্থা (الواقع الحقيقى)ঃ

প্রতিবছর লাখ লাখ টাকা খরচ করে আমরা আজমীরে 'খাজাবাবা' ও বাগদাদে 'বড়পীর' ছাহেবের কবরে যাতায়াত করি ও নযর-নেয়ায পাঠিয়ে থাকি। এতদ্ব্যতীত দেশের ভিতরে রয়েছে পীর-আউলিয়াদের নামে সৃষ্ট হাযার হাযার কবর। যা সাধারণ পরিভাষায় মাযার, দরগাহ ও খানক্বাহ নামে পরিচিত। এইসব মাযার ও দরগাহ্র সংখ্যা দিন দিন আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শহর-বন্দরের অলিতে-গলিতে এবং বাস লাইনের ধারে। মানুষ দলে দলে ছুটে চলেছে সেদিকে বিপদ মুক্তির আশায়। ড্রাইভারের ধারণা মাযারে কিছু পয়সা দিয়ে পীরবাবা-কে খুশী করতে পারলে বাস এক্সিডেন্ট হবে না। কলেরায় আক্রান্ত ছেলের মায়ের ধারণা অমুক দরগাহে মানত করলে ছেলেটি এ যাত্রা বেঁচে যাবে। পরীক্ষার্থী তরুণ বন্ধুটির ধারণা পরীক্ষায় যাওয়ার পূর্বে অমুক মাযারে কিছু দিয়ে গেলে অথবা ওখানকার ধূলা বা তাবার্রুক নিতে পারলে পাসের জন্য আর চিন্তা নেই। এমনকি দেশের রাজনৈতিক নেতাদেরও অনেকের বিশ্বাস অমুক দরগাহে গিয়ে প্রার্থনা না করলে হয়তবা ইলেকশনে হেরে যাব। এতদিন মসজিদ আলাদা ছিল। বর্তমানে কবরের সঙ্গেই মসজিদ করে একসঙ্গে আল্লাহ্র ইবাদত ও মৃত ব্যক্তি পূজার বাস্তব নমুনা দেখানো হচ্ছে। ভাবখানা এই যে, দু'দিকেই খুশী রাখি, যেদিকে কাজ হয়।

বস্তুতঃপক্ষে কি মূর্খ কি বিদ্বান, কি গাছতলা কি পাঁচতলা সকল স্তরের মুসলমানের মধ্যে আজ উপরোক্ত ধারণা কমবেশী বিরাজ করছে। আসুন! আমরা দেখি এই বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কি-না। এখানে মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল সত্যের একমাত্র মানদণ্ড। এই মানদণ্ডেই যাবতীয় খাঁটি ও মেকী যাচাই করতে হবে।

অতএব উপরোক্ত মহাসত্যের মানদণ্ডেই আমরা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি বিচার করে দেখব।-

১. প্রশ্নঃ আওলিয়াগণ মানুষের কোনরূপ মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা রাখেন কি?

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لاَ رَشَدًا '(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না' (জিন্ন ২১)।

নিজ বংশের লোকদের উদ্দেশ্যে বলার পরে স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে (রাঃ) লক্ষ্য করে প্রিয় নবী (ছাঃ) বলেন,

يا فاطمةُ بنتَ محمد! أنْقِذِيْ نَفْسَكِ من النار، سَلِيْنِيْ ما شِئْتِ من مالى، لا أُغْنِيْ عنكِ من اللّٰه شيئًا، متفق عليه 'হে মুহাম্মাদ কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। তুমি আমার মাল-সম্পদ হ'তে যত খুশী চেয়ে নাও। কিন্তু মনে রেখ (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র নিকটে আমি তোমার কোনই কাজে আসব না'।[১১]

২. প্রশ্নঃ তাঁরা গায়েবের খবর রাখেন কি?

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ 'গায়েবের সকল চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা অবগত নয়' (আন'আম ৫৯)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, আসমান ও যমীনের মধ্যকার কেউই গায়েবের খবর রাখে না আল্লাহ ব্যতীত' (নমল ৬৫)।

৩. প্রশ্নঃ তাঁদের মৃত্যু হয় কি?

উত্তরঃ আল্লাহ্ বলেন, *কুল্লু নাফ্সিন যা-য়েক্বাতুল মাউত* 'প্রত্যেক প্রাণীই মরনশীল' (আলে ইমরান ১৮৫)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন, *'ইন্নাকা মাইয়েতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়েতূন'* 'নিশ্চয়ই আপনার মৃত্যু হবে এবং পূর্বেকার

১১. বুখারী, মুসলিম মিশকাত 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'ভয় প্রদর্শন' অনুচ্ছেদ, হা/৫৩৭৩।

সকল নবীর মৃত্যু হয়েছে' (যুমার ৩০)।

মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) বলেন যে, 'মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন তার যাবতীয় আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়...'।[১২]

কবরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেন যে, 'কবরে ফেরেশতাদের প্রশ্ন সমূহের সঠিক জওয়াব দানের পর যখন জান্নাতী ব্যক্তি দুনিয়ায় স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতে চাইবেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিবেন। এমন ঘুম যা ক্বিয়ামতের পূর্বে ভাঙ্গবে না'।[১৩]

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন স্বীয় নবীকে (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি শুনাতে পারেন না কোন মৃত ব্যক্তিকে এবং শুনাতে পারেন না কোন বধিরকে' (নমল ৮)। অন্য আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্ বলেন, وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ 'কবরস্থ কোন ব্যক্তিকে আপনি শুনাতে পারেন না' (ফাত্বির ২২)।

৪. প্রশ্নঃ অসীলা কি?

উত্তরঃ 'অসীলাহ্' অর্থ নৈকট্য (আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)। যেমন আল্লাহ বলেন, *'ওয়াবতাগূ ইলায়হিল অসীলাহ্'* 'তোমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুসন্ধান কর' (মায়েদাহ ৩৫)। কিন্তু আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় কি? এ সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর দীদার লাভ করতে চায়, সে যেন নেক আমল করে এবং তাঁর প্রভুর ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে শরীক না করে' (কাহফ, শেষ আয়াত)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় হ'ল মাত্র দু'টি। ১- শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ২- শরীয়ত অনুমোদিত নেক আমল। এর অর্থ কখনোই পীর-আউলিয়া নয়, যেমন বর্তমান যুগের কিছু লোকের ধারণা।

এইসব লোকেরা আল্লাহ্‌কে দুনিয়ার সামান্য একজন জজের সাথে তুলনা করে পীর-আউলিয়াগণকে তাঁর উকিল ধারণা করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। যে জজের বিচারে প্রতি মুহূর্তে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত যে ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করতে পারেন না। নিম্নকোর্টে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির হাইকোর্টে মুক্তি পাওয়ার ঘটনা যেখানে মোটেই বিরল নয়। সেইরূপ একজন ব্যক্তির সাথে তারা তুলনা করেছে এমন এক মহাবিচারকের, যাঁর বিচারে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লাগে না। যাঁর ন্যায়দণ্ড আমীর-ফকীর, আশরাফ-আতরাফ সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। যেখানে প্রাণদণ্ডের আসামীকে অনুরোধ-উপরোধ বা শ্লোগান-মিছিল করে কিংবা আইনের মারপ্যাঁচ দিয়ে ছাড়িয়ে আনবার কোন সুযোগ নেই। যে মহাবিচারকের কঠিন বিচারের ভয়ে নবীগণ পর্যন্ত শাফা'আত করতে অপারগ হবেন (কেবল আমাদের নবী ব্যতীত)। সেই অবস্থায় পীর-মুরশিদ, অলি-আউলিয়াদের ভূমিকা কি হ'তে পারে বুঝতে কষ্ট হয় কি?

৫. প্রশ্নঃ কবরে মসজিদ ও সৌধ নির্মান এবং সেখানে আলোকসজ্জা করা যাবে কি?

(ক) মৃত্যুর মাত্র পাঁচদিন পূর্বে আল্লাহর নবী (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে হুঁশিয়ার করে বলেন যে, أَلا و إِنَّ مَن كانَ قبلكم كانوا يتَّخِذونَ قُبورَ أَنْبيائِهم و صالحيهم مساجدَ، أَلا فلا تتخذوا القُبورَ مساجدَ، إِنى أنهاكم عن ذلك 'তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবী ও নেককার ব্যক্তিদের কবরগুলিকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা যেন তা কর না। আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে এ ব্যাপারে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[১৪]

(খ) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يُجَصَّصَ القبرُ، و أن يُبنى عليه، و أن يُقعد عليه رواه مسلم – 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কবর পাকা করতে, এতে সৌধ নির্মাণ করতে এবং সেখানে বসতে।[১৫] তিনি বলেন, তোমরা কবরে বসোনা এবং কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় কর না'।[১৬] (গ) আল্লাহর নবী (ছাঃ) লা'নত করেছেন কবর যেয়ারতকারিনী মহিলাদেরকে এবং কবরকে ছালাতের স্থানে পরিণতকারী ব্যক্তিদেরকে ও কবরে বাতিদানকারী লোকদিগকে'।[১৭] হাদীছটি সম্পর্কে আবুদাঊদ চুপ আছেন ও তিরমিযী 'হাসান' বলেছেন।[১৮] আলবানী 'বাতি দান করা' শব্দটিকে অন্য কোথাও দেখেননি বলেছেন (ঐ, টীকা হা/৭৪০)। আলবানী বলেন যে, 'কবরে বাতি দেওয়া মূর্তিপূজার শামিল (وثنية)।

দ্বীন ইসলাম এটাকে অনুমোদন করেনা'।[১৯] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন, 'কবরে আলোকসজ্জা করা ও সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হারাম। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমি জানিনা'।[২০]

৬. প্রশ্নঃ মৃত পীর-আউলিয়ার কবরকে উদ্দেশ্য করে ওরস করা যাবে কি?

উত্তরঃ এইরূপ কোন অনুষ্ঠান করার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। 'ওরস' আরবী শব্দ।

---

১২. মুসলিম, মিশকাত 'ইল্‌ম' অধ্যায় হা/২০৩।
১৩. তিরমিযী, মিশকাত 'কবরের আযাব' অধ্যায়, হা/১৩০ সনদ হাসান।
১৪. মুসলিম, মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ, হা/৭১৩; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ (বোম্বে ছাপাঃ ২য় সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯) ২/৩৭৬, সনদ ছহীহ- আলবানী তাহযীরুস সাজেদ-টীকা পৃঃ ১৫।
১৫. মুসলিম, মিশকাত 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ হা/১৬৯৭।
১৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮।
১৭. *নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৪০।*
১৮. *ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী,* মির'আত হা/৭৪৩; ১/৪৮৬।
১৯. *আলবানী,* মিশকাত হা/৭৪০ -এর টীকা।
২০. *আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ* (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহ্‌ইয়া-ইৎ তুরাছিল ইসলামী, তাবি) *পৃঃ ৪৫।*

এর অর্থ স্বামী-স্ত্রীর বাসর মিলন (العرس اى الزفاف-আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)। সেখান থেকে ভাবার্থ নেয়া হয়েছে আনন্দানুষ্ঠান বা মেলা ইত্যাদি। যেমন আমাদের দেশে ও অন্য দেশে বিভিন্ন পীরের কবরে ব্যাপকভাবে এর প্রচলন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অথচ এর বিরুদ্ধে মহানবী (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলে গেছেন যে, لا تجعلوا قبري عيدا... 'তোমরা আমার কবরকে ঈদগাহে পরিণত কর না...'।[২১] এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন,

لا تجعلوا زيارة قبري عيدا 'তোমরা আমার কবর যেয়ারতকে উৎসবে পরিণত কর না'।[২২] আল্লামা ত্বীবী বলেন, এর অর্থ- ঈদ উৎসব পালনের মত তোমরা নির্দিষ্ট দিনে কবরে ভিড় জমাবে না। কেননা ইহুদী-নাছারা ও মূর্তিপূজারীগণ তাদের মৃতদের সম্মানে সর্বদা এসব করে থাকে। এইভাবে তারা কবরগুলিকে মূর্তির মত পূজা করে চলেছে' (حتى اتخذوها أصناما)। আর একারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রার্থনা করেছেন, اللهم لا تجعل قبرى وثنا يصلى له اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 'হে আল্লাহ তুমি আমার কবরকে পূজার স্থানে পরিণত করো না। কেননা আল্লাহ্‌র কঠিন গযব নিপতিত হয় ঐ জাতির উপরে যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়'।[২৩] ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, 'ওয়াছান' অর্থ 'ছানাম' বা মূর্তি। রাসূল (ছাঃ) প্রার্থনা করেছেন যেন উম্মতে মুহাম্মাদী ইয়াহূদ- নাছারাদের ন্যায় তাঁর কবরকে মূর্তি না বানিয়ে ফেলে। এ দিকে কিবলা না বানায়। কেননা এটা বড় ধরণের শিরক বা শিরকে আকবর'।[২৪]

৭. প্রশ্নঃ কোন পীর বা দরগাহের নামে মানত করা যাবে কি?

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা কিংবা নযর-মানত করা হারাম। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে। যেমন- আল্লাহ বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ... 'তোমাদের উপরে হারাম করা হ'ল মৃত, রক্ত, শূকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীত হয়েছে এবং... তীর্থকেন্দ্রে যে সব পশু যবেহ করা হয়...' (মায়েদাহ ৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فى معصية و لا فيما لا يَمْلِكُ العبدُ رواه مسلم – 'গুনাহের কর্মে মানত করলে তা পূরণ করতে হবে না এবং ঐ মানতও পুরা করতে হবে না যা তার সাধ্যের বাইরে'।[২৫]

'আমি আল্লাহ্‌র নামে অমুক দরগাহে একটি খাসি মানত করলাম'। এরূপ মানত করা আল্লাহ্‌র সাথে চালাকির শামিল। এর দ্বারা স্থান পূজা বুঝানো হয়। যা একেবারেই হারাম। হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে যে গাছটির নীচে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওছমান (রাঃ)-এর কথিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, ওমর ফারূক (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, বরকত মনে করে লোকেরা সেই গাছের নিকটে যাতায়াত শুরু করেছে, তখন তিনি গাছটিকে সমূলে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন।[২৬]

শরীয়তে মানতের কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যেমন নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মানত করো না। কেননা মানত করার ফলে তাক্বদীরের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। বরং এর দ্বারা বখীলের কিছু মাল বের হয়ে যায় মাত্র'।[২৭]

৮. 'গওছুল আযম' ও 'গরীব নেওয়াজ' কে?

'গওছুল আযম'(الغوث الأعظم) আরবী শব্দ। অর্থঃ শ্রেষ্ঠ আশ্রয় দানকারী বা ফরিয়াদ শ্রবণকারী। 'গরীব নেওয়াজ' আরবী ফারসী মিশ্রিত শব্দ। অর্থঃ গরীবের পালনকর্তা। এ ধরণের কোন উপাধি যে কোন মানুষের জন্য ব্যবহার করা যায় না, তা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়।

আল্লাহ্ বলেন, وَ لاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَ لاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ . وَ إِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 'তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডেকো না। যে তোমার কোনরূপ উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি এরূপ কর, তবে তুমি তখন যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যাবে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনরূপ কষ্টের সম্মুখীন

২১. নাসাঈ, আবুদাউদ 'হজ্জ' অধ্যায়, হা/২০৪২, ছহীহ আবুদাউদ হা/১৭৯৬; মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাসূলের প্রতি দরূদ' অনুচ্ছেদ হা/৯২৬।
২২. মিরক্বাত (দিল্লীঃ রশীদিয়া লাইব্রেরী তাবি, ২/৩৪২।
২৩. মিরক্বাত ২/৩৪২ পৃঃ; মিশকাত পৃঃ ৮৬, টীকা ৮; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ 'রাসূলের কবরের নিকটে দো'আ' অধ্যায়, ২/৩৭৫, সনদ শক্তিশালী -আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ পৃঃ ১৮।
২৪. *আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ পৃঃ ১৮।*
২৫. মুসলিম, মিশকাত 'নযর' অধ্যায়, হা/৩৪২৮।
২৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/৩৭৫।
২৭. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'শপথ ও মানত' অধ্যায়, হা/৩৪২৬।

করেন, তবে তা দূর করার ক্ষমতা কারও নেই তিনি ব্যতীত এবং তিনি যদি তোমার কোন মঙ্গল করতে চান, তবে তাকে রদ করার ক্ষমতাও কারও নেই। তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করে থাকেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (ইউনুস ১০৬-৭)।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّه فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللّه أَحدًا 'নিশ্চয়ই সিজদার স্থানসমূহ স্রেফ আল্লাহ্র জন্য। অতএব তাঁর সাথে আর কাউকে আহবান করো না' (জিন্ন ১৮)।

৯. প্রশ্নঃ টুপীতে, মসজিদে, বাসের মাথায় 'আল্লাহ' 'মুহাম্মাদ' লেখা যাবে কি?

উত্তরঃ যাবে না। কেননা এটা অভ্যাসগত শিরকের পর্যায়ভুক্ত। এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দা 'মুহাম্মাদ' (ছাঃ)-কে পাশাপাশি রেখে সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যা নিঃসন্দেহে শিরক। অনেক গাড়ীর মাথায় 'আল্লাহ' ও 'খাজা গরীব নেওয়াজ' লেখা দেখা যায়। যেটা আরও কঠিন শিরক। এমনকি শুধু 'আল্লাহ' লেখাও ঠিক নয়। কেননা এর ফলে আল্লাহ্র অদৃশ্য সত্তার প্রতি আকর্ষণ কমে গিয়ে দৃশ্যমান শব্দটির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই অধিক সম্মানবোধ সৃষ্টির পাশাপাশি এক সময় ছিন্ন-ময়লা টুপী, জীর্ণ বাসের বডি ও মসজিদের লেখাটির রং বা প্লাষ্টার যখন খসে পড়ে, তখন ঐ লেখাটির অসম্মানজনক অবস্থা হয় বড়ই পীড়াদায়ক। এমনকি বর্তমানে এই লেখাটা 'শো-বক্সে' শোভা পাচ্ছে, যা আরও দুঃখজনক। আল্লাহ ও রাসূল এখন যেন খেলনার বস্তু বা দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এই ধরণের লেখার ও প্রদর্শনী করার কোন প্রমান নেই। এই সব অহেতুক সম্মান প্রদর্শনের সুড়ঙ্গ পথে মুমিনের হৃদয়ে শিরক প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে দিয়ে বলে গিয়েছেন,

لاَ تُطْرُوْنِىْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا: عَبْدُ اللّهِ وَ رَسُوْلُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করো না। যেমন নাছারাগণ ঈসা ইবনে মারিয়ামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি কেবল তাঁর একজন বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বলঃ 'আব্দুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু' আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[২৮] আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসতে গেলে শারঈ তরীকা মোতাবেক ভালবাসতে হবে। আল্লাহ বলেন, (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমার ইত্তেবা কর। তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করবেন...' (আলে ইমরান ৩১)। অতএব নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও ইত্তেবায়ে রাসূল হ'ল আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসার যথার্থ মাপকাঠি। এর বাইরে কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়।

২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'আদাব' অধ্যায়, 'পারস্পরিক গর্ব' অনুচ্ছেদ, হা/৪৮৯৭।*

১০. ছবি বা চিত্র পূজা করা ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা যাবে কি?

উত্তরঃ সম্মানার্থে ছবি তোলা হারাম এবং ছবি বা চিত্রকে সম্মান করা, ফুল দেওয়া, ছবির সামনে শ্রদ্ধায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা, দু'হাত তুলে সম্মান প্রদর্শন করা, ছবির উদ্দেশ্যে মনের কামনা-বাসনা নিবেদন করা ইত্যাদি মূর্তিপূজার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু শয্যায় বলেন, ইহুদী-খৃষ্টানদের কোন সৎ লোক মারা গেলে তার কবরে তারা মসজিদ বানাত। তারপর সেখানে ঐসব লোকের ছবি রেখে দিত। ওরা হ'ল আল্লাহ্র নিকটে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি' (ثم صوروا تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله)।[২৯] অমনিভাবে মানুষ বা কোন প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মান করা ও মূর্তি নির্মাণ একই কথা। সেখানে যাওয়া ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা মূর্তি পূজার শামিল। যা নিঃসন্দেহে বড় ধরনের শিরক।

আজকাল বিভিন্ন দোকানে মহিলা ও পুরুষের মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। রাস্তার ধারে বা মোড়ে স্তম্ভ নির্মাণ ও তার উপরে আবক্ষ বা পূর্ণদেহ মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। ঘরের মধ্যেও পূর্ণাঙ্গ ছবি ও তৈলচিত্র রাখা হচ্ছে। বছরের বিশেষ দিনে সেখানে ফুল দেওয়া হচ্ছে।খেলনার নামে পুতুল দিয়ে শোকেস সাজানো হচ্ছে। এভাবে হিন্দুদের অনুকরণে দেশে মূর্তি সংস্কৃতির আমদানী হচ্ছে। এগুলি অভ্যাসগত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। জানা আবশ্যক যে, ইসলাম মূর্তি ভাঙ্গার জন্য এসেছে, মূর্তি গড়ার জন্য নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, أن لا تدعَ تِمثالاً إلا طَمَستَه، ولا قبراً مُشرفًا إلا سوَّيتَه কোন মূর্তি পেলে তা ধ্বংস না করে ছাড়বেনা এবং কোন উঁচু কবর পেলে তা সমান না করে ছাড়বে না'।[৩০]

পরিশেষে বলব যে, উপরে শিরকের আলোচনায় যা কিছু বলা হয়েছে, সবগুলি বড় শিরক (الشرك الاكبر)। 'রিয়া' বা লোক দেখানো দ্বীনদারীকে হাদীছে 'শিরকে আছগর' (الشرك الأصغر) বা ছোট শিরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৩১] যা সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ এবং বড় শিরকের (الشرك الاكبر) এক দর্জা নীচে। আল্লাহ আমাদের সকল নেক আমলকে রিয়া মুক্ত রাখুন এবং আমাদেরকে বড় শিরকের মহাপাতক হ'তে রক্ষা করুন- আমীন!!

২৯. *বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৩৭৬; আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ পৃঃ ১৩।*

৩০. মুসলিম, মিশকাত 'জানাযা' অধ্যায় 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ হা/১৬৯৬।

৩১. আহমাদ, বায়হাকী মিশকাত 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'রিয়া' অনুচ্ছেদ, হা/৫৩৩৪।

প্র ব ন্ধ

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

-মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী

-অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী*

(১১তম কিস্তি)

(১১) কুফরীর কিছু মূল কিছু শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (রহঃ) বলেন, ঈমানের মূল ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং এর প্রত্যেকটি শাখাকে ঈমান বলা হয়। ছালাত, যাকাত, হজ্জ ও ছিয়াম যেমন ঈমানের অঙ্গ, তেমনি বাতেনী আমল যেমন- হায়া (লজ্জা), তাওয়াক্কুল (ভরসা), আল্লাহ ভীতি ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করাও ঈমানের অঙ্গ। আর এর শেষ হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। এটিও ঈমানের একটি শাখা।

এই শাখাগুলোর মধ্যে এমন শাখাও আছে, যা না থাকলে ঈমান থাকে না। যেমন- কালেমা শাহাদত। আবার এমন শাখাও আছে, যা না থাকলে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর এই শাখা দু'টোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যার মধ্যে কিছু কালেমার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয় এবং তার মধ্যে এমন কিছু শাখা আছে যা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করার কাছাকাছি হওয়ার কারণে তার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এমনিভাবে কুফরীরও মূল ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ঈমানের শাখাগুলোকে যেমন ঈমান বলা হয়েছে, তেমনিভাবে কুফরীর শাখাগুলিকেও কুফর বলা হয়। 'হায়া যেমন ঈমানের অঙ্গ, তেমনি 'হায়া' কম হওয়াটা কুফরীর অঙ্গ। ছালাত, যাকাত, হজ্জ ও ছিয়াম ঈমানের অঙ্গ আর এগুলো ছেড়ে দেওয়া কুফরীর অঙ্গ। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করা ঈমানের অংশ আর আল্লাহ্‌র বিধানের বিপরীত করা কুফরীর অংশ। যত পাপ কাজ আছে সবই কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। যেমনিভাবে সকল নেকী বা পুণ্যের কাজ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

ঈমানের শাখা দু'প্রকার- **(ক) কওলী (খ) ফে'লী**। অনুরূপভাবে কুফরীর শাখাও দু'প্রকার- **(ক) কওলী (খ) ফে'লী**। ঈমানের কওলী শাখাগুলোর মধ্যে এমনও শাখা আছে, যা না থাকলে ঈমান থাকবে না।

* সিনিয়র নায়েবে আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এমনিভাবে কুফরীর শাখাগুলির অবস্থাও একইরূপ। ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা কুফরী, কারণ ওটা কুফরীর শাখা। যেমনিভাবে কুফরীর কোন কাজ করা কুফরী। যেমন- প্রতিমার সামনে সিজদা করা এবং কুরআন করীমকে অসম্মান করা।

(১২) কারো মধ্যে যদি ঈমানের কোন অংশ বর্তমান থাকে তাহ'লে তাকে মুমিন বলা যরূরী নয়, যদিও সে যে কাজটি করেছে তা ঈমানেরই অংশ। আর কোন লোকের মধ্যে যদি কুফরীর কোন দিক পাওয়া যায় তাহ'লে তাকেও কাফের বলা অপরিহার্য নয়, যদিও তার মধ্যে কুফরীর একটি অভ্যাস আছে। যেমনিভাবে কারো মধ্যে ইলমের কোন একটি দিক পাওয়া গেলে তাকে আলেম বলা যায় না এবং দু'একটি মাসআলা জানলে ফক্বীহ্ বলা যায় না ও সামান্য চিকিৎসা জানলে ডাক্তার বলা যায় না। কিন্তু কারো মধ্যে ঈমানের কোন অঙ্গ থাকলে তাকে ঈমান বলা যাবে না বা নেফাকের কোন দিক থাকলে তাকে নেফাক বলা যাবে না এবং কুফরীর অভ্যাস থাকলে তাকে কুফরী বলা যাবে না একথা ঠিক নয়। আর কখনো কখনো ফে'ল বা কাজেও কুফরী প্রমাণিত হয়। যেমন- فمن تركها فقد كفر 'যে ঐ কাজটি ছেড়ে দিল সে কাফের' و من حلف بغير الله فقد كفر। 'যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করল সে কাফের'।

কুফরীর অভ্যাসগুলো থেকে যদি কোন অভ্যাস কারো মধ্যে থাকে তাহ'লে তাকে সরাসরি কাফের বলা যাবে না। এমনিভাবে যদি কেউ হারাম কাজ করে, তাহ'লে বলা হবে, সে ফাসেকী কাজ করেছে। অথবা বলা হবে যে, সে এই হারাম কাজ করে ফাসেকীপনা করেছে। কিন্তু তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফাসেক বলা যাবে না যতক্ষণ না সে ঐ ফাসেকী কাজের মধ্যে ডুবে যাবে। এমনিভাবে যেনাকারী, চোর, মদ্যপায়ী ও ডাকাত, এদের মধ্যে ঈমান থাকলে যেমন তাদেরকে মুমিন বলা যাবে না, তেমনি তাদেরকে কাফেরও বলা যাবে না। যদিও তাদের মধ্যে কুফুরীর কোন অভ্যাস বা শাখা আছে। কারণ পাপ সমূহ সবগুলোই কুফরীর অংশ বিশেষ, যেমন নেকী সবগুলোই ঈমানের অংশ বিশেষ। যেমন হাফেয ইবনুল কাইয়িম এভাবেই বলেছেনঃ 'যার মধ্যে ঈমানের অংশ পাওয়া যাবে যেমন- কালেমায়ে শাহাদত ও ছালাত দ্বীনের যে বিষয়গুলো (সাধারণভাবে) জানা যায় এবং তার নিকট দলীলও সাব্যস্ত হয়ে গেছে ও সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেছে, এমন কোন বিষয়কে অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে'।

হাফেয ইবনুল কাইয়িম আরো বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদের উপর ঈমান থাকলে এবং লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলেও যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

রিসালাতকে অস্বীকার করে তার এই ঈমানে কোন লাভ হবে না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ওযূতে কেউ ছালাত আদায় করলে তার ছালাতে লাভ হবে না'।

(১৩) কখনো কখনো ঈমান ও কুফর, তাওহীদ ও শিরক, তাক্বওয়া ও ফুজূর এবং নেফাক্ব ও ঈমান এক সাথে একই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতির মধ্যে বড় মূলনীতি। কিন্তু খারেজী, মু'তাযেলা ও কাদরিয়াদের মত বিদ'আতপন্থীরা এর বিরোধিতা করেছে। কবীরা গুনাহগার জাহান্নাম থেকে বের হবে না, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে এই মূলনীতির উপর তারা নির্ভর করছে। কুরআন-সুন্নাহ, সাধারণ নিয়ম এবং ছাহাবাগণের ইজমা দ্বারা এটিই (ঈমান ও কুফর, তাওহীদ ও শিরক এক সাথে থাকতে পারে) প্রমাণিত হয়। আল্লাহ বলেন, و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون 'তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে না বরং তারা শিরক করে'। এখানে ঈমানের সাথে শিরককে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الإيمان فى قلوبكم و إن تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا إن الله غفور رحيم

'মরুবাসীরা বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি বরং বল! আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনো তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি, যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্র নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু '(হুজুরাত ১৪)।

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান সাব্যস্ত করলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কথা বললেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ঈমানের নফী করলেন। আর এটিই হ'ল মুতলাক্ব ঈমান যার কারণে সে মুমিন হওয়ার হক রাখে।

الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল এবং (এতে) কোন সন্দেহ পোষণ করল না ও নিজের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করল' (হুজুরাত ১৫)। ছহীহ মতে এরা মুনাফেক নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কারণে মুসলমান। কিন্তু তারা মুমিন নয়। তাদের মধ্যে ঈমানের অংশবিশেষ আছে, যা তাদেরকে কুফরী হ'তে বের করে দিয়েছে।

যদি কেউ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে ফায়ছালা করে এবং যে কাজকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুফরী বলেছেন সে কাজ করে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের উপর থাকে এবং এর বিধানগুলো মেনে চলে, তাহ'লে বলতে হবে যে, তার মধ্যে কুফরী ও ইসলাম দু'টিই বিদ্যমান। ইতিপূর্বে বলেছি যে, যত পাপ কাজ আছে সবগুলোই কুফরীর অংশ এবং যত নেক কাজ আছে সবগুলোই ঈমানের অংশ। মানুষের মধ্যে ঈমানের এক বা একাধিক শাখা থাকতে পারে। কাজেই কখনো কখনো ঐ শাখাটি বা শাখাগুলো থাকার কারণে মুমিন বলা হয়, আবার কোন কোন সময় বলা হয় না। যেমনিভাবে কুফরীর শাখাগুলো থাকার কারণে কাউকে কখনো কাফের বলা হয় আবার কখনো তা বলা হয় না।

মো'তাযেলা, খারেজী ও অন্যান্যদের পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, তারা এই মূলনীতি নিয়ে (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে) দ্বিমত পোষণ করেছে। তারা ঈমানকে একক বা বাসীত্ব (শুধু অন্তরে বিশ্বাসকে) বলেছে। যখন তার কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাবে তখন তার সম্পূর্ণটাই চলে যাবে। কাজেই তারা বলেছে, যে কেউ কবীরা গুনাহ করলে সে আর মুমিন থাকবে না। তারা এ কথা বলেনি যে তার ঈমানের কিছু অংশ নষ্ট হয়েছে আর কিছু অংশ আছে।

কিন্তু রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেছেন, يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من الإيمان 'যাদের অন্তরে একটি (সরিষার) দানার সমানও ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে'। কাজেই কিছু আমল না করার কারণে ঈমান (সমূলে) যাবে না।

(১৪) কুফরী দুই প্রকার (ক) আমলী কুফর (খ) অস্বীকার ও বিরোধিতা মূলক কুফর।

'কুফরে জুহূদ' বা অস্বীকার ও বিরোধিতা মূলক কুফর হ'ল- যে কেউ জানলো যে, আল্লাহ্র নাম, ছিফাত বা গুণাবলী, তার কার্যাবলী ও নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করা ও তার বিরোধিতা করা। আর এই কুফরীটি পরোপুরি ঈমান বিরোধী ও ঈমানের উল্টো।

আমলী কুফরী আবার দু'ভাগে বিভক্ত (ক) ঈমানের উল্টো (খ) ঈমানের উল্টো নয়। প্রথমটি যেমন- কোন প্রতিমাকে সিজদা করা, কুরআনের অবমাননা করা, নবীকে কতল করা ও তাঁকে গাল-মন্দ করা। এগুলো ঈমান বিরোধী।

আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান মতে ফায়ছালা করা বা ছালাত ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি আমলী কুফরী। এই কুফরীর নামটি কোন মতেই তার মধ্য হ'তে

বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) একথা বলেছেন। কাজেই যেকোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান ছাড়া ফায়ছালা করে, তাহ'লে সে কাফের। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা মতে ছালাত ত্যাগকারী কাফের। তবে এটা আমলী কুফরী এ'তেক্বাদী কুফরী নয়।

নবী করীম (ছাঃ) কখনো কখনো ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপায়ী এবং ঐ সমস্ত লোক যাদের অপকর্ম থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না তাদেরকে কাফের বলেছেন। কাজেই যখন তাকে মুমিন বলা যাচ্ছে না, তখন সে আমলের দিক থেকে কাফের এবং সে অস্বীকার ও বিরোধিতামূলক কাফের নয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে বলেছেন, لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 'তোমরা আমার পরে এমন কাফের হবে না যে, একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দেবে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। অথ্যাৎ এক জন অন্য জনকে কতল করবে। এটি আমলী কুফর। তিনি আরো বলেন, من أتى كاهنًا فصدقه أو امرأة فى دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد 'যে ব্যক্তি কোন গণক ঠাকুরের নিকট যাবে ও তার কথাকে সত্য বলে মেনে নিবে...। সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তার সাথে কুফরী করল' (হাদীছ হাসান)। তিনি আরো বলেন, إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما 'যখন কোন লোক তার কোন ভাইকে বলে, হে কাফের! তখন তাদের দু'জনের একজন কাফের হবে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। অতএব আমলী ঈমান আমলী কুফরীর বিপরীত। আর আক্বীদাগত ঈমান আক্বীদাগত কুফরীর বিপরীত।

আমরা পূর্বে বলে এসেছি, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, سباب المسلم فسوق و قتاله كفر 'কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী'। এখানে যুদ্ধ ও গালি-গালাজের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। একটিকে ফাসেকী বলা হয়েছে এবং অন্যটিকে কুফরী বলা হয়েছে। এটি জানা উচিৎ যে, তিনি (ছাঃ) আমলী কুফর অর্থ নিয়েছেন, এ'তেক্বাদী কুফরী নয়। আর এই কুফরী কাউকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না এবং পুরোপুরি মুসলমান থেকে খারিজ করে দেয় না। যেমনিভাবে যেনাকারী, চোর ও মদ্যপায়ীকে বের করে দেয় না, যদিও তাকে তখন মুমিন বলা হয় না।

আর এই ব্যাখ্যাটি ছাহাবাগণের নিকট হ'তে নেওয়া হয়েছে, যারা এই উম্মতের মধ্যে কুরআন, ইসলাম, কুফরী ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সবচেয়ে বেশী জানতেন। মূলতঃ এ সমস্ত মাসআলা গুলোতো তাদের নিকট থেকেই নিতে হবে। কিন্তু পরবর্তী যুগের লোকেরা তা বুঝতে না পেরে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল বলছে, কবীরা গুনাহ্ কারীরা অমুসলিম এবং তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হ'ল যে, তারা সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। আর অন্য দল বলল, তারা পুর্ণ মুমিন। একদল তাদের (মুসলমান হওয়ার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করল, আর অন্য দল কঠিন হ'ল।

আল্লাহ তা'আলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে উত্তম ও মধ্যম পথের সন্ধান বা হেদায়াত দান করেছেন, যেমন অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ইসলামকে মধ্যম ও উত্তম পথ হিসাবে দিয়েছেন।

এখানে কুফরীটিও অন্য কুফরীর নীচে, নেফাকটিও অন্য নেফাকের নীচে, শিরকটিও অন্য শিরকের নীচে, ফাসেকটিও অন্য ফাসেকীর নীচে এবং অন্যায়টিও অন্য অন্যায়ের নীচে। এই পার্থক্যকারী কথাগুলো লেখার পর ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) কিছু সংখ্যক ছাহাবী ও তাবেঈগণ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون -এর ব্যাখ্যা নকল করতে গিয়ে বলছেন, كفر دون كفر কুফরীর নীচে কুফরী। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ ফায়ছালাকারীকে কাফের বলেছেন, যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান মতে ফায়ছালা করে না এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন তার অস্বীকারকারীকেও কাফের বলেছেন। কিন্তু কাফেরদের শ্রেণী বা রকম এক নয়।

ইমাম মারঅযী (মৃঃ ৩৯৪হিঃ)'তার লিখিত تعظيم قدر الصلاة নামক বইয়ে নিখেছেন, কুফরী দু'প্রকারঃ

(ক) আল্লাহ্কে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ যা বলেছেন তাও অস্বীকার করা। আর এর বিপরীতটি হ'ল আল্লাহ্কে স্বীকার করা এবং তাঁর কথাকে স্বীকার করা।

(খ) আমলী কুফরী। যা আমলী ঈমানের বিরোধী। তুমি কি নবী করীম (ছাঃ)-এর ঐ হাদীছটি জানোনা, যেখানে তিনি বলেছেন, لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 'যার ক্ষতি হ'তে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে মুমিন নয়' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। *এখানে তারা বলেন,* সে যদি মুমিন না হয়, তাহ'লে সে কাফের। আর এই কুফরীকে আমলী কুফরী ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। কারণ সে আমলী কুফরী করেছে।

[চলবে]

মওযূ ও যঈফ হাদীছের প্রচলন

মূলঃ শাম্‌স পীরযাদা

ভাষান্তরঃ আব্দুর রায্‌যাক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যঈফ হাদীছ

হাদীছ শাস্ত্র বিশারদগণ 'যঈফ' বলতে একথা বুঝিয়েছেন যে, 'সেসব হাদীছই যঈফ যাকে ছহীহ হাদীছ বা হাসান হাদীছ বলে গ্রাহ্য করা যায় না' (মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ২০)।

রাবীর পক্ষ থেকে মুখস্ত ও সংরক্ষণের ব্যাপারে দুর্বলতা, তাঁর চেয়ে নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণিত হাদীছের খেলাফ রেওয়ায়াত, তাঁর ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ এবং বিবরণের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়া প্রভৃতির ভিত্তিতে হাদীছকে 'যঈফ' বলা হয়। যঈফ হাদীছের কয়েকটি শ্রেণী আছে। তার মধ্যে একটি হ'ল মুরসাল। মুরসাল হাদীছ সেই হাদীছকে বলা হয়- যে হাদীছ কোন তাবেঈ কোন ছাহাবীর মাধ্যম ব্যতীত নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সম্বন্ধে ইমাম মুসলিম ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় লিখেছেন- 'মুরসাল আমাদের নিকট ও হাদীছ শাস্ত্র বিশারদদের নিকট দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।'

প্রকৃতপক্ষে যঈফ হাদীছ হ'ল, যার ভিত্তি সন্দেহযুক্ত। এমন হাদীছ থেকে কোন শারঈ হুকুম প্রমাণিত হয় না এবং তা দ্বীনের ব্যাপারে দলীল নয়। কিন্তু আলেমদের একটি দল ফযীলতের অধ্যায়ে যঈফ হাদীছ উদ্ধৃত করতে কোন দ্বিধা অনুভব করেননি। তাঁদের মতে এমন হাদীছ উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ফলদায়ক। কিন্তু ঘটনা হ'ল এই যে, হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে এই অসতর্কতা দ্বীন ও মিল্লাতকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ইসলামের শিক্ষা কি? সেটা জানার নিতান্তই নির্দেশিত মাধ্যম হচ্ছে কুরআন, এরপর প্রমাণিত সুন্নাত বা ছহীহ হাদীছ সমূহ। বাকি রইল সেসব রেওয়ায়াত, নবী (ছাঃ)-এর সাথে যার সম্পর্কের ব্যাপারটা সনদের বা বক্তব্যের (বিষয়বস্তুর) দিক থেকে সন্দেহপূর্ণ। এগুলোর দ্বারা সুন্নাত প্রমাণিত হয় না এবং কোন দলীলও খাড়া হয় না। আর দ্বীনের মধ্যে এর কোন স্থান নেই। অতঃপর এরূপ হাদীছ সাধারণ লোকের সামনে পেশ করে এই প্রভাব ছড়ানো যে, এটা নবীর বাণী, দ্বীনের মধ্যে দুর্বল ভিত্তির অনুসন্ধান করা ও লোকের চোখে দ্বীনকে সন্দেহজনক করার-ই নামান্তর। এ থেকে বিদ'আতের পথ প্রশস্ত হয় এবং মিল্লাতের ভিতর ফিরকাবাযী ও রকমারী ফিৎনার উদ্ভব হয়।

দ্বীনের মধ্যে ফযীলতের আমলেরও একটি স্থান আছে। এজন্যে প্রয়োজন হ'ল, দ্বীনের মধ্যে যার যে স্থান, তা বজায় রাখা। যদি কোন জিনিসকে কমানো বা বাড়ানো হয় তাহ'লে ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং দ্বীনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐ সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য বজায় থাকবে না, যা শরীয়ত প্রণেতার সামনে আছে। অতএব যখন শরীয়তের হুকুমের ব্যাপারে যঈফ হাদীছগুলো গ্রহণ করা ঠিক নয়, তাহ'লে আমলের ফযীলত বর্ণনার ব্যাপারে এগুলো গ্রহণ করা কি করে সঠিক হতে পারে? 'উলূমুল হাদীছ' গ্রন্থের লেখক ডঃ ছুব্‌হী ছালেহ লিখেছেন-

'দ্বীন ইসলামে এটি একটি প্রামাণিক সত্য ব্যাপার যে, যঈফ হাদীছকে শরীয়তের কোন হুকুম বা আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া ও গ্রাহ্য করা যেতে পারে না (কেননা যঈফ হাদীছ অনুমানের উপর ভিত্তিশীল)। আর অনুমান কোনরূপেই সত্যের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে না। আবার এটিও চিন্তার বিষয় যে, ফযীলত শরীয়তের হুকুমের মতই দ্বীনের মৌলিকত্বের অধিকারী। এটি কোন মতেই জায়েয নয় যে, দ্বীনের অনুভূতি ও বুনিয়াদ এমন ভিত্তির উপর রাখা হবে যা সম্পূর্ণ দুর্বল এবং সুদৃঢ় নয়। মোটকথা এই যে, আমরা এই জিনিসটা মেনে নিতে কোনমতেই সম্মত নই যে, আমলের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের ব্যবহার স্বীকার করে নেওয়া হবে। যদি এইরূপ অবকাশ ঐ হাদীছের মধ্যে বিদ্যমানও থাকে যা সহজপথ অনুসন্ধানকারীরা যরূরী মনে করে। 'যঈফ' হাদীছ গ্রহণ না করার কারণ এটাও যে, যঈফ হাদীছের প্রমাণ সর্বদা আমাদের মন-মগজকে সংশয়াচ্ছন্ন করে রাখবে এবং কখনো অন্তরে প্রশান্তি লাভ হবে না এবং এই সন্দেহ সংশয়ের কারণেই আমরা সেটিকে যঈফ বলি। অথচ প্রকৃত অবস্থা হ'ল দ্বীনী নির্দেশের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ও নিশ্চিন্ততা প্রয়োজন'।[১] কিন্তু বড়ই আফসোসের কথা এই যে, এ ব্যাপারে সাধারণভাবে সুবিধা অনুসন্ধানের প্রবণতা বৃদ্ধি এবং খুবই উদার চিত্তে যঈফ হাদীছ গ্রহণ করা হ'তে থাকে এবং আজ অবস্থা এই দাঁড়য়েছে যে, ছহীহ হাদীছের মুকাবিলায় যঈফ হাদীছকে জনগণের সামনে পেশ করার আয়োজন করা হচ্ছে এবং ছহীহ হাদীছে যে কাজের ব্যাপারে 'অঈদ' (শাস্তির হুমকী) শোনানো হয়েছে, সেটাকে সংস্কারের ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ততটা প্রয়োজনীয় মনে করা হয় না, যতটা ফযীলত বিষয়ক হাদীছগুলোকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়, যদিও সে হাদীছগুলো সনদ ও বিষয়ের দিক থেকে দুর্বল হোক না কেন।

১. উলূমুল হাদীছ, উর্দু তরজমা গোলাম আহমাদ হারীরী, পৃঃ ২৭৫।

হাদীছের যে কিতাবগুলো তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর অর্থাৎ যাতে হাবিজাবি সবরকম রেওয়ায়াত একত্রিত করা হয়েছে, সেগুলোই ছূফী ও ওয়াজকারীদের আসল প্রেরণার বস্তু হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তাবারাণী, বায়হাক্বী, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাঈম, দাইলামী, ইবনু আসাকির প্রভৃতি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।[২]

প্রকৃত অবস্থা হ'ল যে, যঈফ ও মওযূ (জাল) রেওয়ায়াতের প্রচলন দ্বীনের স্বরূপে বিকৃতি ঘটিয়েছে।

কুরআন সৎ কর্মাবলীর উপর যতটা গুরুত্ব দিয়েছে এবং 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' -এর দায়িত্ব পালন করার যে ধরনের তাকীদ করেছে, তার বিপরীতে আমলের ফযীলতের প্রাধান্যমূলক ও অপ্রামাণ্য রিওয়ায়াতের একটি মামুলি নেকীর বিনিময়ে জান্নাতের 'গেট পাস' হাতে তুলে দিয়েছে।

যঈফ হাদীছের কিছু নমুনা

এখানে আমরা যঈফ হাদীছের কিছু নমুনা পেশ করছি, যা থেকে অনুমান করা যাবে যে, উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টির জন্যে তা পেশ করা কত বড় ভুল।-

(১) مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ 'যে আমার কবর যিয়ারত করে তার ব্যাপারে শাফা'আত করা আমার জন্যে ওয়াজিব।[৩]

এই হাদীছ ইবনে খুযায়মা রিওয়ায়াত করেছেন এবং এটা যঈফ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং বায়হাক্বীও এটিকে যঈফ বলে ঘোষণা করেছেন।[৪]

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ বলেন, 'হুযূর (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সম্বন্ধে সকল হাদীছই যঈফ। দ্বীনের ব্যাপারে সেগুলোর কোনটিতেও বিশ্বাস রাখা যায় না। এজন্যে ছহীহ সুনান হাদীছের সংকলকরা ঐগুলোর কোনটিই উদ্ধৃত করেননি। ওগুলোকে যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারীরাই বর্ণনা করেছেন। যেমন- দারাকুৎনী, বায্যার প্রভৃতি।[৫]

আল্লামা মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন আলবানীতো ঐ হাদীছকে মওযূ বলে ঘোষণা করেছেন।[৬]

২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃঃ ১৩৫; মুক্বাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, জিল্দ-১ পৃঃ ৫৯-৬০।
৩. তাবলীগী নিসাব ফাযায়েল হজ্ব পৃঃ ৯৬।
৪. কাশফুল খেফালিশ শায়খ আজলূনী, জিল্দ-১, পৃঃ ২৪৪।
৫. মাজামূ'আহ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, জিল্দ-১, পৃঃ ২৩৪।
৬. যঈফ জামিয়ুছ ছাগীর, জিল্দ-৫, পৃঃ ২০২; আল আহাদীছুয যঈফা, জিল্দ-১, পৃঃ ৬৪।

প্রশ্ন হ'ল যে, যদি এটা রাসূলের বাণী হ'ত তাহ'লে এত গুরুত্বপূর্ণ বাণী নির্ভরযোগ্য রাবীদের নিকট কিভাবে অজ্ঞাত রইল? একটি এমন হাদীছ যার সমর্থন না কুরআন থেকে মেলে, না ছহীহ হাদীছ থেকে পাওয়া যায়, তা যঈফ রাবীরা কিভাবে পেল? প্রকৃত অবস্থা হ'ল যে, শাফা'আত লাভের ব্যাপারে কুরআন অত্যন্ত কঠিন শর্ত আরোপ করেছে। কিন্তু যঈফ হাদীছগুলো সেটাকে নরম করে দিয়েছে।

(২) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয'।

এই হাদীছ ইবনে মাজাহ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে মারফূ' হিসাবে রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু এই হাদীছ যঈফ। সুতরাং বায়হাক্বী বলেন যে, এর বক্তব্য মশহূর কিন্তু সনদ যঈফ।[৭] এর একজন রাবী হাফস বিন সুলাইমান যার সম্বন্ধে 'মাকাসেদে হাসানাহ' গ্রন্থে আছে যে, তিনি খুবই যঈফ। এমনকি কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে হাদীছ জালকারী ও মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেছেন।[৮] ইমাম আহমাদ বলেন, এই অধ্যায়ের কোন কথাই প্রামাণ্য নয়।[৯]

ইমাম যাহাবী লিখেছেন যে, ইবনে মুঈন বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। বুখারী ও আবু হাকিম বলেন, সে পরিত্যক্ত।[১০]

দ্বীনী জ্ঞানের ফরয হওয়ার ব্যাপারটি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেই প্রমাণিত। উদাহরণ স্বরূপ কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম আয়াত- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ। 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। এই আয়াতে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যার উদ্দেশ্যই হল, কুরআন পড়ো ও তার জ্ঞান অর্জন করো। অনুরূপভাবে কুরআনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার হুকুম দেয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, আনুগত্য করার জন্যে দ্বীন ও শরীয়তের জ্ঞান যরূরী। সুতরাং এটা ফরয হওয়া পরিষ্কার এবং তা ঐ হাদীছের মুখাপেক্ষী নয়, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যা সনদের দিক থেকে যঈফ।

(৩) হুযূর (ছাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জের জন্যে পদব্রজে যাবে ও আসবে তার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে হরমের নেকীগুলোর মধ্যে সাতশত নেকী লেখা

৭. তামীযুত তাইয়েব মিনাল খবীস- আব্দুর রহমান শায়বানী, পৃঃ ২০২।
৮. কাশফুল খিফা শায়খ আজলূনী, জিল্দ-২, পৃঃ ৪৩।
৯. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ১৭।
১০. মীযানুল ই'তিদাল, জিল্দ-১, পৃঃ ৫৫৮।

হবে। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল যে, হরমের নেকী কথাটার অর্থ কি? হুযূর (ছাঃ) বললেন, প্রতিটি নেকী এক লাখ নেকীর সমান'। **ফায়েদাঃ** এই হিসাবে সাত শত নেকী সাত কোটির সমান হবে এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে এই ছওয়াব হ'লে সমগ্র রাস্তা অতিক্রমের ছওয়াব কেমন করে অনুমান করা যাবে'।[১১]

মুহাদ্দিছ আলবানী বলেন, এ হাদীছ অত্যন্ত যঈফ। এটা তাবারানী, হাকিম ও বায়হাক্বী ঈসা বিন সাওয়াদার মাধ্যমে রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম এটাকে ছহীহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম যাহাবী বলেন, এটা ছহীহ নয় বরং রাবীকে তাঁর মিথ্যাবাদী বলে সন্দেহ হয় এবং আবু হাকিম বলেন, এটা যঈফ আর ঐ ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নামে মুনকার হাদীছ রিওয়ায়াত করেছে। হাফেয মানযেরী তার সম্বন্ধে ইমাম বুখারীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সে মুনকারুল হাদীছ এবং ইবনে মুঈন বলেন যে, সে মিথ্যাবাদী।[১২]

(৪) كَانَ اِذَا صَلَّى مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُنى عَلَى راسِهِ وَيَقُوْلُ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَاِلٰهَ غَيْرُهُ اَلرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنَّ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ – অর্থাৎ যখন হুযূর (ছাঃ) ছালাত থেকে ফারেগ হ'তেন, তখন ডান হাত নিজের মাথার উপর বুলাতেন এবং বলতেন, রহমা-নুর রহীম আল্লাহ্‌র নামে, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। হে আল্লাহ আমার দুঃখ কষ্ট দূর করে দাও'।

আলবানী বলেন যে, এই হাদীছ অত্যন্ত যঈফ। এটাকে তাবারানী ও খত্বীব বাগদাদী কাছীর বিন সালীম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এই রাবী সম্বন্ধে বুখারী ও আবু হাতিম বলেছেন যে, সে হাদীছের ব্যাপারে মুনকার। আর নাসাঈ বলেছেন, সে পরিত্যক্ত। এই হাদীছকে ইবনুস সুন্নী ও আবু নাঈম সালামতের মাধ্যমেও রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু এই রাবী মিথ্যাবাদী এবং হাদীছ জাল।[১৩]

(৫) عَنْ عَائشة قالت: فَقَدْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللهَ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُه؟ قلتُ يَارسُوْلَ اللهِ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَآئِكَ، فَقَالَ: اِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتعالى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيا فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرِمِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كلبٍ – 'হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পেলাম না। সেজন্যে আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম যে, তিনি (ছাঃ) বাক্বী কবরস্থানে রয়েছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এরূপ সন্দেহে পড়েছিলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার অধিকার নষ্ট করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ভেবেছিলাম আপনি অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গেছেন। তিনি (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তাবারাকওয়া-তা'আলা মধ্য শা'বানের রাতে আকাশের নিম্নস্তরে নেমে আসেন এবং কলব গোত্রের বকরীদের পশমের চেয়ে বেশী সংখ্যক লোককে মাফ করেন।'

এই হাদীছ তিরমিযী যে ধারাবাহিক সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন তা হ'ল এই যে, 'আমার নিকট আহমাদ বিন মাণী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট ইয়াযিদ বিন হারূণ খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট হাজ্জাজ বিন আরতাহ ব্যক্ত করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া বিন আবি কাছীরের নিকট থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।'

এই হাদীছ উদ্ধৃত করে তিরমিযী লিখেছেন যে, হযরত আয়েশার এই হাদীছ আমরা এই সনদ সহকারে জানি যার রাবী হাজ্জাজ এবং আমি মুহাম্মাদ (অর্থাৎ বুখারী) এর কাছে শুনেছি তিনি এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া বিন আবি কাছীর উরওয়া থেকে শোনেননি। সেজন্যে বুখারী বলেন, হাজ্জাজ ইয়াহ্ইয়া বিন আবি কাছীর থেকে শোনেননি (তিরমিযী আবওয়াবুছ ছাউম)।

অর্থাৎ এই হাদীছ সনদের দিক থেকে দু'জায়গায় বিচ্ছিন্ন। এক হাজ্জাজ ও ইয়াহইয়ার মধ্যে এবং দ্বিতীয়তঃ ইয়াহইয়া ও উরওয়ার মধ্যে। সেজন্যে তাদের বর্ণনা ও হাদীছ প্রমাণিত নয়। তিরমিযী এটাকে উদ্ধৃত করেছেন বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা যঈফ হওয়াও ব্যাখ্যা করেছেন।

এই হাদীছে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে তার ভাবটি সন্দেহজনক বলে মনে হয়। কেননা রাতে হযরত আয়েশার পক্ষে একাকী কবরস্থানে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার এবং হুযূর (ছাঃ)-এর দ্বারা হযরত আশেয়াকে এই প্রশ্ন করা- তোমার কি এই সন্দেহ হয়েছিল যে, আল্লাহ ও রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? এমন একটি প্রশ্ন যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কারণ হযরত আয়েশা তো এটা ভাবতেই পারতেন যে, তিনি কোন প্রয়োজনে অন্য স্ত্রীদের নিকট গিয়েছেন, কিন্তু তাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হক নষ্ট করার প্রশ্ন কিভাবে আসছে যে, হযরত আয়েশা খারাপ ধারণায় মগ্ন হয়ে গেলেন! তাছাড়া যদি ১৫ই শা'বানের রাত এতই ফযীলতের যে, তাতে অসংখ্য মুর্দাকে ক্ষমা করা হয়; তাহ'লে হুযূর (ছাঃ) প্রথমেই তা লোকদের বলে দিতেন, যাতে তারা ঐ রাতে ইবাদত প্রভৃতির আয়োজন করতে পারে। কিভাবে এটা

---
১১. তাবলীগী নিসাব, ফাযায়েলে হজ্জ, পৃঃ ৩৪।
১২. সিলসিলাতুল আহাদীছিয যাঈফা, জিল্দ-১, পৃঃ ৫০১-৫০২।
১৩. সিলসিলাতুল আহাদীছিয যাঈফা, জিল্দ-২, পৃঃ ১১৪।

সম্ভব হতে পারে যে, এই ফযীলতপূর্ণ রাত সম্বন্ধে তিনি তাঁর ছাহাবীদের অবগত করাবেন না। এমনকি হযরত আয়েশার নিকটও এ খবর দেননি এবং অকস্মাৎ তিনি কবরস্থানে গিয়ে এটা জানতে পারলেন? এ ধরনের রহস্য যঈফ হাদীছই সৃষ্টি করে থাকে। রাসূলের সুন্নাত সবসময়ই উজ্জ্বল এবং অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে।

১৫ই শা'বানের রাতের ফযীলত সম্বন্ধে হাদীছের কিতাবে অনেক হাদীছই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার সবক'টিই যঈফ। কোন হাদীছই ছহীহ নয়। সেজন্য এ ধরনের হাদীছগুলোর স্থান বুখারী ও মুসলিমে হয়নি। যেহেতু যঈফ হাদীছ দলীল হ'তে পারে না, সেহেতু এই ফযীলত কিসের দ্বারা প্রমাণিত হল? যদি এই রাত ফযীলতের রাত হ'ত, তাহ'লে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এর চর্চা হ'ত এবং মশহূর ও গুরুত্বপূর্ণ রাবীরা এর রেওয়ায়াত করতেন। এমন একটি প্রয়োজনীয় কাজ যার ব্যাপক চর্চা হওয়া উচিৎ, তা শুধু যঈফ রাবীরা কিভাবে জানলেন এবং এখনতো মুসলমানরা ঐ যঈফ রেওয়ায়াতের আশ্রয় নিয়ে শবেবরাতকে একটি আইনগত উৎসবের রূপ দিয়ে ফেলেছে। যঈফ হাদীছের প্রচলনে নম্রতা প্রদর্শন করলে এমনি ধরণের মারাত্মক ফেৎনা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বলা বাহুল্য, ১৫ ই শা'বান সম্পর্কিত এই হাদীছও যঈফ যে, এই রাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করো আর দিনে রোযা রাখো।[১৪]

জাল ও যঈফ হাদীছ বিষয়ক পুস্তক সমূহ

আরবী ভাষায় জাল ও যঈফ হাদীছের উপর অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। সেগুলোতে এ সম্বন্ধে সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু বিখ্যাত কিতাবের নাম নিম্নে দেয়া হল-

(১) কিতাবুল মাউযূ'আত - ইবনে জাওযী (৫৯৭ হিঃ)

(২) আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ - সাখাভী (৯০২ হিঃ)

(৩) আল-লাআলিল মাছনা'আহ্ - জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হিঃ)

(৪) তাযকিরাতুল মাওযূ'আত- মুহাম্মদ তাহির হিন্দী (৯৮৬ হিঃ)

(৫) তামীযুত ত্বাইয়িব মিনাল খাবীছ- শায়বাণী

(৬) মাওযূ'আতে কাবীর -মুল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হিঃ)

(৭) কাশফুল খেফা - আল-আজলূনী (১১৬২ হিঃ)

(৮) আল ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ-শাওকানী (১২৫০ হিঃ)

১৪. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৪৫ এবং তুহফাতুল আহওয়াযী, জিল্দ-৩, পৃঃ ৪৪২।

বর্তমান কালের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন আলবাণী (দামেস্কাশ) সিলসিলাতুল আহাদীছিয যাঈফাহ প্রকাশ করে খুব মূল্যবান প্রয়োজন পূরণ করেছেন। এ পর্যন্ত এর দু'টি খণ্ড আমাদের চোখে পড়েছে।* এগুলো প্রকাশিত হয়েছে বৈরুত -এর 'আল-মাকতাবুল ইসলামী' থেকে এবং এতে জাল ও যঈফ হাদীছ সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি 'যঈফুল জামিইছ ছাগীর' গ্রন্থে যঈফ হাদীছের নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেছেন। উর্দূ ভাষায় এ বিষয়ে সম্ভবতঃ কোন পুস্তক রচিত হয়নি এবং এটা উর্দূ সাহিত্যের মস্তবড় দুর্বলতা। অবশ্য বর্তমানে 'মারকাযী মাকতাবা ইসলামী' দিল্লী থেকে 'ফিৎনায়ে ওয়াযায়ে হাদীছ আউর মাওযূ আহাদীছ কি পাহচান' নামে মওলানা মুহাম্মাদ সউদ আলম কাসেমীর একটি মূল্যবান ও পাঠযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্ব

মুসলিম উম্মাহ গঠিত হয়েছে সত্য দ্বীনের ভিত্তিতে এবং এর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হ'ল সত্যের সাক্ষ্য দান।

وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْداً (بقرة ١٤٣)

'এইভাবে আমরা তোমাদের একটি মধ্যমপন্থানুসারী উম্মত রূপে গঠন করেছি। যাতে তোমরা লোকদের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন' (বাক্বারাহ ১৪৩)।

সত্য হ'ল ঐ জিনিস যা কিতাব ও সুন্নাত পেশ করেছে। এজন্যে কিতাব ও সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং দাওয়াত, তাবলীগ, ইছলাহ ও ইরশাদের ক্ষেত্রে তা পেশ করা, তার মানে মতলব প্রকাশ করা এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তার বাস্তবায়নের আয়োজন করা মুসলিম উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কমবেশী না করে দ্বীনকে তার স্বরূপে পেশ করা দরকার। আর এ ব্যাপারে মাওযূ ও যঈফ হাদীছ, ভিত্তিহীন রিওয়ায়াত ও বুযুর্গদের নামে ভুলভাবে প্রচলিত কারামাত ও স্বপ্নাদেশের বাড়াবাড়ি থেকে একে সুরক্ষিত করতে হবে।

মুহাদ্দিছগণ হাদীছের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ছহীহ, হাসান ও যঈফ হাদীছগুলিকে নিজেদের গ্রন্থে একত্রিত করেছিলেন। যাতে গবেষণার ব্যাপারে মাল-মসলা একত্রে পাওয়া যায়। তাঁরা প্রতিটি হাদীছের সনদও বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখ তো হাদীছের ছহীহ, হাসান বা যঈফ হওয়ার ব্যাখ্যা পর্যন্ত করেছেন।

* আমাদের নিকটে ৪র্থ খণ্ড পর্যন্ত মোট ২০০০ (দু'হাযার) হাদীছ মওজূদ রয়েছে।- প্রধান সম্পাদক।

নিজেদের কিতাবে এই যঈফ হাদীছগুলি এজন্যে শামিল করেছিলেন যে, গবেষণাকারীরা সঠিকভাবে গবেষণা করুক। হ'তে পারে যে, একটি যঈফ হাদীছ অন্যান্য রাবীদের মাধ্যমে ছহীহ বলে প্রমাণিত হবে। এখন যারা উম্মতের বিকৃতির দিকে লক্ষ্য করে ইছলাহ, দাওয়াত ও তাবলীগ করার জন্যে অগ্রসর হচ্ছেন, তাদের কাজ এটা নয় যে, বেছে বেছে যঈফ হাদীছগুলি জমা করবেন, আর এটা কুরআন ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না তার তোয়াক্কা না করেই সাধারণ লোকের সামনে পেশ করে দিবেন।

খত্বীব বাগদাদী, যার যুগ হ'ল হিজরী পঞ্চম শতক তিনি হাদীছের ব্যাপারে সুবিধাবাদীদের যে চিত্র এঁকেছিলেন, তা চিন্তা করার আবেদন জানাই। 'আল কিফায়াতু ফী ইলমির রিওয়ায়াহ' তাঁর বিখ্যাত পুস্তক। যেটা হাদীছ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হিসাবে গণ্য। তিনি লিখেছেন, 'এ যুগে হাদীছ অনুসন্ধানকারীদের বেশীর ভাগের অবস্থা এই যে, হাদীছের মশহূর (বিখ্যাত) কিতাবগুলির পরিবর্তে অজ্ঞাত অখ্যাত কিতাবগুলোই তাদের মনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। পরিচিত হাদীছগুলো ছেড়ে অপরিচিত হাদীছগুলো তারা শোনে। দোষযুক্ত ও যঈফ রাবীদের রিওয়ায়াতে মেতে থাকে। যাতে অসামঞ্জস্য ও ভুল পাওয়া যায়। এমনকি তাদের বেশীর ভাগের নিকট সঠিক জিনিস পরিত্যাগ করার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে এবং যেগুলো প্রমাণিত তা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এসব কিছুর পিছনে কারণ হ'ল এই যে, তারা রাবীদের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত নয়। তাদের মধ্যে সেই যোগ্যতারও অভাব রয়েছে যা পার্থক্য করার জন্যে আবশ্যক এবং তারা এই জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারেও মনযোগী নয়। তাদের এই কর্মপদ্ধতি সেই কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত যা আমাদের পূর্বেকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মুহাদ্দিছ ইমামগণ গ্রহণ করেছিলেন।[১৬]

[সমাপ্ত]

১৬. আল-কিফায়াতু ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, পৃঃ ১৮৮।

শোক সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর সাধারণ পরিষদ সদস্য ও দিনাজপুর যেলার বিরামপুর থানার পলিখাঁপুর শাখা সভাপতি জনাব ডাঃ মুহাম্মাদ হরমুজ আলী খন্দকার (৬০) গত ২৬ শে মার্চ শুক্রবার বাদ জুম'আ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'উন)। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক।

কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল

মূল (আরবী)ঃ আলী খাশান

*অনুবাদঃ মুযযাম্মিল আলী**

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা কেবল তাঁরই প্রশংসা করি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধু তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি আর সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে তাঁরই নিকট ক্ষমা চাই এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের আত্মার দুরাচারিতা ও আমাদের কর্মের সব ধরনের অনাচার থেকে। আল্লাহ যাকে হিদায়াত প্রদান করেন তাকে বিপথগামী করার কেউ নেই আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন, তাকে হিদায়াত করার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তার কোন অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

'হে মুসলিম সমাজ! আল্লাহ্কে যথার্থরূপে ভয় কর এবং প্রকৃত মুসলিম হওয়া ব্যতীত তোমরা মৃত্যুবরণ করো না' (আলে ইমরান ১০২)।

'হে মানবগণ, তোমাদের রবকে তোমরা ভয় কর, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জীবন সংগিনীকে। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) কামনা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন' (নিসা ১)।

'হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ'লে তিনি তোমাদের আমল সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহা সাফল্য অর্জন করবে' (আহযাব ৭১-৭২)।

অতঃপর স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সর্বাধিক সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোৎকৃষ্ট হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট কার্যাবলী হ'ল দ্বীনের মধ্যে নবোদ্ভাবিত বিষয়। আর (ইসলামে) সকল নবোদ্ভাবিত বিষয়ই হচ্ছে বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম।

* সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বক্তব্যের সূচনা এই খুৎবা দিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন, যার নাম দেয়া হয়েছে 'খুৎবাতুল হাজাত' বা প্রয়োজনের খুৎবা। তিনি ছাহাবাদের এটা শিক্ষা দিতেন। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অজানা থাকার কথা নয় যে, এতে বিধৃত হয়েছে আল্লাহ্র প্রশংসা, তাঁকে ভয় করার নির্দেশ এবং তাঁর ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার হুকুম। আর একথাও স্পষ্ট যে, গোটা ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আল্লাহ ভীতি এবং তাঁর ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের উপর। যতদিন মুসলিম সমাজ যথাযথভাবে আল্লাহ্র ভয় না করবে, ততদিন তারা নেতৃত্ব অর্জন করতে পারবে না। আল্লাহ ভীতি তাঁর ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালন এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র বিপরীত নির্দেশ প্রত্যাখানের উপর নির্ভর করছে। যদিও সেটা এসেছে এমন মুজতাহিদের নিকট থেকে যে ইজতিহাদের জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন।

আমরা এই পুস্তিকায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতা, মতভেদের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে যাওয়া এবং মাযহাবী গোড়ামী ও হঠকারিতার নিন্দাবাদ কুরআন, সুন্নাহ ও বিদ্বানমণ্ডলীর উক্তি সমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে পেশ করার প্রয়াস পাব।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অহি অনুসরণে আল্লাহ্র নির্দেশ-

আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়'। আপনার রবের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়, তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত' (আহযাব ১-২)।

তিনি আরো বলেন, 'আপনার প্রতিপালকের নিকট হ'তে আপনার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হয়, আপনি তারই অনুসরণ করুন। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর অংশীবাদীদের থেকে দূরে থাকুন' (আন'আম ১০৬)।

তিনি আরো বলেন, 'অতঃপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং আপনি এর অনুসরণ করুন। আর অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না' (জাছিয়াহ ১৮)।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তার সৃষ্টিকুলকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি যে অহি নাযিল করেছেন, সেগুলোর অনুসরণ করা রাসূলের উপরে ফরয। কেননা কোন্ কোন্ বিধান সৃষ্টিকুলের জন্য উপযুক্ত, সে ব্যাপারে আল্লাহই সম্যক অবগত। তিনি তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করেন এবং তাদের সব বিধি-বিধান প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তাদের কোন বিধানই আল্লাহ্র বিধি সম্মত ও তাঁর প্রদত্ত নয়। তাই তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করার অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। 'একজন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অজানা নয় যে, মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতি যেসব অহি নাযিল হয়েছে, সেটা যেমন অনুসরণ করা তাঁর উপর ফরয, তেমনি সেগুলো তাঁর উম্মত হিসাবে আমাদের উপরও ফরয'।[১]

মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতি যেসব অহি অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো জনগণের কাছে প্রচার ও প্রসার করার জন্য তাঁর প্রতি আল্লাহ্র আদেশ-

মহান আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তা পৌঁছে দিন। আর যদি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের পথ প্রদর্শন করেন না (মায়েদাহ ৬৭)।

ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল নামে সম্বোধন করে যেসব অহি নাযিল করেছেন, সেগুলো মানুষের কাছে প্রচার ও পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ও নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য মহানবী (ছাঃ) যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করেছেন ও যথার্থরূপে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন'।

অতঃপর ইবনু কাছীর (রহঃ) এমন অনেক হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন, যা ইঙ্গিত করছে যে, মহানবী (ছাঃ) সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে প্রচার করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত মাসরূকের হাদীছটি বিশেষভবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হযরত মাসরূককে বলেন, কেউ যদি তোমাকে বলে যে, তাঁর কাছে যা কিছু নাযিল হয়েছিল, তার মধ্য থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিছু গোপন করেছেন (যেমন শী'আ সম্প্রদায় প্রচার করে), তার একথা ডাহা মিথ্যা। কেননা আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-কে কড়া নির্দেশ দিচ্ছেন- হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা আপনি ভালভাবে প্রচার করে দিন।[২]

ইবনু কাছীর ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্র বাণী (وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

১. ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর-রিসালাহ' হ'তে।
২. বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী।

(رِسَالَتَهُ) -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা থেকে যদি একটি আয়াতও গোপন করেন (তাহ'লে আপনি তাঁর বাণী প্রচার করলেন না)'।

আল্লাহ বলেন, 'আর আমি আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে আপনি মানুষের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন, যাতে তারা চিন্তা করতে পারে' (নহল ৪৪)।

ইবনু কাছীর (রহঃ) "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ" -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তাদের রবের নিকট থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা আপনি লোকদের বিস্তারিত বলে দিন। কারণ আল্লাহ আপনার কাছে অবতীর্ণ করেছেন, এর অর্থ- আপনি সম্যক অবগত আছেন। এর প্রতি আপনার তীব্র আগ্রহ ও আনুগত্য রয়েছে। আর এটা আমাদের জানা যে, আপনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানদের নেতা। সুতরাং জনগণকে আপনি যেগুলো সংক্ষিপ্ত, সেগুলো ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিন এবং যেগুলো জটিল, সেগুলো বিশদ ভাবে তাদের কাছে বর্ণনা করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ

'আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যাতে রয়েছে, প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং সকল মুসলমানের জন্য হেদায়াত ও রহমত" (নাহল ৮৯)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর ইমাম আওযায়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, 'আমি আপনার কাছে কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রূপে হাদীছ বা সুন্নাহ্র মাধ্যমে'।

ইমাম শাফেঈ তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'আর আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য এ বিষয়ের সাক্ষী দিচ্ছেন যে, তাঁকে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা তিনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন এবং তিনি স্বয়ং হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। আর যারা এগুলো অনুসরণ করবে, তারাও হিদায়াত লাভে ধন্য হবে'।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'এমনিভাবে আমি আপনার কাছে একজন ফেরেশতা (জিবরাঈল) প্রেরণ করেছি আমার নির্দেশক্রমে। আপনি জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন' (শূরা ৫২)।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর 'আর-রিসালাহ'গ্রন্থে বলেন, মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ যে বিষয় নিষেধ করেছেন, তার এতটুকুও আমি তোমাদের বলতে ছাড়িনি'।[৩] হাদীছটি ছহীহ।

এ হাদীছটি প্রমাণ করে যে, মহানবী (ছাঃ) তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' (মায়েদাহ ৩)।

মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'হে মুসলিম সমাজ! আমি তোমাদেরকে এমন এক দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত দিনের মতই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। এতদসত্ত্বেও যে বিপথগামী হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে'।[৪]

মাহনবী (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন-

'হে আল্লাহ! আমি কি রিসালাতের বাণী (জনগণের নিকট) সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দিয়েছি? লক্ষ জনতা ইতিবাচক সাড়া দিলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো' (মুসলিম)।

এভাবে আমরা অবগত হয়েছি যে, আমাদের শরীয়ত মাত্র একটি। গোপন ও প্রকাশ্য বলে দু'টি শরীয়ত নেই। যেমন কোন কোন মহল থেকে ধারণা করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে যে সব হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই জাল ও মিথ্যা। এ ছোট্ট পুস্তকে এ প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে বলেন, যেক্ষেত্রে আল্লাহ্র কোন প্রকাশ্য হুকুম নেই, সেখানে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে সুন্নাহ্র প্রবর্তন করেছেন, তা তিনি আল্লাহ্র নির্দেশেই করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বাণীতে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন- 'নিশ্চয়ই আপনি সরল পথ (আল্লাহ্র পথ) প্রদর্শন করেন' (শূরা ৫২)।

(চলবে)

৩. হাদীছটি ইমাম শাফেঈ তাঁর মুসনাদে ও বায়হাক্বী তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
৪. আহমাদ, ইবনে মাজাহ।

মুহাররম মাসে করণীয় আমল ও বিদ'আত সমূহ

মূলঃ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী

*অনুবাদঃ ফযলুল করীম**

মুহাররম মাসের শারঈ আমল এতটুকু যে, মুসলিম উম্মাহ এ মাসে শুধু নফল ছিয়াম রাখতে পারেন। বিশেষ করে ১০ই মুহাররমের ছিয়াম। কারণ এই ছিয়ামে এক বছরের গোনাহ মাফের মত বড় ধরণের ফযীলত রয়েছে।

কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ صوموا قبله يوما أو بعده يوما- أخذجه الإمام أحمد فى مسنده صـ ٢١، جـ٤ طبع أحمد شاكر و قال اسناده حسن অনুযায়ী ৯ ও ১০ই মুহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম মিলিয়ে মোট দু'টি ছিয়াম রাখা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া এই দিনে অন্য কোন কিছু করার ব্যাপারে শরীয়তে কোন প্রমাণ নেই। অতএব সকল মুসলিম বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ভাই-বোনদের এই মাসের প্রচলিত বিদ'আত সমূহ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

মুহাররম মাসের বিদ'আতঃ

মুহাররম মাসের প্রথম ১০ দিনে অথবা ১০ই মুহাররমে বিশেষ ধরণের খানাপিনার আয়োজন করা, নিজ বাড়িতে কৃত্রিম কিছুর বিস্তৃতি ঘটানো, দান-খয়রাত করা, মিসকীনদের খানা খাওয়ানো, কৃত্রিম নহর তৈরী করা ও সেই নহর থেকে পানি পান করা, সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য শোকের পোষাক পরিধান করা, সুরমা লাগানো, কবর যিয়ারতের জন্য গমন করা এবং কবরের উপরে তাজা মাটি ঢেলে দেওয়া সবই বিদ'আত -এর অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত বিদ'আতগুলির কথা শায়খ আব্দুল হক দেহলভী তাঁর রচিত কিতাব "ماثبت بالسنة" -তে ইবনু হাজাব মাক্কী শাফেঈ'র الصواعق المحرقة নামক কিতাব হ'তে উদ্ধৃত করেছেন যে, বিশেষ করে যে বস্তুগুলি হযরত হুসায়েন (রাঃ) অথবা অন্য কারো নামে হবে তা ما أهل لغير الله به 'যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীত' -এর অন্তর্ভুক্ত হবে ও হারাম হয়ে যাবে। মুহাররম মাসের প্রথম ১০ দিনে অথবা ১০ই মুহাররমে যে ঘটনাগুলিকে রং মিশ্রিত করে ও সাজিয়ে-গুছিয়ে বর্ণনা করা হয়, তিনটি কারণে সেগুলি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।-

(১) ঐসব কার্যকলাপ ও কাল্পনিক বিষয়গুলি মুহাররম মাসের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ও করণীয় বিষয় বলে গণ্য হয়। অথচ বাস্তবে তা নয়।

(২) মুহাররম মাসের এসব কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনীকে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বিশেষ করে জলীলুল ক্বদর ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মর্যাদা হানির অসীলা বানিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে।

(৩) মুহাররম সম্পর্কে মানুষের ক্রন্দন করার মত অনেক কাল্পনিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়, যা তীব্রভাবে সন্দেহযুক্ত ও ত্রুটিপূর্ণ। যার অধিকাংশ কাহিনী, কঠোর মিথ্যুক শী'আ মতাবলম্বী গল্পকার আবু মুখনাফ লূত্ব বিন ইয়াহইয়া (মৃঃ ১৭৫ হিঃ) নামক ব্যক্তির রচিত ও কল্পনা প্রসূত কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

অষ্টম শতাব্দীর প্রখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক হাফেয ইবনু কাছীর ঐ ব্যক্তির কতিপয় উত্তেজনাপূর্ণ ও অতিশয়োক্তি মিশ্রিত কাহিনী বর্ণনা করে বলেন,

فى بعض ما أوردناه نظر... أكثر من رواية الى مخنف لوط بن يحى و قد كان شيعيا و هو ضعيف الحديث –

অর্থাৎ 'আমি যে সকল বিষয় বর্ণনা করেছি তার কিছু বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে। কেননা তার অধিকাংশই আবু মুখনাফ লূত্ব বিন ইয়াহইয়ার বর্ণনা। তিনি শী'আ মতাবলম্বী ও দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলেন।[১]

হাফেয যাহাবী বলেন, لا يوثق به تركه ابو حاتم و غيره قال الدار قطنى ضعيف و قال ابن معين ليس بشئ، و قال ابن عدى شيعى محترق صاحب اخبارهم –

---

* মরহুম লেখক পাকিস্তানের স্বনামধন্য আলেম ছিলেন। নাসাঈ শরীফের আরবী ভাষ্যকার, সাপ্তাহিক 'আল-ইতিছাম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় শারী'আ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। অনুবাদক আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক।

১. আল-বেদয়াহ ওয়ান নেহায়াহ ৮/২০২ পৃঃ।

'সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নয়। আবু হাতেম ও অন্যরা তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা তাকে কোনরূপ গুরুত্ব দেননি। ইমাম দারাকুৎনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে মুঈন বলেন, সে কিছুই নয়। ইবনে আদী বলেন, সে একজন জ্বলন্ত শী'আ ও তাদের ইতিহাস বর্ণনাকারী'।[২]

মোটকথা আবু মুখনাফ লূত্ব বিন ইয়াহইয়া কোন কাজের লোক নয়। এই লোকের বিপক্ষে আয়িম্মায়ে জারাহ ও তা'দীল বা হাদীছ সমালোচক বিদ্বানগণের সাক্ষ্য সমূহ রয়েছে। এই ব্যক্তি হুসায়েন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তার লিখিত কিতাব 'মাকতালুল হুসায়েন' -এর মধ্যে এমন সব উদ্ভট ও বিস্ময়কর কিচ্ছা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, যা কোন বিবেচক ব্যক্তি গ্রহণ করতে ও মানতে পারেন না। বরং বলা যেতে পারে যে, বইটি আশ্চর্য ও অদ্ভূত সব পরস্পর বিরোধী কিচ্ছা-কাহিনীর প্যাকেট। তাহকীক ব্যতীত কোন কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হ'লে সেখানে ভুল তথ্য প্রচার হয়ে যায় এবং তা 'মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে' এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[৩] অতএব কোন কথা বা কিচ্ছা-কাহিনী তাহকীক ছাড়া বলা চলে না।

হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতঃ

হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কুফাবাসীগণ তাঁকে কুফায় আসার আহবান জানায়। বয়োবৃদ্ধ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-কে কুফায় না যাওয়ার ও কুফাবাসীদের উপরে কোনরূপ আস্থা না রাখার পরামর্শ দেন। কিন্তু হুসায়েন (রাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ উপেক্ষা করে কুফায় গমন করলে ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররম সেখানে মর্মান্তিকভাবে শাহাদত বরণ করেন।[৪] যেমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ)-কে ফজরের ছালাতের সময় ইরানী, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের যোগসাজশে ছুরিকাঘাতে ১লা মুহাররম শহীদ করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) শাহাদত বরণ করায় যেমন ১লা মুহাররমের কোন শারঈ গুরুত্ব নেই তেমনিভাবে হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর ১০ই মুহাররমে শাহাদত বরণ করায় ১০ই মুহাররমের স্বতন্ত্র কোন শারঈ মর্যাদ হবে না।

১০ই মুহাররম হযরত হুসায়েনের শাহাদতের কারণে তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য মাতম করা তথা বুক চাপড়িয়ে বক্ষকে রক্তাক্ত করে 'হায় হুসায়েন' 'হায় হুসায়েন' করা, শোক সভা ও শোক মিছিল করা, হযরত ইমাম হাসান ও হুসায়েনের কৃত্রিম কবর বা তাযিয়া বানানো ইত্যাদির কোন ভিত্তি ইসলামে নেই।

২. মীযানুল ই'তিদাল ৪/১৯ পৃঃ। লিসানুল মীযানেও তার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে।
৩. *মুসলিম, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায় 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, হা/১৫৬ (প্রধান সম্পাদক)।*
৪. তারীখু ত্বাবারী, আল-বেদায়াহ প্রভৃতি।

এই ধরণের কুপ্রথা ও রীতিনীতি শী'আ বাতেনী ফিরকার মুইযযুদ্দীন নামক মিসরীয় ফাতেমী শাসক ৩৫২ হিজরীতে আবিষ্কার করেন। তার পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।[৫]

এমন কথাও চালু হয়ে গেছে যে, মুহাররম মাস হ'ল শোকের মাস। সেকারণে এমাসে অনেকে বিয়ে-শাদী করেন না বা দেন না। আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামা'আতের উচিত এই বাজে কল্পনা সমূহ মাথা থেকে দূর করা এবং লোকদেরকে একথা বুঝানো যে, ইসলামে এসবের কোনই অনুমতি নেই।

আমাদের এই লেখনীর উদ্দেশ্য এই যে, কিছু লোক তো আশূরায়ে মুহাররমের বিদ'আতগুলিকে তাদের মাযহাবী নিদর্শন হিসাবে গণ্য করে নিয়েছে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দাবীদার মুসলমানদের উচিত, তারা যেন বাস্তব বিষয়গুলিতে চিন্তাভাবনা করেন। বিদ'আত সমূহ হ'তে দূরে থাকেন। সরকারী আইনের সীমার মধ্যে থেকে যদি কেউ তাদের মাযহাবী রেওয়াজ পালন করতে চায় করুক। কিন্তু তাদের দেখাদেখি আহলে সুন্নাতের লোকেরা যেন তাযিয়া বের না করে এবং এইসব শোক মিছিলে ও শোক সভায় অংশ না নেয়। এগুলি দেখে যেন দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

[সৌজন্যেঃ সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' শীশমহল রোড, লাহোর ২৪ বর্ষ ৩১ সংখ্যা]

৫. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১১/৪৩ পৃঃ।

ধন্যবাদ ও বক্তব্য পেশ

গত মার্চ'৯৯ সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত চুল, নখ না কাটা শীর্ষক আলোচনায় 'কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে এটি করলে আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে' বলে মিশকাতের ১৪৭৯ নং হাদীছটি 'যঈফ' হওয়া সম্পর্কে আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে পত্র পাঠিয়ে জনৈক সচেতন পাঠকবন্ধু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। এই নিষ্কাম সহযোগিতার জন্য আমরা বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। তবে এ সম্পর্কে আলবানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের কিছু মন্তব্য নীম্নে পেশ করছি।-

আবুদাঊদ ও নাসাঈ বর্ণিত মিশকাতে সংকলিত উপরোক্ত হাদীছের টীকায় (১) শায়খ আলবানী বলেন, 'ঐ হাদীছের সনদে ঈসা বিন হিলাল রয়েছেন। যার মধ্যে আমার মতে অপরিচিতি রয়েছে (فيه عندى جهالة)। ইবনু আবী হাতেম তাঁর সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। ইবনু হিব্বান তাঁর বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তবে তিনি বিশ্বস্ততার স্বাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে সরল হিসাবে প্রসিদ্ধ'। (২) আবুদাঊদ ও হাফেয মানযারী চুপ আছেন। হাকেম স্বীয় মুস্তাদরাকে (৪/২২৩ পৃঃ) উক্ত হাদীছটি 'ছহীহ' বলেছেন এবং যাহবী তা সমর্থন করেছেন। ছাহেবে মির'আৎ কোনরূপ মন্তব্য করেননি (ঐ, হা/১৪৯৫, ২/৩৬৮)। -প্রধান সম্পাদক।

যে ঈমানে মুক্তি ও সফলতা

*-মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক**

মহান আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা। অতঃপর ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার পরিজন, সহচরবৃন্দ ও সেই মুমিনগণের উপর যারা একনিষ্ঠ ভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের (ছাহাবীগণের) অনুসরণ করবেন।

অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহপাক তাঁর সৎ আমল সম্পাদনকারী মুমিনগণকে তাঁদের ঈমান ও সৎ আমলের কারণে জান্নাত প্রদান করবেন। যেখানে তাঁরা সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি ভোগসহ চিরকাল মহানন্দে অবস্থান করবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ আমল সমূহ সম্পাদন করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে' (বাক্বারাহ ৮২)। পক্ষান্তরে যারা কাফির তাদেরকে ঈমান ও সৎ আমল না থাকার কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। যেখানে তারা অগ্নিদগ্ধ হওয়া সহ বিভিন্ন প্রকার কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি চিরকাল পেতে থাকবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- 'আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে' (বাক্বারাহ ৩৯)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই জানা গেল যে, জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ঈমান ও আমল উভয়ই প্রয়োজন। এখানে মূল কথা এই যে, আমল ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। অর্থাৎ আমলহীন ঈমানের কোন মূল্য নেই। আর সে কারণেই আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট ঈমান হচ্ছে- 'আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতামণ্ডলী, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান এবং তদনুযায়ী আমল করার নাম'। যা নেক আমলের মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং গোনাহের দ্বারা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আর যখন সম্পূর্ণভাবে আমল লোপ পায়, তখন ঈমানও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁদের মতে যে ব্যক্তি ঈমানের উক্ত বিষয় ছয়টি যাকে ঈমানের রুকন বলা হয়, তৎপ্রতি হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস সহ এর মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করে কিন্তু তদনুযায়ী কোন আমলই সম্পাদন করে না, তাকে মুমিন বলা যায় না।[১]

এর কারণ হচ্ছে যে, ঈমানের রুকন সমূহের কোন একটির প্রতিও যদি কারো বিশ্বাস না থাকে বা বিশ্বাসের ঘাটতি থাকে বা সামান্য সন্দেহ থাকে, তাহ'লে সে মুমিন নয়, বরং সে হবে পথভ্রষ্ট কাফির। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- 'এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা মণ্ডলী, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষদিবসকে অস্বীকার করে সে সুদূর পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে' (নেসা ১৩৬)।

আর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন হচ্ছে ঈমানের রুকন সমূহের প্রথম রুকন। যা তাওহীদ বা একত্ববাদের অনুপস্থিতিতে কখনই পূর্ণতা লাভ করে না। আর পূর্ণতা লাভ না করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাওয়া। অর্থাৎ বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে স্বীয় কর্ম যেমন আকাশ-যমীন সহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, মৃত্যুদানকারী, আরোগ্য দানকারী ইত্যাদিতে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে মেনে নেওয়ার সাথে সাথে নিজ কর্ম যেমন ছালাত, ছিয়াম হজ্জ ও যাকাত সহ সর্বপ্রকার ইবাদতেও তাঁকে শরীক বিহীন একক হক্বদার নির্দিষ্ট করবে এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর বিবরণ কুরআন-হাদীছে যেভাবে আছে সেভাবেই প্রকৃত অর্থে অপব্যাখ্যা ও সাদৃশ্য বর্ণনা ছাড়া মেনে নিবে, তখনই আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার ঈমান পূর্ণ বলে গণ্য হবে।

অতএব কোন বান্দা যদি আল্লাহ্‌কে একক সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রুযীদাতা, জীবন দাতা ইত্যাদি হিসাবে বিশ্বাস করে কিন্তু ইবাদত-বন্দেগী এককভাবে তার জন্য নির্দিষ্ট না করে, বরং অন্যকে তাঁর সাথে শরীক মনে করে, তাহ'লে সে বান্দা কখনই মুমিন নয় বরং তাকে কাফির ও মুশরিক বলে গণ্য করা হবে। কেননা সে আল্লাহ্‌কে একক রব বা মালিক হিসাবে স্বীকার করলেও তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্যকে শরীক করে থাকে। অতএব আল্লাহ্‌র প্রতি তার যে ঈমান তা মক্কাবাসী কাফির-মুশরিকদের ঈমানের ন্যায়, যা আল্লাহ্‌র নিকটে মোটেও গ্রহণীয় নয়। মক্কাবাসী মুশরিকগণের আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করার প্রমাণে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- 'আর যদি তাদেরকে (মক্কার কাফির -মুশরিদেরকে) আপনি জিজ্ঞেস করেন কে আকাশ মণ্ডলী ও যমীনকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। আপনি বলুন! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই (এ সম্পর্কে) জানেনা' (লুকমান ২৫)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ বা একত্ববাদ না থাকলে আল্লাহ্‌কে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে ঈমান এনেও ঈমানদার হওয়া যায় না বরং ঈমান হীন কাফির মুশরিক হিসাবে চির জাহান্নামী হ'তে হয়। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- 'আহলে কিতাব ও মুশরিকদের যারা কুফরী করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম' (বাইয়েনাহ ৬)।

অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ্‌কে সার্বভৌম ক্ষমতার একক অধিকারী হিসাবে বিশ্বাস করে সাথে সাথে ইবাদত-বন্দেগীও এককভাবে তাঁর জন্য সম্পাদন করে কিন্তু

---

* লেসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, মারকাযুল ফুরক্বান আল-ইসলাম, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

১. শারহুল আক্বীদা আত্ ত্বাহাবিয়াহ্ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৮ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৩৩২-৩৬।

তাঁর নাম ও গুণাবলীর বর্ণনা কুরআন-হাদীছে যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস করে না বরং সেগুলোর অপব্যাখ্যা, গৌণ অর্থ বা সাদৃশ্য বর্ণনা করে। ফলে আল্লাহ্কে কখনো গুণহীন নিরাকার সত্তায় পরিণত করে। আবার কখনো গুণযুক্ত সত্তা প্রমাণ করতে গিয়ে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে বিধায় তাদেরও ঈমান সঠিক নয়। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'আর আল্লাহ্র রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। সুতরাং তাঁকে তোমরা সেই নামগুলি দ্বারা ডাক, আর যারা তাঁর নাম সমূহের ক্ষেত্রে বাঁকা পথে চলে, তাদেরকে বর্জন কর (অর্থাৎ তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেল)। অচিরেই তাদেরকে তার কর্মফল প্রদান করা হবে' (আ'রাফ ১৮০)। আর বর্জন করার অর্থই হচ্ছে- তারা মুমিন নয় বিধায় তাদের থেকে মুমিনগণকে সম্পর্কে ছিন্ন করে ফেলতে বলা হয়েছে ।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্কে সার্বভৌম ক্ষমতার একক অধিকারী বিশ্বাস করার সাথে সাথে তাঁর জন্য ইবাদত-বন্দেগী এককভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রেও কুরআন-হাদীছে বর্ণিত শব্দের প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সুতরাং আল্লাহ্কে নিরাকার বলা যাবে না। অপরূপভাবে তাঁকে কোন সৃষ্টিজীবের সাথে তুলনাও করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাঁর সাদৃশ্য কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (শূরা ১১)। আর তাহ'লেই আল্লাহ্র প্রতি বান্দার ঈমান বা বিশ্বাস হবে যথার্থ ও পূর্ণ এবং বান্দাও হবে তখন পূর্ণ মুমিন। যার ঈমানে সর্বপ্রকার তাওহীদ বা একত্ববাদ থাকবে। এহেন মুমিনকেই আল্লাহ্ পাক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং অনাবিল সুখ-শান্তির স্থান জান্নাত প্রদান করবেন। ফলে সেই-ই হবে পুর্ণ সফলকাম।

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে পাঠকের মনে হয়ত এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ্কে সার্বভৌম ক্ষমতার একক অধিকারী হিসাবে মক্কাবাসীরা বিশ্বাস করলেও তারা তো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক মানত বিধায় তারা মুশরিক ছিল। আর মুশরিকের ঈমান শিরকের কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আল্লাহ সে ঈমান গ্রহণ করেননি। কিন্তু তারা যদি কোন ইবাদত বা আমলই না করত বরং শুধু উক্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী থাকত তাহ'লে তাদের কোন শিরকও থাকত না এবং তাদের ঈমান আল্লাহ্র নিকটে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হ'ত। আর সেজন্যেই তো মুসলমানের ঘরে জন্মলাভকারী আমল-ইবাদত হীন বহু মানুষ যারা কোনদিনই হয়ত কালেমা পাঠ করেনি অথবা পাঠ করে থাকলেও তার অর্থ মোটেই বুঝেনি, তাদেরকে অনেকে মুসলমান বা কালেমা পাঠকারী মুসলমান বলে থাকেন। অতএব একথা কি করে ঠিক হ'তে পারে যে, আমল-ইবাদত হীন ঈমানকে ঈমান বলা যায় না? এরা কি তাহ'লে প্রকৃত পক্ষে মুমিন নয়?

জেনে রাখা ভাল যে, এই সকল আমল-ইবাদতহীন লোকদের ঈমান থাকা না থাকা সম্পর্কে ইসলামী মনীষীগণের মধ্যে কিছু মতবিরোধ থাকলেও অনেক মনীষীই কিন্তু তাদের ঈমান না থাকার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে কুরআন-হাদীছ, ইতিহাস ও ইসলামী মনীষীগণের অভিমত ও যুক্তির আলোকে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হ'ল। পাঠকগণ আপনারাই তা পড়ে বিচার করে সে সম্পর্কে ফায়ছালা দিবেন। ঐ সকল লোক মুমিন কি মুমিন নয়?

প্রথম কথাঃ কুরআনে করীমের বহু স্থানেই ঈমান ও আমলকে যুক্তভাবে উল্লেখ করে তার অধিকারীকে জান্নাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আমার জানা মতে কুরআনের কোথাও আমলহীন ঈমানদারকে জান্নাত প্রদানের কথা বলা হয়নি। আর যার জন্য জান্নাত নেই তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম আছে। আর জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হচ্ছে কাফিরগণ যাদের ঈমান নেই।

উপরন্তু মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের নিদর্শন) আগমণ করবে সেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান (তার) কোনই উপকার করবে না, যে পূর্ব থেকে ঈমান আনেনি বা স্বীয় ঈমানের মাধ্যমে কোন সৎ কর্ম করেনি' (আন'আম ১৫৮)। এ আয়াত থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, কোন ঈমানের দাবীদার যদি আমল না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে সেই ঈমান তার কোনই উপকার করবে না।

দ্বিতীয় কথাঃ হাদীছে আছে 'হে মানব মণ্ডলী, তোমরা লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ বল, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'।[২] এখানে সফলকাম হবে এর অর্থই হচ্ছে জান্নাত পাবে। আর এ কথা ধ্রুব সত্য যে, মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। অতএব বলতে হয় যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস থাক বা নাই থাক, তাঁর জন্য কোন ইবাদত করুক বা নাই করুক, মুখে শুধু একবার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্' বলে নিলেই মানুষ মুমিন হয়ে যায়। মুলতঃ হাদীছটির প্রকৃত অর্থ কখনোই এরকম নয়। কেননা প্রকৃত অর্থ যদি তাই হয় তাহ'লে মুনাফিক ব্যক্তি যে ঈমানের দাবী প্রমাণার্থে লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ বহুবার পাঠ করে থাকে, সে কেন অমুমিন হবে এবং কেনইবা সে জাহান্নামে যাবে? কুরআনের বাংলা অনুবাদক গীরিশ চন্দ্র সেন (হিন্দু)-কে তাহ'লে তো জান্নাতীই বলতে হয়?

কিন্তু প্রকৃত অর্থ জানার আগে আমাদের উচিৎ হবে উক্ত কালেমা অর্থাৎ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্র' শাব্দিক অর্থ জানা। আর এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, 'নাই কোন ইলাহ বা উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া'। আর ইলাহ বা উপাস্য শব্দের অর্থই হচ্ছে যার ইবাদত বা উপাসনা করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত বা উপাসনা করে তার ইলাহ্ হচ্ছেন আল্লাহ। আর যে ব্যক্তি কোন দেব-দেবী বা প্রতিমার

২. ত্বাবারাণী, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ৬/২১ পৃঃ।

ইবাদত বা উপাসনা করে, তার ইলাহ বা উপাস্য হচ্ছে সেই দেব-দেবী বা প্রতিমা। আর যে ব্যক্তি কারো উপাসনা বা ইবাদত করে না, তার কোন ইলাহ বা উপাস্যই নেই। এখন আল্লাহ্র কোন ইবাদতকারী ব্যক্তি যদি বলে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাহ'লে তার কথা হবে বাস্তব সম্মত এবং বলা হবে যে, সে ঐ কথার অর্থ বুঝে বলেছে। অনুরূপভাবে কোন প্রতিমার উপাসনাকারী ব্যক্তি যদি বলে, প্রতিমা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাহ'লে তার কথাও তার ক্ষেত্রে বাস্তব সম্মত হবে এবং সে ঐ কথা বুঝে বলেছে বলেই ধরা হবে। কিন্তু যার কোন ইলাহ নেই সে যদি বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাহ'লে তার একথার তার ক্ষেত্রে কি কোন বাস্তবতা আছে? নাকি বলা যাবে যে, সে উক্ত কথার অর্থ বুঝে বলেছে? বরং তার কথা তখনই বাস্তব সম্মত হবে, যখন সে বলবে কোন উপাস্যই নেই। আর যে কথা কথকের জীবনের সাথে মিলে না নয় বা যে কথার অর্থ কথক বুঝে না। কথকের হৃদয়ে তার প্রতিক্রিয়াইবা কি হ'তে পারে? আর ঈমানইবা কিভাবে সৃষ্টি করতে পারে? যা তার জীবনের সার্বিক পরিবর্তন সাধন করে তাকে বেঈমান কাফির থেকে ঈমানদার মুমিনে পরিণত করবে?

সুতরাং উক্ত হাদীছের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্কে হৃদয়ে একক ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়ে হে মানব মণ্ডলী তোমরা মুখে উচ্চারণ কর আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর হৃদয়ে আল্লাহ্কে একক ইলাহ হিসাবে যখন গ্রহণ করে নেওয়া হয় তখন তার ইবাদত করতে কোথাও কোন বাধা থাকে না। বরং তার ইবাদতের জন্য তখন জান মাল দেওয়াও কোন কঠিন ব্যাপার নয়। একেই বলে ঈমান যা উপহার দেয় সফলতা তথা পরম সুখের স্থান জান্নাত।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, রাসূল (ছাঃ) একথা যাদেরকে বলতে বলেছিলেন, তাদের অনেকেই একথা তখন বলেনি। বরং তারা তীব্র বিরোধিতা করেছিল একথার। কারণ তারা বুঝেছিল একথার প্রকৃত মর্মার্থ। যা মুখে শুধু বলা নয় বরং সব ইলাহকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্কেই একক ইলাহ্ হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া বুঝায় বিধায় সে কথা তারা বলেনি। কিন্তু তাদের যারা আল্লাহ্কে একক মালিক বা প্রভু হিসাবে বিশ্বাসের সাথে সাথে একক ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে নিতে কায়মনে সম্মত হয়েছিলেন, তারাই শুধু একথা বলেছিলেন এবং কার্যতঃ তার পরবর্তী মুহূর্ত থেকেই তারা সার্বিকভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর ইবাদতের খাতিরে হাজারো যুলুম-নির্যাতন তারা সহ্য করেছিলেন। এমনকি ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, মাতৃভূমি সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েও তাঁরা আল্লাহ্র ইবাদত করেছিলেন। কারণ তাঁরা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্' বলার অর্থ এটিই বুঝেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে কিছু লোক মুনাফেক্বী করেই এ কালেমা মুখে উচ্চারণ করেছিল। অর্থাৎ তারা ঈমানদার হয়ে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে মোটেই বলেনি বরং বলেছিল মুমিনদেরকে ধোকা দেয়ার জন্য কিংবা নিজ জান-মালের নিরাপত্তার জন্য।

সুতরাং ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলের (ছাঃ) জীবদ্দশায় যারা এ কালেমা বলেছিলেন, তারা হয় আল্লাহ্কে বিশ্বাসের সাথে সাথে একক ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়ে বলেছিলেন এবং যথাসাধ্য তাঁর ইবাদত করেছিলেন, না হয় মুনাফেক্বী করে বলেছিল। সেখানে তৃতীয় এমন কোন লোকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করেই শুধু কালেমা বলেছিল অথচ তাঁকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করেনি অর্থাৎ তাঁর ইবাদত-বন্দেগী কিছুই করেনি।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতে পারে যে, মুনাফেক্বগণ তো আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতাকে অর্থাৎ আল্লাহ্কে বিশ্বাসই করত না। বরং মুমিনদেরকে ধোকা দেওয়ার বা নিজস্ব স্বার্থ হাছিলের জন্যই তারা শুধু মৌখিক ঈমানের দাবীতে উক্ত কালেমা পাঠ করত বিধায় তারা মুমিন ছিল না। কিন্তু যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে উক্ত কালেমা পাঠ করবে তারা মুমিন। অতএব কি করে একথা বলা ঠিক হ'তে পারে যে, আল্লাহ্র ইবাদত না করে তাঁকে শুধু একক মালিক বা প্রভু হিসাবে হৃদয়ে বিশ্বাস করে উক্ত কালেমা মুখে উচ্চারণ করলে মুমিন হওয়া যায় না?

এই প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, আমল বা ইবাদতহীন ঈমানের বা বিশ্বাসের দাবীটা একান্তই নতুন ও নবোদ্ভাবিত বিষয়। যার অস্তিত্ব রাসূলের (ছাঃ) যামানায় ছিল না। তাছাড়া একথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক মানুষই স্বীয় লালিত বিশ্বাস অনুসারে সকল কার্য করে থাকে। যার বিশ্বাস যত মযবূত, তার আমল তত খাঁটি। বিশ্বাসের ঘাটতিতে আমলেরও ঘাটতি হয়। অতএব যে বিশ্বাস অনুযায়ী কোন কর্ম হয় না। সে বিশ্বাস একান্তই অবিশ্বাস্য। অধিকন্তু একথা সবার জানা যে, দাবী তখনই টিকে যখন তার সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয়। ঈমানের দাবীও তদ্রূপ। যার ফলে মুনাফেকগণকে লোক দেখানো ছালাত আদায় করতে হয়েছিল এবং আল্লাহ্র রাহে অর্থও ব্যয় করতে হয়েছিল। ফলে কথা হচ্ছে এই যে, ঈমান এতই বাজে ও পঁচা বস্তু নয়, যা অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িতই থাকবে। বাস্তবে এর কোন প্রমাণই থাকবে না। বরং ঈমান সর্বদাই প্রকাশমান, যা মুমিনের আমল-আখলাক, বেশ-ভূষায় প্রস্ফূটিত হয়ে তার বক্ষে ঈমানের সাক্ষ্য বহণ করে।

তৃতীয় কথাঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের এবং তাদের (কাফেরদের) মধ্যে (পার্থক্য সৃষ্টি করে) যে অঙ্গিকার তা হচ্ছে ছালাত (অর্থাৎ আমরা ছালাতের অঙ্গিকার করেছি আর তারা সে অঙ্গিকার করেনি)। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করল, সে কুফরী করল'।[৩]

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত হাদীছে স্পষ্টভাবে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তিকে কাফির বলা হয়েছে। তাঁর ছাহাবীগণও ছালাত পরিত্যাগ কারীকে কাফির বলতেন।

৩. তিরমিযী হা/২৬২৩, নাসাঈ ১/২৩১ পৃঃ ইবনে মাজাহ হা/১০৭৯।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলের (ছাঃ) ছাহাবীগণ ছালাত ভিন্ন অন্য কোন আমলের পরিত্যাগকে কুফরী মনে করতেন না'।[৪] *

চতুর্থ কথাঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি যে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল' তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে তিনটি (কারণের যে কোন একটি) কারণে তাকে হত্যা করা ইসলাম সম্মত। যথা-(১) কোন হত্যার বিনিময়ে হত্যা। (২) বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লে।

(৩) সে দ্বীনে ইসলাম পরিত্যাগ করে দল ত্যাগী হ'লে'।[৫]

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম শাওকানী স্বীয় গ্রন্থ 'নায়লুল আওত্বারে'র ১/২৯১ পৃঃ বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতকে তার উপর ফরয মনে করে না হেতু পরিত্যাগ করে তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি অলসতা বা অবহেলা করে ছালাত পরিত্যাগ করে কিন্তু ছালাতকে ফরয জানে, তার কাফির হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ থাকলেও অনেকে তাকে কাফির বলেছেন। যেমন- চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ), আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ইসহাক্ব বিন রাহ্ওয়াইহ প্রমুখদের রায় হ'ল, ফরয জেনেও যে ব্যক্তি অবহেলা করে ছালাত পরিত্যাগ করবে, সে কাফির এবং তাকে ধর্মত্যাগী হিসাবে হত্যা করা হবে। ইমাম মালেক ও শাফেঈ (রাহঃ) উক্ত ব্যক্তিকে তরবারী দ্বারা হত্যার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে শাফা'আতের হাদীছে বলা হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ আয্যা ও জাল্লা বলবেন, ফিরিশতাগণ সুপারিশ করে গোনাহগার মুমিনগণকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিল, নবীগণও সুপারিশ করে বের করে নিল, মুমিনগণ সুপারিশ করে বের করে নিল। শুধু আমি আরহামুর রাহেমীন নিজে কোন গোনাহগার মুমিনকে বের করলাম না। অতঃপর তিনি কিছু জাহান্নামী মুমিনকে ধরে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতী নদীর উৎস দেশে রেখে দিবেন। যাকে 'জীবন নদী' বলা হয়। যারা কখনো কোন ভাল আমল করেনি...'।[৬]

৪. ইমাম নববী এই আছারটিকে ছহীহ বলেছেন, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৯১।

* ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি জাহান্নামী, এ বিষয়ে মুসলিম বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে এই কাফিরগণ কলেমায়ে শাহাদতকে অস্বীকারকারী কাফিরগণের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং খালেছ অন্তরে কালেমায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে শেষ পর্যায়ে আল্লাহ তাদের মুক্তি দিবেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৭৩-৭৪)। পক্ষান্তরে অন্তরে কুফরী গোপনকারী মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে থাকবে' (নিসা ১৪৫)। *-প্রধান সম্পাদক।*

৫. হীহ বুখারী হা/৬৮৭৮; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৬।

৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ হা/৫৫৭৯। *- প্রধান সম্পাদক।*

এই মুমিনগণ কারা? যাদেরকে অসংখ্য বছর জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পরে আল্লাহ্পাক সব শেষে নিজ রহমগুণে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দিবেন, অথচ তারা কখনো কোন ভাল আমল করেনি?

আমার মনে হয় এখানেই ইসলামী মনীষীগণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়েছেন। ফলে তাঁরা বলেছেন যে, বিশ্বাসের সাথে উক্ত কালেমা পাঠ করে যদি কেউ কোন আমল না করে, তাহ'লে সে ঐ প্রকার মুমিনে পরিণত হয়, যাকে আল্লাহ নিজ দয়ায় সবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দিবেন। অবশ্য অনেকেই একথার সাথে একমত নন। মোট কথা, আল্লাহ্ই সে সম্পর্কে অধিক অবগত আছেন, তারা কারা?*

উপসংহারে বলতে চাই যে, সৎ আমলের বদৌলতে আল্লাহ্পাক মুমিনদের ছোট খাট গোনাহগুলো মাফ করে দেন। কিন্তু কবীরা (বড়) গোনাহগুলো তাওবাহ ছাড়া মাফ করেন না। কার্যতঃ মুমিন যদি কোন কবীরা গোনাহ করে তাওবাহ ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। ফরয আমল ত্যাগ অবশ্যই কবীরা গোনাহ বরং এহেন গোনাহগারের কাফির হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব ফরয আমল ত্যাগ করা অবস্থায় কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে। আর কারো মৃত্যু যে পূর্ব থেকে সংবাদ দিয়ে আসে না, একথা সবারই জানা। অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়, তার কখনোই কোন ফরয আমল ত্যাগ করা উচিৎ নয়।

আল্লাহ না করুন যদি এমনই হয় যে, ফরয আমল ত্যাগের ফলে ঈমানই নষ্ট হয়ে গেল, তাহ'লে তো কস্মিন কালেও আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। কিন্তু জোর করেই ধরে নিলাম যে, ঈমান নষ্ট হ'ল না, তাও তো জাহান্নামে যেতে হবে এবং গোনাহ পরিমাণ শাস্তি কি এক দিনের দু'দিনের? না মাস-বছরের? না, এ শাস্তি একদিন, দু'দিন, মাস বছরের নয়, বরং মেয়াদহীন অসংখ্য বছরের। এ শাস্তি কি সহনীয়? বরং এ শাস্তি কাহ্হারের পক্ষ থেকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং অসহনীয়। তাহ'লে কি করে সেখানে গিয়ে উক্ত শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাওয়ার আশায় আমল ইবাদত সব ছেড়ে বসে থাকতে পারি? না, এ আশা করা যায় না। অতএব আসুন! আমরা আমলী জীবন গড়ে তুলি। আল্লাহ্! তুমি আমাদের এহেন কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাও এবং যেন বাঁচতে পারি সে জন্য সৎ আমলে পরিপূর্ণ মযবূত ঈমানের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দাও! আমাদের বানিয়ে দাও আমলদার পাকা মুমিন, যাতে জান্নাত লাভে ধন্য হই! - আমীন!!

* 'কেননা কেবলমাত্র আমলের কারণে কেউ জান্নাতে যাবে না, আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত (মুসলিম 'ক্বিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ' অধ্যায় হা/২৮১৬-১৮)। *-প্রধান সম্পাদক।*

ছা হা বা চ রি ত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)

*-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আদম (আঃ) -এর মাধ্যমে নবীদের আগমণ শুরু হয় এবং সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। উম্মতে মুহাম্মাদীর দিক-দিশারী ও মুক্তির সনদ রূপে আল্লাহ দু'টি জিনিস দান করেছেন। একটি হ'ল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আর অন্যটি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ। মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন, "إنى أوتيت القرآن و مثله معه" 'নিশ্চয় আমাকে কুরআন ও অনুরূপ আরেকটি বস্তু অর্থাৎ হাদীছ প্রদান করা হয়েছে' (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩)। আর এই হাদীছ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। হাদীছ সংরক্ষণে যেসব ছাহাবায়ে কেরাম তাদের স্মৃতিশক্তি ও লেখনীর মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদীছ সংরক্ষণের পাশাপাশি শ্রুত হাদীছের উপর যথাযথ আমল করে তিনি সমকালীন ছাহাবীদের মাঝে একজন 'আবেদ' বলে খ্যাতি লাভ করেন। 'আমলে ছালেহ'-এর সম্ভবতঃ এমন কোন শাখা বাদ ছিল না, যা তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে এই জলীলুল ক্বদর ছাহাবীর জীবনালেখ্য অতি সংক্ষেপে বর্ণনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম আমর ইবনুল আছ। কুনিয়াত আবু মুহাম্মাদ। কেউ বলেন, তাঁর উপনাম আবু আব্দির রহমান বা আবু নুছাইর।[১] তাঁর নসব নামা হচ্ছেঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হাশেম ইবনে সু'আইদ ইবনে সা'দ ইবনে সাহম ইবনে আমর ইবনে হুছাইছ ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব আল-কুরশিউ। তাঁর মাতার নাম রাইত্বাহ বিনতু মুনাব্বিহ ইবনে হাজ্জাজ ইবনে আমের ইবনে হুযাইফাহ ইবনে সা'দ ইবনে সাহম।[২]

শারীরিক গঠনঃ তিনি দীর্ঘদেহী ও সুশ্রী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারান।[৩]

ইসলাম গ্রহণঃ তিনি তাঁর পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪] তিনি একজন আলেম, হাফেয ও আবেদ ব্যক্তি ছিলেন।[৫]

ইবাদত-বন্দেগীঃ তিনি বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বর্ণনা করেন যে, আমি কুরআন একত্রিত করে প্রত্যেক রাতে সমস্ত কুরআন তেলাওয়াত করতাম। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, এক মাসে সমস্ত কুরআন পাঠ করবে। আমি বললাম, হে রাসূল (ছাঃ) এই যুবক বয়সে আমার এ শক্তি দ্বারা আমাকে উপকৃত হ'তে দিন। তিনি বললেন, তাহ'লে বিশ দিনে একবার সমস্ত কুরআন তেলাওয়াত করবে। আমি বললাম, আমাকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন। তিনি বললেন, তাহ'লে এক সপ্তাহে (সাত দিনে) এক বার পড়বে। আমি বললাম, আমাকে উপকৃত হ'তে দিন। অতঃপর তিনি অস্বীকার করলেন।

অন্য একটি হাদীছে আছে মহানবী (ছাঃ) তিন রাতের কম সময়ে পূর্ণ কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। কারণ তিন রাতের কম সময়ে পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করলে তেলাওয়াতকারী তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারে না। পক্ষান্তরে এক সপ্তাহে পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করলে এবং এভাবে করতে থাকলে সে অবশ্যই জ্ঞানী (عالم) ও মর্যাদাবান (فاضل) হিসাবে গড়ে উঠবে।

তিনি অধিক ছিয়াম পালন করতেন এবং রাতের অধিকাংশ সময় ছালাত আদায় করে কাটাতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, আমার পিতা জনৈক কুরাইশ মহিলার সাথে আমার বিবাহ দিলেন। আমি তার নিকটে গিয়ে যথাসাধ্য ইবাদত করতে লাগলাম। এতে আমি তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠলাম। প্রভাতে আমার পিতা স্বীয় পুত্রবধুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামীকে কেমন পেলে? সে বলল, সে এমন উত্তম ব্যক্তি যে, আমার বিছানার নিকটবর্তীও হয়নি। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর তিনি আমার নিকটে এসে দাঁতে জিহ্বা কামড়ে বললেন, আমি তোমাকে উচ্চ বংশীয় এক মহিলার সাথে বিবাহ দিয়েছি, আর তুমি তার থেকে দূরে রয়েছ? অতঃপর তিনি

---

* ২য় বর্ষ (সম্মান), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. হাফেয ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৫/১৯৯৪) ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৯৭; মুস্তাদরাক লিল্ হাকিম, (বৈরুতঃ দারুল কতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১১/১৯৯০), ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬০৪।

২. মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬০৪; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৯৭।

৩. তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২২৬; মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬০৪।

৪. তদেব।

৫. ইবনু হাজার, বুলূগুল মারাম, (আল-ইরফান ১৪১৬/১৯৯৬), পৃঃ১১; মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬০৪; সুবুলুস সালাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬।

রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। ফলে রাসূল (ছাঃ) আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকটে গেলে তিনি বললেন, তুমি দিনে ছিয়াম পালন কর, আর রাতে ছালাত আদায় কর? আমি হ্যাঁ বলে উত্তর দিলাম। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি তো ছিয়াম পালন করি, আবার ছাড়ি। ছালাত আদায় করি আবার ঘুমাই, স্ত্রীর সংস্পর্শেও আসি। সুতরাং আমার সুন্নাত থেকে যে বিরত থাকবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৬]

হাদীছ শাস্ত্রে অবদানঃ হাদীছ শাস্ত্রে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি অনেক হাদীছ জানতেন। রাসূল (ছাঃ) থেকে শ্রুত হাদীছ মুখস্ত করার সাথে সাথে তিনি তা লিখে রাখতেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'একমাত্র আব্দুল্লাহ বিন আমর বিনুল আছ ব্যতীত ছাহাবীদের মধ্যে রাসূলের হাদীছ আমার চেয়ে কেউ বেশি জানতো না। কারণ আব্দুল্লাহ লিখে রাখতেন, আমি লিখতাম না'।[৭]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত আছে, একদা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিনুল আছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার হাদীছ বর্ণনা করতে চাই। তাই আমার ইচ্ছা যে, আমি মনের সাথে আমার হাতেরও সাহায্য নেই যদি আপনি অনুমতি দেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার হাদীছের ব্যাপারে হ'লে তুমি মনের সাথে হাতের সাহায্য নিতে পার।[৮] তিনি বলেন, এই অনুমতি পাওয়ার পর আমি নবী (ছাঃ) থেকে যা শুনতাম, তা লিখে রাখতাম এবং মুখস্ত করতাম। অতঃপর কুরাইশরা আমাকে তা লিখতে বারণ করে বলল, তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শ্রুত সব কথাই লিখে রাখছো। তিনিও তো একজন মানুষ। যিনি অন্য মানুষের ন্যায় রেগে ও খুশিতে কথা বলেন। ফলে আমি হাদীছ লেখা থেকে বিরত থাকলাম। এক সময় এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, তুমি লিখতে থাক। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ হ'তে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।[৯]

তাঁর সংকলিত গ্রন্থটির নাম ছিল 'আছ-ছাদিক্বাহ'।[১০] বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ বলেছেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর নিকটে একটি ছহীফা দেখে তাঁকে ওটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা 'আছ-ছাদিক্বাহ'। এতে সেসব তথ্য আছে, যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সরাসরি শুনেছি। এ ব্যাপারে আমার ও তাঁর মাঝে কেউ নেই।[১১]

তাঁর এই 'আছ-ছহীফাতুছ ছাদিক্বাহ' গ্রন্থে সংকলিত হাদীছ সংখ্যা কোন হাদীছ গ্রন্থ কিংবা ইতিহাস গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। তবে একটি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাতে কয়েক হাযার হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছিল। কারণ একটি বর্ণনায় তিনি নিজেই বলেছেন, আমি নবী (ছাঃ) থেকে এক হাযার দৃষ্টান্তমূলক হাদীছ কণ্ঠস্থ করেছি।[১২]

উপরোক্ত হাদীছ এবং আবু হুরায়রাহ বর্ণিত (পূর্বোল্লেখিত) হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের চেয়ে অনেক বেশি হাদীছ জানতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা মাত্র সাত শত।[১৩] হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে কম হাদীছ বর্ণনার কয়েকটি কারণ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান আস-সাখাবী উল্লেখ করেছেন। তা হ'ল-

১. আবু হুরায়রাহ (রাঃ) যত সময় হাদীছ চর্চায় লিপ্ত থাকতেন, তার চেয়ে বেশি সময় ইবনু আমর ইবাদতে

৬. নুযহাতুল ফুযালা সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭-২২৮।
৭. ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ২২; জামে তিরমিযী, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৭; দারেমী, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৩।
৮. মুসনাদে দারেমী, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৪; ইবনু সা'দ, তাবক্বাত, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৬২।
৯. আবুদাঊদ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫৭; عن عبد الله، قد جاء عبد الله يستفتى رسول الله صلى الله عليه السلام فى شأن الكتابة قائلا: اكتب كل ما اسمع؟ قال نعم قال: فى الرضا والغضب؟ قال نعم، فانى لا اقول فى ذالك الا حقا –
দ্রঃ আহমাদ ইবনু হাম্বল, মুসনাদ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৮৫; আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬০৪; উলূমুল হাদীছ, পৃঃ ১৭।
১০. ومن اشهر الصحف المكتوبة فى العصر النبوى "الصحيفة الصادقة" التى كتبها جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص من رسول الله –
দ্রঃ ডঃ ছুবহী ছালেহ, উলূমুল হাদীছ, পৃঃ ১৬।
১১. ত্বাবাক্বাত ইবনে সা'দ, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৬২।
১২. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, (তেহরানঃ তা. বি.), ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৩৩; ডঃ ছুবহী ছালেহ বলেনঃ
وقد اشتملت على ألف حديث كما يقول ابن الاثير،
দ্রঃ উলূমুল হাদীছ, পৃঃ ১৬।
১৩. ইবন হাযম, আসমাঊ ছাহাবাতির রুইয়াত আলা লিকুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল আদাদ, (কলিকাতাঃ তা. বি.) পৃঃ ৫; ইবনুল জাওযী; তালকীহু ফুহুমি আহলিল আছার, (দিল্লীঃ তা. বি.) পৃঃ ১৮৪।

মশগূল থাকতেন। তাই ইবনু আমরের বর্ণনা আবু হুরায়রাহ্র তুলনায় কম প্রচার হয়েছে।

(২) বিভিন্ন শহর বিজিত হওয়ার পর আব্দুল্লাহ্র পিতা আমর গভর্ণর হিসাবে মিশর, তায়েফ সহ বিভিন্ন এলাকায় থাকার কারণে হযরত আব্দুল্লাহও তাঁর পিতার সাথে ঐ সব জায়গায় থাকতে বাধ্য হন। অপরদিকে যাঁরা হাদীছ অন্বেষণকারী, তাঁরা আবু হুরায়রাহ্র অবস্থান স্থল মদীনার তুলনায় মিশর, তায়েফ প্রভৃতি জায়গায় কম সফর করেন। এজন্য ইবনে আমরের বর্ণনা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর চেয়ে কম।

(৩) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) মহানবী (ছাঃ)-এর প্রচারাভিযানে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তাই তিনি তাঁর হাদীছগুলো মোটেই ভুলেননি। ফলে তাঁর বর্ণনাগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১৪]

যাদের নিকট হ'তে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেনঃ তিনি মহানবী (ছাঃ), আবুবকর (রাঃ), ওমর ফারূক (রাঃ), আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ (রাঃ), মু'আয বিন জাবাল, আবু দারদা, সুরাক্বাহ ইবনু মালিক বিন জাশ'আস (রাঃ) সহ আরো অনেকের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৫]

তাঁর নিকট হ'তে যারা হাদীছ বর্ণনা করেনঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে অনেকেই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে, হযরত আনাস বিন মালিক, আবু উমামা বিন মাহল, ইবনু হুনাইফ, আব্দুল্লাহ বিনুল হারিছ ইবনু নওফেল, মাসরূক্ব বিনুল আজদা, 'সাঈদ বিনুল মুসাইয়েব, জুবাইর বিন নুফাইর, ছাবিত বিন আয়াজ আল-আহনাফ, খাইছামাহ বিন আব্দির রহমান আল-জু'ফী, হুমাইদ বিন আব্দির রহমান বিন আওফ, যার্র বিন জাইশ, সালেম বিন আবিল জা'দ, আবুল আব্বাস আস-সায়েব বিন ফুরুখ, ত্বাউস, আশ-শা'বী, ইবনু আবি মুলাইকাহ, উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ের, ইকরিমাহ ও মুজাহিদ প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৬]

তিরোধানঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর মৃত্যুকাল ও স্থান নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি ৬৩ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে ইন্তেকাল করেন। ইবনু বুকাইর বলেন, তিনি ৬৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম লাইছ বলেন, তিনি ৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইবনু আসাকির বলেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ১০০ বৎসর।[১৭] ইমাম হাকিম মুহাম্মাদ বিন ওমর এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আব্দুল্লাহ ৭২ বৎসর বয়সে ৬৫ হিজরীতে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন।[১৮] মারওয়ানের বিবাদের কারণে তাঁর লাশ বের করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁকে তাঁর সংকীর্ণ ঘরে দাফন করা হয়।[১৯]

সমাপনীঃ পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবী হ'তে সমস্ত অনাচার, অত্যাচার, হত্যা-লুণ্ঠন, নারী-নির্যাতন, ছিনতাই-রাহাজানী, সন্ত্রাস প্রভৃতি অসামাজিক, অনৈতিক ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দূরীভূত করে এ পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ আবাসস্থল রূপে গড়ে তোলার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর জীবনীতে রয়েছে উপদেশ। যা গ্রহণে এ পৃথিবী হবে শান্তি-সুখের আবাসস্থল। অতএব আসুন! আমাদের জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমরের ন্যায় অন্যান্য ছাহাবীদের জীবন থেকে ইবরত হাছিল করি।

---

১৪. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আস-সাখাবী, ফাতহুল মুগীছ বি শারহি আলফিয়াতিল হাদীছ (বেনারসঃ মাকতাব সালাফিয়াহ, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১০৩।
১৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৯৮।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৯৮-৯৯।
১৮. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬০৪।
১৯. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৯৮-৯৯; নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২২৯; ইকমাল ফী আসামাইর রিজাল লি ছাহিবিল মিশকাত, পৃঃ ৬০৫।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় সংগঠন সংবাদ শিরোনামে ৪৪ পৃষ্ঠায় প্রথম কলামের ৮ম লাইনে '৪০৫০' -এর স্থলে ৪০০ পড়তে হবে।-সম্পাদক।

চি কি ৎ সা জ গ ৎ

আকস্মিক দুর্ঘটনায় করণীয়

-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক*

বর্তমান যুগ যন্ত্র-সভ্যতার যুগ। দেশে যন্ত্রপাতির অগ্রগতি যে হারে বেড়ে চলেছে আকস্মিক দুর্ঘটনাও সেভাবে বেড়ে চলেছে। কলে-কারখানায়, বাসে-ট্রাকে, প্রতিটি যানবাহনে আকস্মিক দুর্ঘটনা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশটি কৃষি প্রধান হওয়াতে অধিকাংশ মানুষকেই গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ময়দানে, জলে-স্থলে বিভিন্ন কাজে-কর্মে পরিশ্রম করতে হয় ও ব্যস্ত থাকতে হয়। এর মাঝেও নিস্তার নেই। হঠাৎ করে অঘটন ঘটে যায়। দুর্ঘটনা এমন একটি বিষয়, যা কাউকে বলে-কয়ে আসে না। ঠিক তেমনি কেউ জানতেও পারে না। শুধু তাই নয় দুর্ঘটনার সাথে সাথে এর প্রতিকার বা চিকিৎসার জন্য ব্যাকুলও হ'তে হয়। নতুবা দেখা যায় সামান্য বিলম্বের জন্য জীবন সংকটাপন্ন হয়ে উঠে।

শহর-বন্দরে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে তেমন একটা বেগ পেতে হয় না। কেননা সেখানে রয়েছে হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডাক্তারখানা ইত্যাদি। দুর্ঘটনার সাথে সাথেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্রেরণ করা যায়। কিন্তু গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে? যেখানে কোন ডাক্তার নেই! উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। এরূপ স্থানে সামান্য দুর্ঘটনাতেই যে কি দুর্ভাবনায় পড়তে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছে।

১. আঘাত জনিত দুর্ঘটনাঃ দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশী যে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয় তা হচ্ছে আঘাত জনিত। পথে হাটতে চলতে, সাইকেল, রিক্সা বা অন্য কোন যানবাহনে চলা-ফেরা করতে, খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ করতে, মই, গাছ বা উচুঁ স্থান থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে, কৃষিকাজ বা কল-কারখানায় কাজ করতে অর্থাৎ যেকোন ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে হাত-পা মচকিয়ে গেলে, থেঁতলিয়ে গেলে অথবা শরীরের কোন স্থান বা অঙ্গ আহত হ'লে কিংবা গর্ভবতী মায়ের গর্ভস্রাব হওয়ার উপক্রম হ'লে হোমিওপ্যাথিক মতে **'আর্নিকা মন্ট'** সেবন করতে হয়। ইহা আঘাতজনিত একটি প্রধান ঔষধ। এ ঔষধ সেবনের ফলে আঘাতজনিত যন্ত্রণা দূর করে এবং আঘাতের কুফলে অন্য রোগ সৃষ্টি হওয়া থেকে রক্ষা করে। ৩০ অথবা ২০০ শক্তির ৪/৫ টি করে বড়ি ৩/৪ ঘণ্টার ব্যবধানে সেবন করবেন। প্রয়োজনে ১০০০ (1M) বা ততোর্ধ শক্তি ব্যবহার্য্য। এর মাদার টিংচার (Q) ১৫/২০ ফোঁটা ১ আউন্স ঠাণ্ডা পানির সাথে মিশিয়ে তাতে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে থেঁতলানো স্থানে পটি দিলে শীঘ্রই ব্যথার উপশম হয়।[১]

আঘাত জনিত কারণে মূর্ছা, অচৈতন্য, পক্ষাঘাত, তড়কা, গর্ভপাত প্রসবের পরে ভ্যাদাল ব্যথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে **'আর্নিকা'** সেবনে সুফল দর্শে। ক্ষেত্রবিশেষে অনেক সময় অন্য ঔষধেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। আঘাতাদির ফলে হিমাঙ্গ হ'লে **'ক্যাম্ফর'** নিম্নশক্তি, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে **'নেট্রাম সালফ'** ২০০ শক্তি, মস্তকে আঘাত লেগে সর্বাঙ্গ শীতল ও ঘর্মাক্ত হ'লে **'এসিড সালফ'** ৩০ শক্তি, আঙ্গুলের মাথায় হাতুড়ী বা লোহার আঘাত লাগলে **'হাইপেরিকাম'** ২০০ শক্তি, সন্ধিস্থল, হাতের কব্জি বা পায়ের গোছ মচকিয়ে গেলে **'রুটা'** ২০০ শক্তি, চোখের তারায় আঘাত লাগলে **'সিম্ফাইটাম'** ৩০ শক্তি, মেরুদণ্ডে বা মেরুগুচ্ছে আঘাত লাগলে **'হাইপেরিকাম'** ৩০ শক্তি আর্নিকা অপেক্ষা বেশী উপযোগী। মস্তকের আঘাতে আর্নিকায় উপকার না হ'লে পরে **'হেলিবোরাস'** দিবেন।

আঘাতাদিতে বা দুর্ঘটনায় কেটে বা ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হ'তে থাকলে সর্বাগ্রে রক্ত বন্ধ করবেন। এরূপ ক্ষেত্রে **'ক্যালেণ্ডুলা'** Q অর্ধ ড্রাম, ১ আউন্স ঠাণ্ডা পানির সঙ্গে মিশিয়ে ঐ লোশনে তুলা বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা ভিজিয়ে আহত স্থানে চেপে ধরে কিংবা ব্যাণ্ডেজ করে রক্ত বন্ধ করবেন।[২] কাটা বড় হ'লে সেলাই করা আবশ্যক। **'ক্যালেণ্ডুলা'** Q একটি এন্টিসেপটিক ঔষধ। *ক্যালেণ্ডুলা ঔষধটি গাঁদা ফুলের রস দিয়ে তৈরী। কাটা ক্ষতে ওটা দিলে সামান্য জ্বালা পোড়া হয়। তার চাইতে আরামপ্রদ ও দ্রুত রক্ত বন্ধ করার জন্য বহু পরীক্ষিত ও মোক্ষম টোকটা হ'ল সরাসরি গাঁদা ফুল গাছের শুকনা পাতা থেঁতো করে বা চিবিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরা ও কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া। এতে শুধু রক্ত বন্ধ হয় না বরং কাটা স্থান জোড়া লেগে যায়। ক্ষতস্থান পানি, স্পিরিট বা ডেটল দিয়ে সাফ করা যাবে না। তার আগেই গাঁদা পাতা থেঁতো করে লাগাতে হবে। এছাড়া সাধারণ কাঁটা-ছেঁড়ায় মুখের থুতু একটি মোক্ষম ঔষধ। সাপে বা বিষাক্ত কিছুতে কাটলে ক্ষতস্থানে লবণ দিলে বিষ কেটে যায়। -প্রধান সম্পাদক।*

বাইওকেমিক **'ফেরাম ফস'** ৩× বিচূর্ণ কাটাস্থানে ছড়িয়ে দিলেও রক্ত পড়া বন্ধ হয়। ৬× শক্তির ৪টি করে বড়ি ৩/৪

* ডি, এইচ, এম, এস, (ঢাকা); হক হোমিও ক্লিনিক, কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

১. ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা, কলিকাতা ছাপা।
২. ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ঔষধ পরিচয় কলিকাতা ছাপা।

ঘন্টা অন্তর ঈষৎ উষ্ণ গরম পানির সাথে সেবন করলে আঘাত জনিত ব্যথা কমে গিয়ে রোগী সুস্থ হয়।[৩]

২. দেহে কিছু বিদ্ধ হ'লেঃ পায়ের তালুতে বা শরীরের কোন স্থানে পেরেক, লৌহ খণ্ড, গোঁজা, হাড়, কাঁচ কিংবা সুঁচ বিদ্ধ হ'লে তা বের করতে হবে এবং রক্তক্ষরণ হ'লে উপরোক্ত নিয়মে বন্ধ করতে হবে। গলায় মাছের কাঁটা ফুটলে এবং বের করা সম্ভব না হ'লে সাইসিসিয়া ২০০ শক্তি এক ডোজ খেলে সত্বর কাঁটা চলে যায়। অনুরূপভাবে পায়ে কাঁটা ফুটলেও উক্ত ঔষধে আপনা থেকে বের হয়ে যায়। এটা পরীক্ষিত। এন,সি, ঘোষ তাঁর মেটিরিয়া মেডিকাতে বলেন যে, ত্বকের নিম্নে কিছু ফুটে থাকলে সাইলিসিয়া তা বের করে দিতে পারে' (পৃঃ ৮৬৫)। *-প্রধান সম্পাদক।* এ অবস্থায় কয়েক মাত্রা **'লিডাম পল'** উচ্চ শক্তি সেবন করবেন। ফলে ধনুষ্টংকারের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা ধনুষ্টংকারের একটি প্রতিষেধক ঔষধ। ধনুষ্টংকার শুরু হ'লে **'হাইপেরিকাম'** উচ্চ শক্তি সেবন প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষক আমেরিকার পৃথিবী বিখ্যাত অধ্যাপক **ডাঃ জেমস্ টাইলার কেন্ট** বলেন- When tetanus comes on from punctured wounds in the plams or soles, or in other parts, think of *Hypericum,* or when you have a punctured wounds to treat, give *Ledum* at once and you will prevent tetanus.[৪]

৩. হাড় ভাঙ্গলেঃ আঘাতাদির ফলে হাড় ভেঙ্গে গেলে **'সিম্ফাইটাম'** ২০০ শক্তি অথবা **'ক্যালকেরিয়া ফস'** ২০০ শক্তি সেবন প্রয়োজন হয়। এতে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে। তবে ঔষধ সেবনের পূর্বে ভগ্ন হাড় যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা বা ব্যাণ্ডেজ করা প্রয়োজন।

শরীরের কোন স্থান আগুনে পুড়ে গেলে সাথে সাথে **'ক্যান্থারিস'** Q ১ ড্রাম ১ আউন্স অল্প গরম পানির সাথে মিশিয়ে লোশন করে আক্রান্ত স্থানে পটি দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিত হবে ও ফোস্কা পড়ার ভয় থাকবে না।[৫] সেই সাথে এর ৩০ বা ২০০ শক্তি সেবন করতে হবে। ফলে ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

গরম তেল, গরম পানি পড়ে অথবা অন্য যে কোন ভাবেই হোক কোন স্থান দগ্ধ হ'লে বায়োকেমিক **'ফেরাম ফস'** ৩× বিচূর্ণ অর্ধ ড্রাম, ১ আউন্স ভেসলিনে মিশিয়ে বাহ্য প্রয়োগ এবং ৬× শক্তি ৪টি করে বড়ি বারবার সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। পোড়ার জন্য **'কেলি মিউর'** ফেরাম ফসের মতই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সেবনে সুফল পাওয়া যায়। তবে ফোস্কা অবস্থায় **'কেলি মিউর'**-ই বেশী উপযোগী। ফোস্কা পড়লে ছিদ্র করে পানি বের করে দিতে হবে।[৬] আগুনে পোড়ার সুন্দর টোটকা হ'ল, পুঁই শাকের পাতা অথবা আলু গাছের পাতা বেটে কিংবা সিদ্ধ আলু চটকিয়ে ক্ষত স্থানে দেওয়া। ডিমের সাদা অংশ দিলেও সত্বর উপকার দর্শে। এছাড়া 'বার্ণল' মলম লাগানো চলে। তবে কোন অবস্থায় পানি স্পর্শ করা যাবে না। *-প্রধান সম্পাদক।*

মাছি, বোলতা, ভিমরুল, বিছা, ইঁদুর, চিকা, বিড়াল বা কুকুর দংশন করলে প্রথমে **'লিডাম পাল'** ৩০ বা ২০০ শক্তি সেবন করবেন। আক্রান্ত স্থানে মৌমাছি বা বোলতার হুল বিঁধে থাকলে তা বের করতে হবে এবং তথায় হুল ফুটানো ব্যাথা অনুভূত হ'লে বা ফুলে গেলে **'এপিস মেল'** ৩০ বা ২০০ শক্তি সেবন প্রয়োজন। আক্রান্ত স্থানে স্পিরিট ক্যাম্ফর বা লাইকার এমোনিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করতে হয়। আবার ইঁদুর, চিকা, বিড়াল, শৃগাল বা কুকুর কামড়ালে **নাইট্রিক এসিড** বা **কার্বলিক এসিড** দ্বারা পুড়িয়ে দিতে হয়। তাহ'লে রোগীর শরীর বিষাক্ত হওয়ার ভয় থাকে না। ইঁদুর বা চিকার দংশনে **'এচিনেসিয়া'** Q, ৩/৪ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩/৪ বার করে সেবন করলেও সুফল পাওয়া যায়। ইঁদুর, চিকা ও বিড়ালের দংশনে চোয়াল ধরলে 'হাইপেরিকাম' সেবন প্রয়োজন। বিড়াল, শৃগাল বা পাগলা কুকুরের দংশন মারাত্মক।[৭] এজন্য বিড়াল, শৃগাল, কুকুর কামড়ালে ও সর্প দংশন করলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা উচিত।

আকস্মিকভাবে হিমাঙ্গ হয়ে অজ্ঞান বা হার্ট ফেলিওর হ'লে **'ক্র্যাটেগাস'** ৬ শক্তি; ধোঁয়া লেগে শ্বাস কষ্ট হ'লে **'আর্ণিকা'** ৩০ বা ২০০ শক্তি সেবনে সুফল পাওয়া যাবে।[৮] আকস্মিক দুর্ঘটনার রোগী ঔষধ সেবন করতে না পারলে তার নাকের কাছে ধরে ঘ্রাণ নেওয়াবেন।

আল্লাহ সকল মানুষকে আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত রাখুন- আমীন!!

---

৩. ডাঃ রাধারমণ বিশ্বাস, ডাঃ সুস্লার বাইওকেমিক কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা, কলিকাতা ছাপা।
৪. Dr. James Tyler Kent. LECTURES ON HOMOEOPATHIC MATERIA MEDICA. New Delhi Print, Page-696.
৫. ঔষধ পরিচয়।
৬. কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা।
৭. কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা।
৮. ঔষধ পরিচয়।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

- আব্দুছ ছামাদ সালাফী *

[সুপ্রিয় পাঠক! গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান কলামটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ভেবেছিলাম, পাঠকদের থেকেই এই কলামের লেখক তৈরি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেরকম কেউ এগিয়ে আসেননি। কাজেই শত ব্যস্ততার মাঝেও পাঠকের অনুরোধে পুনরায় হাতে কলম নিলাম। এবারো প্রত্যাশা আপনারা এ কলামে নিয়মিত লিখবেন। গল্প অবশ্যই শিক্ষনীয় হ'তে হবে। -লেখক।]

গল্প

(১) ছোট বেলায় একটা বই পড়েছিলাম। বইয়ের নাম 'শয়তানের ডায়েরী'। এখন লেখকের নাম মনে নাই। বইটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। সে বইয়ে একটা গল্প পড়েছিলাম। আজকালের গল্পের আবার সত্য মিথ্যার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। সেদিনের পত্রিকায় একটা ছড়া দেখলাম, তাতে বলা হয়েছে,

মিথ্যাবাদী মানুষকে লোকে দেয় ধিক্
মিথ্যা কথা লিখে লিখে আমরা সাহিত্যিক।

মিথ্যা কথা না লিখলে নাকি সাহিত্য লেখা যায় না। লোকে বা সাহিত্যিকরা তাই বলে। আমি মনে করি একথাটি ঠিক নয়। কারণ সত্য কথা বলে সত্য ঘটনা লিখেও সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে। উল্লেখিত বই-এর লেখক কোথা থেকে আমার এই গল্পটি লিখেছেন তা জানি না। তবে এতে কিছু উপদেশ আছে তাই লিখলাম। গল্পটি নিম্নরূপ-

একদিন বিকাল বেলা হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম নদীর ধারে কোন কাজে গিয়ে দেখেন ইব্‌লীস সেখানে উদাসীন হয়ে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার এখানে বসে আছ যে? তুমি কি অবসর গ্রহণ করেছ, না ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছ? না কাজ নাই। সে বলল, অবসর নেইনি বরং একটু ক্লান্ত। তিনি বললেন কেন? সে বলল, কিছুদিন পূর্বে এই গ্রামে কাজ করার জন্য আমার কর্মীদেরকে পাঠিয়েছিলাম। তারা কি করছে তা দেখার জন্য গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ওরা কেউ ওখানে নেই। মনে মনে খুব রাগান্বিত হয়েছিলাম। গ্রামের ভিতরে ঢুকে দেখি সে গ্রামের লোকজনকে এমনি পাপ কাজে লিপ্ত করেছে যে, আল্লাহ্‌র গযব আসা ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমার শিষ্যরা ওখানে থাকতেই যদি গযব আসে, তাহ'লে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ভয়ে তারা সেখান থেকে কেটে পড়েছে।

আমিও ভাবলাম যে, আমি থাকতেই আযাব চলে আসলে আমিও ধ্বংস হয়ে যেতে পারি, সে ভয়ে দৌড়ে এসে এখানে বসে হাঁপাচ্ছি। হযরত যাকারিয়া আলাইহিসসালাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে কি? সে বলল, দড়ি। তিনি বললেন, এটা দিয়ে কি কর? ইব্‌লীস বলল, আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দাদেরকে বেঁধে রাখি। তিনি প্রশ্ন করলেন কেমন করে? সে বলল, ঐ যে সেদিন যেভাবে আপনাকে বেঁধেছিলাম যেদিন আপনি রাতে পেট পুরে খেয়ে শুয়েছিলেন। ঐদিন ফজরের ছালাত কাযা হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই অন্যদেরকে বেঁধে রাখি। নবী যাকারিয়া বল্‌লেন, আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ্! আমি জীবনে কোন দিন পেট পুরে খাব না। ইব্‌লীস বলল, আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ! আমি জীবনে কোনদিন কাউকে সত্য কথা বলব না।

(২) হাফেয ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ বলেন, আমি আবুল ওফা বিন আক্বীলের লিখিত কেতাবে দেখেছি যে, হযরত আলী বিন আবী ত্বালিব (রাঃ)-এর হত্যাকারী আব্দুর রহমান বিন মুল্‌জেম কয়েদ অবস্থায় (হযরত আলীকে হত্যার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল) থাকা কালীন সময়ে হযরত হাসান বিন আলীর (রাঃ) নিকট যখন নিয়ে আসা হ'ল, তখন সে বল্‌ল, হে হাসান আমি তোমার সাথে কানে কানে কিছু কথা বলতে চাই। তিনি অস্বীকার করলেন এবং সাথীদেরকে বললেন, তোমরা জান সে কি চেয়েছে? তারা উত্তর দিলেন, না। হযরত হাসান বললেন, ও চেয়েছিল, আমি আমার কান তার মুখের কাছে নিয়ে গেলে সে দাঁত দিয়ে আমার কানটি কেটে নিবে। ঐ পাপী একথা শুনে বলল, আল্লাহ্‌র কসম আমি ঠিক এ ইচ্ছাই করেছিলাম। চিন্তা করে দেখুন সবেমাত্র হযরত হাসানের (রাঃ) পিতৃবিয়োগ হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্ এখন বিব্রতকর অবস্থায় আছে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি কিভাবে ঐ বদমায়েশের কুট-কৌশলের রহস্যটি বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং ঐ শয়তান মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও এধরনের জঘণ্য চাল চালতে চাইল?

(৩) হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) কুফায় একজন গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। এমনিতেই সমস্ত ছাহাবা ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। কিন্তু গভর্ণর আরো একটু বেশী। তাঁর চোখে বিচারাদি সহ সব বিষয়েই ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আশরাফ-আত্বরাফ এবং ছোট-বড় সমান ছিল। কোন ব্যাপারে কারো কোন তোয়াক্কা না করে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিচারাদি ও শাসন কাজ চালাতেন। এতে করে এক ধরণের হোমরা-চোমড়া ও ধনাঢ্য ব্যক্তি নারায হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করল। তারা বিশ্বস্ত সূত্রে জান্‌তে পারল গভর্ণর হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মদীনা যাবেন। এই সুযোগে চাঁদা তুলে ২,০০০/= (দুই হাযার) দীনার জমা করে তাদের

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কয়েকজন মদীনা যাত্রা করল। সেখানে পৌঁছে গভর্ণর যখন ওমর ফারূক (রাঃ)-এর সাথে দেখা করার জন্য গেলেন তখন তারাও এসে হাযির। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কে? কোথা থেকে এসেছেন? কি চান? তারা বলল, আমরা কুফার নাগরিক এবং সেখান থেকেই এসেছি। তেমন কোন কাজ নেই। বেড়াতে এসেছি এবং সামান্য একটি ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে দেখা করতে আসলাম। তিনি বললেন, সে ব্যাপারটি কি? তারা বলল, আপনার এই অলী (গভর্ণর) বায়তুল মাল আত্মসাৎ করে আমাদের নিকট এই ২,০০০/= (দুই হাযার) দীনার জমা রেখেছিল। ওটা আপনাকে দিতে এলাম। ফারূকে আযম (রাঃ) গভর্ণরকে প্রশ্ন করলেন, এটা কি সত্য? তিনি বললেন, না তারা মিথ্যা বলেছে। আমি ওদের নিকট ৪,০০০/= (চার হাযার) দীনার জমা রেখেছিলাম। কিন্তু তারা ২,০০০/= হাযার আত্মসাৎ করে বাকী ২,০০০/= হাযার জমা দিতে এসেছে। ওমর ফারূক (রাঃ) বললেন, তুমি একাজ কেন করলে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি মরে যাবার পর ছেলে-মেয়েদের জীবিকা যেন ভালভাবে চলে সেজন্য। তারা গভর্ণরকে বিপদে ফেলতে এসে নিজেরাই বিপাকে পড়ে গিয়েছে ভেবে আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকট ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইল। তিনি তাদের নিকট আসল ঘটনাটি জানতে চাইলে তারা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার এই অলী (গভর্ণর) খুবই কড়া শাসক। শাসন কাজ চালাতে গিয়ে আমাদের কোন পরামর্শ নেন না এবং আমাদের মান-সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে একটু এদিক-ওদিক করার তাও কবেন না। এতে করে আমাদের মান-সম্মান ক্ষুন্ন হচ্ছে, কাজেই তাক আমাদের ওখান থেকে সরাবার জন্য আমরা চাঁদা তুলে ২,০০০/= দীনার জমা করে এই ফাঁদ পেতেছিলাম। আসলে উনি আমাদের নিকট ২,০০০/= হাযার নয় দুই দীনারও রাখেননি। ওমর ফারূক (রাঃ) উক্ত গভর্ণরকে লক্ষ্য করে বললেন, কি ব্যাপার! তিনি উত্তরে বললেনঃ এখন ওরা ঠিক বলেছে। ফারূকে আযম তাঁর গভর্ণরের বুদ্ধিমত্তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সে কিভাবে শত্রুর মুখ থেকেই তার সততা ও ওদের চক্রান্তের কথা বলিয়ে নিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অলী (গভর্ণর) তুমি কেন এধরনের (আমি তাদের নিকট চার হাযার দিনার রেখেছিলাম) কৌশল অবলম্বন করলে? তিনি উত্তরে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, তারাতো কয়েকজন। একজন দাবী পেশ করেছে, তার সাথে ক'জন সাক্ষী আছে। কিন্তু আমারতো সাক্ষী নেই। কাজেই তাদের উপর উল্টা চাপ দেওয়া ছাড়া আরতো কোন উপায় ছিল না। আমীরুল মুমিনীন তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

(৪) ইবনে কোতায়বা বলেন, একদিন এক ক্রীতদাসী আমার নিকট কিছু হাদীয়া বা উপঢৌকন নিয়ে এসেছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার মালিক তো জানে যে, আমি কোন উপঢৌকন গ্রহণ করি না। সে বলল, কেন? আমি জওয়াব দিলাম, যেকোন সময় উপঢৌকন প্রদানকারী লেখাপড়া শেখার জন্য সাহায্য চেয়ে বসতে পারে সেজন্য। সে (দাসী) বলল, রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর নিকট এর চেয়ে কত বেশী সাহায্য লোকেরা চাইত। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতেন। ইবনে কোত্বায়বা বলেন, দানের ব্যাপারে ঐ দাসীই আমার চেয়ে জ্ঞানী প্রমাণিত হ'ল।

(৫) খলীফা মামূনুর রশীদ তাঁর একটি ছোট ছেলের হাতে হিসাবের খাতা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস এটা কি? বাচ্চা উত্তরে বলল, এটা এমনি একটি বস্তু যাতে মানুষের মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ হয়, গাফলতী বা অলসতা দূরীভূত হয় ও সচেতনতা ফিরে আসে এবং একাকী থাকার সময় সঙ্গী হয়। খলীফা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে এমন ছেলে দিয়েছেন যে, শরীরের বা কপালের চক্ষুর চেয়ে জ্ঞানের চক্ষু দিয়ে বেশী দেখে।

(৬) একদিন কিছু লোকের সাথে একটি ছোট ছেলে খেতে বসেছিল। কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটি.... কান্নাকাটি আরম্ভ করেছিল। লোকজন জিজ্ঞেস করলেন, কি খোকা কাঁদছ কেন? সে বলল, খানা খুব গরম। তারা বললেন, একটু দেরী কর ঠাণ্ডা হ'লে খাও। সে বলল, হাঁ ততক্ষণ আপনারা সমস্ত খানা লোপাট করে দেন। অন্যরা হেসে দিলেন।

(৭) বাগদাদে খাকান নামের একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তিনি একবার অসুস্থ হ'লে খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহ্ তাকে দেখতে গেলেন। সেখানে খাকানের ছেলে কাতাহের সাথে দেখা হ'লে কৌতুক করে খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, বৎস বলতো তোমার বাড়ী বেশী সুন্দর না আমার বাড়ী বেশী সুন্দর? ছেলে উত্তর দিল, যখন মাননীয় খলীফা আমার আব্বার বাড়ীতেই আছেন, তখন আমার আব্বার বাড়ীই বেশী সুন্দর। খলীফার হাতে একটি আংটি ছিল সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এরচেয়ে সুন্দর কিছু দেখেছ? ছেলে বলল, হাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন, ওটা কি? সে উত্তর দিল, যে হাতে ওটা আছে সে হাতটি।

(৮) আসমাঈ বলেন, আমি আরবের একজন কিশোরকে বললাম, হে বৎস! তুমি কি এটা পসন্দ কর যে তোমাকে এক লক্ষ টাকা দিব এবং তুমি আহম্মক (বোকা) হবে। সে উত্তরে বলল, না। আমি বললাম, কেন? সে বলল, হ'তে পারে একদিন এই টাকা চলে যাবে, আর আহাম্মক দোষটি আমার নিকট থেকে যাবে।

ক বি তা

দেশের অবস্থা

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন (৯ম শ্রেণী)
নাগোরঘোপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
চিনাটোলা, যশোর।

চার পাশে হরদম
ঘটছে কি ঘটনা,
নিচ্ছি কি খোঁজ তার
মিছে নয় রটনা।
দেশ জুড়ে খুনোখুনি
রাজপথে গোলাগুলি,
দলে দলে ফাটাফাটি
সন্ত্রাসীদের কাটাকাটি।
খুন, ধর্ষণ, অপহরণ
নিত্যদিনের এসব ঘটন,
মাস্তানদের উৎপীড়ন
অসহ্য আজ জনজীবন।
ক্যাম্পাসে বোমাবাজি
ধ্বংসের কারসাজি
কলম নয় রাইফেল
শিক্ষাঙ্গন নয় যেন জেল।
এখন ছাত্রদের হাতে
রামদা আর পিস্তল নাচে
লেখা-পড়ার বদলে
সেথা রাজনীতি চলে।
নেতায় নেতায় চটাচটি
ক্ষমতার কাড়াকাড়ি
মিছিল মিটিং হরতাল
'গদিতে সব আগুন জ্বাল'।
পুলিশের হাতে লাঠি,
টিয়ার গ্যাসের দারুণ চাটি
এই দেশের অবস্থা,
মুক্তির কি রাস্তা?
রাস্তা একটাই,
কুরআনের পথটাই।
ধরতে হবে আঁকড়ে
অশান্তি যাবে দেশ ছেড়ে।
কুরআন-হাদীছের আইনে
চলে যদি দেশটা,
শান্তি আসবেই ফিরে-
নয়তো সে মিথ্যা।

পর্দা ফরয

-ডালিয়া আক্তার
সম্মান ২য় বর্ষ, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অপরাধ হয় যদি পর্দার
খর্ব হবে নারীর অধিকার।
স্রষ্টা যেমন, ফরয করেছেন নামায
পর্দাও তেমনি ফরয, জানে সমাজ।
পর্দা করলে মন হয় না উদার
এ উক্তি কোথা হতে এল, ছিলই বা কার?
বোধগম্য নয় আমার
তাই জানতে চাই আবার।
তবে ঐ উক্তি ভুল, সত্য নয়, ধারণা তোমার।
ঘটে যত অশান্তি, বিশৃঙ্খলা
দেখে শুধু পোষাকের খোলামেলা।
বন্ধ হবে দুর্নীতি
হলে পর্দার উন্নতি
বলেছেন 'বিশ্বপতি'।
অনুসরণ করতে চাই শুধু আল-কুরআন
তবুও, কেন মিথ্যে ভাব 'তালেবান'?
বারে বারে বল কেন মোলভী?
আমরাও যে তোমাদের মা, বোন, ভাবী।
আমাদেরও আছে, হৃদয় আর মন
যেমন আছে তোমাদের জীবন।
তবে, ঘটাও কেন কাজে ব্যাঘাত?
দাও কষ্ট, হৃদয়ে আঘাত।
আমরা তোমাদের ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি,
আজীবন ধরি।
বিনিময়ে দিলে ঘা কিছু
তা শুধু টানে, সামনে নয়; বরং পিছু।
কারো সম্পর্কে কিছু না জেনে
উল্টা-পাল্টা কথা, দোষ, কেন আন টেনে?
না, তা থাকা উচিৎ নয় ভূবনে।

***

ছুটছে মানুষ

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

ছুটছে মানুষ আকাশ পথে যেথায় চন্দ্র-তারা
করছে আশা ঘর বাঁধবে মহাশূন্যে তারা,
ছুটছে মানুষ দেশ গড়বে নেতা-নেত্রীর পিছে
কোনটা হালাল কোনটা হারাম ভাবল না সে নিজে।
ছুটছে মানুষ আয় করে গড়বে দালান কোঠা
ছুটছে নিয়ে একতারাটা মাথায় ভরা জটা।
ছুটছে মানুষ মদ জুয়াতে করছে বেহায়াপনা
ছুটছে নারী পর্দা ছাড়া যেথায় তার ঠিকানা।
ছুটছে কেহ সাহেব কোথায় দিতে হবে ঘুষ
মরণের পর কি যে হবে হইল না তার হুঁশ।
ছুটছে কেহ চুরি করতে,
কেহবা খাজা পীর
দরগা-মাযারে শিরনী বিলায় নত করে শির।
ছুটছে মানুষ এমনিভাবে রসম-রেওয়াজের পিছে
ভাবল না তো কেউ একবার কুরআন-হাদীছে কি আছে
আর দেরী নয় এসো সবাই, চলি অহি-র পথে
ভ্রান্তনীতি দূর করি ভাই, মোদের সমাজ হ'তে।
দাওয়াত ও জিহাদ ছাড়া মুক্তির উপায় নাই
ওদের সাথে চল সবাই এক কাতারে যাই।
ছুটতে হবে অহি-র পথে তওবা করি সব,
নইলে যাব জাহান্নামে বলেছেন মোদের রব।

***

মুক্তি

- নিযামুদ্দীন (কুষ্টিয়া)
শিল্পী, আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠী।

ডঙ্কা বাজিল আরবে মক্কা-মদীনায়
লাঞ্ছিত ক্রীত
ধর্ষিতা মৃত
জাগে অবিরত
ম্লান মুখ ত্যাজি হাসি ধারায়।
পূর্ণিমা শশী বাতাসের বাঁশী শন্‌শনে
খেজুর পাতা আছাড়ি মাথা মৌ বনে
বিহ্বল ধারা
দিয়ে দোল নাড়া
অশনি সংঙ্কেত করে বিদায়।
হাসিল আরব অনারব যারা শুনিল বাজ
নাচিল ধমনি খুলিল বসন মাথার তাজ
ঘটনার ঘটা
যাবে না কো রটা
খেয়ালিপনার অবসান ঘটায়।
কে আছিস তোরা, করে আয় ত্বরা এই বুকে
যত দুঃখ-জ্বালা হবে ফুল মালা দুঃখ চুকে
ফোঁটা ফুল আজ
করে দেবে সাজ
দেহ তনুতে যা মানায়।

***

তাহরীক সমাচার

-মুহাম্মাদ শহীদুর রহমান (দ্বাদশ শ্রেণী)
নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

প্রাণপ্রিয় **তাহরীক** হাতে নিয়েই দেখি
সুদৃশ্য এক মসজিদের ছবি
যেইনা সরাই কভার পেজ,
চোখে পরে 'দরসে কুরআন' এর তেজ।
বলিষ্ঠ লেখেন, আমীর মুহ্‌তারাম
সবার হৃদয়কে করেন সরগরম;
তারপরেই থাকে 'দরসে হাদীছ'
লেখেন ইসলামের এক মুজাহিদ।
কত গল্প, প্রবন্ধ থাকে
মনের গহীনে দাগ যে কাটে
'ছাহাবা চরিত' হবে পড়তে,
ইসলামী আক্বীদায় জীবন গড়তে।
চরিত্র গঠনের একমাত্র মাধ্যম,
ইসলামী আক্বীদায় জীবন-যাপন।
আরো থাকে কবিতার চরণ।
ছন্দের কত মধুময় ধরণ।
আরো আছে সোনামণিদের পাতা
থাকে সেথা কত মজার ধাঁধাঁ।
'স্বদেশ-বিদেশ' আর 'মুসলিম জাহান'
খবরে ভর্তি থাকে এসব কলাম।
'সংগঠন সংবাদ' হলো তাহরীকের জান
'বিজ্ঞান-বিস্ময়' পড়ে ভরে ওঠে প্রাণ।
আত-তাহরীক প্রশ্নোত্তর,
সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।
হাদীছ নম্বর, পৃষ্ঠা নম্বর,
সবই থাকে ছহীহ শুদ্ধ।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❐ **সূর্যকণা কিণ্ডারগার্ডেন, রাজশাহী থেকেঃ** যহীরুদ্দীন, হাসান মুহাম্মাদ, তাসনুভা চৌধুরী, শারমীন আরা, রায়হা মারজানা বিনতে এহতেশাম, উম্মে কুলসুম, শিকদার নাফিসা আখতার, মৌসুমী, ইসরাত জাহান, মেহ্নাজ তাবাস্সুম, মুহাম্মাদ ইউসুফ, নিখাতে জান্নাত, ইমরান আহমাদ, তানিয়া তাজরীন, মাহফূয হক, শাম্মি খাতুন, মুসাম্মাৎ উর্মি, মুসাম্মাৎ নীলু, মুমিন, ইমন, লিমন ও শুভ।

❐ **শামসুন্নাহার ইসলামিয়া মাদরাসা, হাতেম খাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন সাথী, সাজিয়া আফরীন, সোনিয়া সুলতানা, ফারহানা, ফেন্সি, জান্নাতুল মাওয়া, রেবেকা, শারমীন আখতার, নিতু সুলতানা, নূরজাহান, সোনিয়া, নিপা, শানজিমা পারভীন, মজীদা, রায়হান আলী, শামসুল আলম, শাহীনুল ইসলাম ও তৌকির আহমাদ।

❐ **শহীদ নাজমুল হক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন সুলতানা।

❐ **কাদিরগঞ্জ বায়তুল আমান মসজিদ, রাজশাহী থেকেঃ** মুছবাহ আলিম, তাঞ্জুম আলম, জুয়েনা রেযা, সুলতানা ইয়াসমীন, ফারহানা ইসলাম, নাজনীন নাহার, দিল আফরোয, আবু ছালেহ, গোলাম রাব্বানী, শামসুন্নাহার, দিল আফরোযা, ফাইমা রহমান, রনজিতা আখতার ও আশা।

❐ **শেখপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** নাজনীন আরা, হালীমা, মাহফূযা, রেহেনা, সৌহিদাতুন নেসা, রীনা, রাহেলা, জেসমিন আখতার, শারমীন ফেরদৌস, রেযিয়া, মানছূরা, কমেলা, নাজমা, সুবেদা আখতার, মারুফা, খালেদা, মাহমূদা, ময়না, রীনা, রওশনা, হারূণ, ইবরাহীম, মুমিনুল ইসলাম, শামীম ও জয়নাল আবেদীন।

❐ **নগরপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন ফেরদৌস বিনতে আব্দুস সাত্তার, মুসলিমা, খালেদা, মমতাজ, ফরীদা, আফরোযা, আনোয়ারা, শরীফা, আব্দুল আউয়াল, সামাউন ইমাম, বুলবুল, তমাল, আশিক, আখি, মৌসুমী ও তারিক বিন হাবীব।

❐ **হড়গ্রাম আমবাগান, রাজশাহী থেকেঃ** তানজিলা, রনি, গোলাম কিবরিয়া, ফাতেমা, মেহের জাবীন, লাবনী, জুলেখা, শাহিনুর ও শাহিদা।

❐ **হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ রাজশাহী থেকেঃ** আরফান, জাহাঙ্গীর, মুকুল, রিয়াযুল, রবী'উল, মাইনুল, সিরাজুল, রফীকুল, আব্দুল বারী, মেরাজ, রিপন, যাকারিয়া, বুলবুল, শরিফা, বিলকিস, মর্জিনা, সখিনা, সুমাইয়া, রাবেয়া, মুর্শিদা, আয়শা, মাকসুরা, সাজেদা, আজমীরা, মাছুরা পারভীন ও নূরজাহান।

❐ **মিয়াপুর, রাজশাহী থেকেঃ** যিল্লুর রহমান, মিনারুল, ফরীদ, হাবীব, শামীমা, শাহিনা, রুমা, মিনা, জিন্না, রহীমা, রোকসানা, হাবীবা, মাশকুরা, আয়েশা, কাজলী, আসমা, পপি, হাসিনা, আনোয়ারা, নুর্যেমা, আনোয়ার, আলমগীর ও আতাউর।

❐ **মোল্লাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** আশিকুর রহমান, মেহদী হাসান, তাসলীমুল আরিফ, ফযলে রাব্বী, জান্নাতুন নাঈম, ফারহানা নাহিদ, ফারহানা ইয়াসমীন ও সারোয়ার কামাল।

❐ **হাড়ুপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী থেকেঃ** মাবিয়া, উম্মে সীনা, মুশতারী জাহান, জেসমিন আরা, আনজুয়ারা, রোযিনা, জাহানারা ও মাহমূদ রহমান।

❐ **লালমণিরহাট থেকেঃ** মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আলে ইমরান বাদশাহ।

❐ **বাউসা হেদাতীপাড়া দাখিল মাদরাসা, তেঁথুলিয়া, রাজশাহী থেকেঃ** মহসিন আলী, মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ, মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল, কামরুন নাহার খাতুন ও বুলবুলি।

❐ **মঙ্গলপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** যয়নুল আবেদীন, বাবুল হোসায়েন, আলতাফ হোসায়েন, বেলাল হোসায়েন, মকছেদ আলী, রইসুদ্দীন, বাবর আলী, আফরোযা, রাশিদা ও শামসুন নাহার।

❐ **সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** মিকাইল আলম, বাবুল হোসায়েন, জাহাঙ্গীর আলম, এ. ওয়াহেদ, জাহিদুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান, মনীরুল ইসলাম, গোলাম রহমান, শামসুল আলম, আক্কাছ আলী, নাজমা, রাবেয়া, জেসমিন আখতার, শাহানারা, রোযিনা, আনিফুন নেসা, শাম্মি আখতার, ময়না, কাজল রেখা, শামিমা, শেফালি, মাসেদা ও মৌসুমি।

❐ **হাট খুজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** রেযাউল করীম, আশরাফুল আলম, শামসুদ্দীন, মনোয়ার হোসাইন, সাজ্জাদ হোসাইন, হাকীমুদ্দীন, বাহাদুর আলম, আব্দুল কাদের, সাইফুল ইসলাম, আয়নাল, মঞ্জুর রহমান, আব্দুল হান্নান, তাজুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল করীম, বাপ্পারাজ সরদার, শামসুল আলম, রোযীনা, পারুল, পারভীন, শিল্পী আখতার, গুলনাহার বানু, আলতাফুন নেসা, ছামেনা, শিউলী, চম্পা, ছাদেক্বা, মর্জিনা, আঞ্জুআরা, জোৎস্না, রুকসানা ও ফাহিমা খাতুন।

❐ **কানাইশ্বর আমিনিয়া এবতেদায়ী মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** রফীকুল ইসলাম, জামাল, জাহাঙ্গীর, খোরশেদ, শফীকুল ইসলাম, ফেরদৌস আলী, জাহাঙ্গীর আলম, আবুল কালাম, মিনারুল, আব্দুল মতীন, মোরশেদ আলম, আছিয়া, করীমা, শেফালী, লিপি খাতুন, রুবিনা, শাহানারা, রোযিনা, জেসমিন ও আরিফা।

❐ **বানাইপুর (রেজিঃ) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** শরীফুল ইসলাম, কামরুল হাসান, আবু হাসিম, আখতার হোসায়েন, ইসরাফীল, মিলনুদ্দীন, শামসুয্যামান, আব্দুর রশীদ মাহবুর, বুলবুল হোসায়েন, শামসুল আলম, এনামুল হক, সাহেব আলী, মহীদুল ইসলাম, মাস'উদ রানা, সাইফুল ইসলাম, আতাউর রহমান, নিলুফার ইয়াসমীন, মাজেদা, মরিয়ম, গুল নাহার, আনোয়ারা ও রিনা খাতুন।

❐ **হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল গাফ্ফার, আব্দুল মতীন, জাহাঙ্গীর আলম, তোফায্যল, মঞ্জুআরা, জেসমিন আখতার, মাছুমা আখতার ও আঞ্জুমান আরা।

❐ **সৈয়দা ময়েজ উদ্দীন বালিকা বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** রাশেদা খাতুন, সুইটি আরা, রোযিনা, ফিরোযা, ফরিদা, শিরাজুম মুনীরা, ঝর্ণা খাতুন, শামসুন নাহার, আঙ্গুরী, বিউটি, জোৎস্না, তারা বানু, আঞ্জুআরা, সেলিনা

আখতার, আফরোযা ও আঞ্জুমান আরা।

❐ **কুশলপুর দাখিল মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুর রশীদ, জাহিদুল আলম, জাহাঙ্গীর আলম, মুযাহারুল ইসলাম, শাহজাহান আলী, সুলতান, আব্দুল হান্নান, এনামুল, নযরুল, নাজীম, আব্দুর রাযযাক, গিয়াসুদ্দীন, শহীদুল, আলতাফ, আমজাদ, যাকারিয়া, রাশেদা, শাহানারা, বিলকিস, বানিছা, আঞ্জুফা, পারুল, শিরিন, মর্জিনা, ছকিনা আখতার, রাযিয়া, শাহনাজ ও লিপি খাতুন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. হযরত আলী (রাঃ)-এর উপাধি ছিল 'মাটির বাপ'। মহানবী (ছাঃ) দিয়েছিলেন।

২. পিতার নাম ছিল আব্দু মানাফ (উপনাম আবু ত্বালেব), মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিনতু আসাদ। হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন ৫৮৬টি।

৩. সোমবার। ২ দিন পর বুধবারে।

৪. তিনটি। যেমন- (১) মিথ্যা কথা বলা (২) আমানতের খেয়ানত করা ও (৩) ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা।

৫. আব্দুর রহমান বিন মুলজিম খারেজী। হযরত হাসান (রাঃ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১. ক্যাঙ্গারো ২. কুমির ৩. টিক্‌টিকি ৪. তিমি মাছ

৫. এ্যমিকা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. চাঁদে কোন বিস্ফোরণ হ'লে পৃথিবীতে তা কত সময় পরে শোনা যাবে?

২. উদয় ও অস্তের সময় সূর্যের রং লাল দেখায় কেন?

৩. পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য রকমের পাহাড় আছে যা দিনে বহুবার রং পাল্টায়। পাহাড়টির নাম কি?

৪. মুরগীর ডিম কি দিয়ে গঠিত?

৫. টিকটিকি অবাধে দেয়ালে বিচরণ করতে পারে কিভাবে?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)

১. শিশু অবস্থায় কথা বলার ক্ষমতা মহান আল্লাহ কাকে দিয়েছিলেন?

২. 'ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি (সোনামণি) পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য'। কুরআনের কোন সূরার কত নং আয়াতে আছে?

৩. কোন দু'জন মহিলা নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামে যাবে?

৪. জেনে রাখ, ধন ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের ফেৎনা (অকল্যাণ) বিশেষ। এর প্রমাণ কুরআন মজীদের কোথায় আছে?

৫. কোন মহিলাকে আল্লাহপাক কুরআন মজীদে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা হিসাবে নির্বাচন করেছেন?

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি যেলা গঠনঃ

(১) দিনাজপুর (পশ্চিম)ঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ জসিরুদ্দীন
(যেলা সভাপতি, আন্দোলন)

উপদেষ্টাঃ আব্দুল ওয়াকীল
(যেলা সভাপতি, যুবসংঘ)

পরিচালকঃ মাযহারুল ইসলাম

কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) মুহাম্মাদ মাছূম বিল্লাহ
" (২) হাফেয আশরাফুল ইসলাম।

(২) রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
(যেলা সভাপতি, আন্দোলন)

উপদেষ্টাঃ আতাউর রহমান (যেলা সভাপতি, যুবসংঘ)

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম

কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) হাফেয ইদ্রীস আলী
" (২) মুযাফ্ফর।

(৩) জামালপুরঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা নূরুল ইসলাম
(যেলা সভাপতি, আন্দোলন)

উপদেষ্টাঃ মাওলানা ওমর ফারূক
(যেলা সভাপতি, যুবসংঘ)

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ

কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) মুহাম্মাদ মস্তাফীযুর রহমান
" (২) আখতারুয্যামান।

(৪) সিরাজগঞ্জঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আলমগীর হোসাইন
(যেলা সভাপতি, আন্দোলন)

উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুল মতীন
(যেলা সভাপতি, যুবসংঘ)

পরিচালকঃ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) আলতাফ হোসাইন
" (২) মুহাম্মাদ সোলায়মান।

(৫) গাইবান্ধা (দক্ষিণ পূর্ব)ঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মোফায্যল হোসাইন (মাষ্টার)
(যেলা সভাপতি, আন্দোলন)

উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবুল হোসাইন
(যেলা সভাপতি, যুবসংঘ)

পরিচালকঃ হাফেয যয়নাল আবেদীন

কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) রেযাউল বারী
" (২) আবু ত্বাহের।

(৬) যশোরঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ শাহ মুহাম্মাদ আইয়ুব হোসাইন,
(যেলা সভাপতি, আন্দোলন)

উপদেষ্টাঃ আব্দুল বারী
(যেলা সভাপতি, যুবসংঘ)

পরিচালকঃ আব্দুস সালাম
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) মাশকূর আলম
" (২) আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

(৭) ঝিনাইদহঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ইয়াকুব হোসাইন (যেলা সভাপতি, আন্দোলন)
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ (যেলা সভাপতি, যুবসংঘ)
পরিচালকঃ ইসহাক্ব আলী
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) লুৎফর রহমান
" (২) মুহাম্মাদ কাসিরুল ইসলাম।

(৮) চাঁপাই নবাবগঞ্জ ঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (যেলা সভাপতি, আন্দোলন)
উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবু ত্বাহের
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) মুহাম্মাদ দুররুল হুদা
" (২) মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম।

(৯) মহানগর সোনামণি কর্মপরিষদ, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক মুজীবুর রহমান
উপদেষ্টাঃ হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান (শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী)
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ নাজিমুদ্দীন
কর্মপরিষদ সদস্য ঃ (১) মুস্তাফীযুর রহমান
" (২) যিয়াউল ইসলাম।

সোনামণিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ

বিগত ১৩ ই মার্চ সোনামণি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত নগরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় রাজশাহীতে সোনামণি রাজশাহী যেলার সার্বিক সহযোগিতায় ১০টি শাখার ১৭৫ জন সোনামণি এবং ২৫ জন উপদেষ্টা ও প্রশিক্ষক এর উপস্থিতিতে দিনব্যাপী এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

যথারীতি তেলাওয়াতে কালাম ও জাগরণীর পর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সোনামণি সংগঠন, রাজশাহী যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন, অধ্যাপক মুজীবুর রহমান। প্রশিক্ষণে সোনামণিদের ১০টি গুণ, পাঁচটি হাদীছ, সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, উদ্দেশ্য ও মূলমন্ত্র, শিরক-বিদ'আত, তাওহীদ ও ইত্তেবায়ে সুন্নাত, ছহীহ তেলাওয়াত ও সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নির্ধারিত বিষয়ের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ণের জন্য উপস্থিত সোনামণিদেরকে ৮টি বিষয়ের উপর সর্বমোট ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়। সোনামণিরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হয়। নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার 'সোনামণি' পরিচালক যিয়াউল ইসলাম এবং সদস্য আব্দুল্লাহেল কাফীর 'সোনামণি'দের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত 'সোনামণি শ্লোগান' ও 'জাগরণী' সোনামণিদেরকে সবচেয়ে বেশী আনন্দমুখর ও উৎফুল্ল করে তোলে। অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাবে ধৈর্য্য ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে এত অধিক সংখ্যক সোনামণি 'সোনামণি' সংগঠনের প্রথম প্রশিক্ষণ শিবিরে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পরিশেষে সভাপতি তাঁর বিদায়ী ভাষণে উপস্থিত সকল সোনামণি, উপদেষ্টা এবং প্রশিক্ষকদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানান। তিনি প্রতি ৩ মাস অন্তর এরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালকের নিকট আবেদন জানান এবং সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আত-তাহরীক

-মেহেদী হাসান
মৈশালা মাদরাসা
পাংশা, রাজবাড়ী।

আত-তাহরীক তুমি নির্ভীক
আত-তাহরীক তুমি এক দূরন্ত সৈনিক!
আত-তাহরীক তুমি তিমির রজনীর ঝড়
আত-তাহরীক তুমি ভেঙ্গে দাও বাতিলের ঘর।
আত-তাহরীক তুমি বিষাক্ত কাঁটা শত্রুদের চোখে
আত-তাহরীক তুমি সত্য বাণী যাও লিখে।
আত-তাহরীক তুমি ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীমে চল
আত-তাহরীক তোমায় লাগে বড় ভালো।

শ্রেষ্ঠ ছাত্র

-বায়েজীদ বিন নিযাম
নন্দলালপুর, চড়াইকোল
কুমারখারী, কুষ্টিয়া।

শ্রেষ্ঠ আমি ছাত্র
দাখিলিতে ফেল করেছি
সাত সাতবার মাত্র।
উর্দুতে লেটার আসে
ইংরেজী-আরবীতে শূন্য
স্যার শুধু বলে আমায়
খাড়াও ধরে কর্ণ।
স্যারের কথা শুনিনা আমি
সদাই দেখি ছবি,
এর মধ্য দিয়ে হ'তে চাই
স্যাহিত্যিক আর কবি।
আবার দেবো দাখিল আমি
এই করেছি পণ
আমার মত ছাত্র
আর আছে কয় জন।
তোমরা সবে দো'আ করো
ফেল যাতে না করি
ফেল করলে থাকতে হবে
চাকর হয়ে পরের বাড়ী।

স্বদেশ

এক মাসের হত্যাকাণ্ড

চলতি বছরের শুধু ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮ দিনেই সারা দেশে ১৯০ টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। খোদ রাজধানীতেই সংঘটিত হয়েছে ৩৭টি। এছাড়া পুলিশের গুলীতে ৩ জন এবং বিএসএফ -এর গুলীতে ১ জন নিহত হয়েছে। ধর্ষিতা হয়েছে ৪৮ জন মহিলা। আইন সহায়তাকারী মানবাধিকার সংস্থা দি ইনষ্টিটিউট অব ডেমেক্রেটিক রাইটস (আইডিআর)-এর তথ্য সংরক্ষণ সেলের জরিপ রিপোর্টে এ তথ্য জানা গেছে।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী মাসে সারাদেশে খুন ও নারী ধর্ষণ ছাড়াও যৌতুকের শিকার হয়েছে ৮, এসিড নিক্ষেপের শিকার ৫, অপহরণ ৬২, আত্মহত্যা ৪৫, পুলিশের গুলীতে নিহত ৩, বিএসএফ -এর গুলীতে নিহত ১ এবং সড়ক ও রেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৬১ জন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৮ দিনে ১৯০ টি খুনের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৩৭, মহিলা ৪৬ ও নাবজাতক ৭ জন।

২৫ বছরে পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি ২০ হাযার কোটি টাকা

গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের ২০ হাযার কোটি টাকার পরিবেশগত ক্ষতি হয়েছে। এ অবস্থায় দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ জীবন ধারণ ও সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে প্রতি বছর পরিবেশ খাতে দু'হাযার কোটি টাকা ব্যয়পূর্বক এই ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয় থেকে রক্ষায় ১০ বছর মেয়াদী যরূরী প্রতিকার মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড ষ্টাডিজ আয়োজিত 'পরিবেশগত মান ও এর সূচকের পরিমাপ' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় গত ১লা মার্চ এ তথ্য প্রকাশ করে উক্ত সুপারিশ করা হয়।

সাবেক মন্ত্রী ও পরিবেশ রক্ষা শপথ (পরশ)-এর চেয়ারম্যান আব্দুল মুহীতের সভাপতিত্বে রাজধানীর একটি হোটেল অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এশীয় উন্নয়ন বাংকের সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ বিভাগের প্রধান ডঃ কাজী এফ, জালাল বলেন, উন্নয়নের জন্য পরিবেশ দূষণ বেশী হচ্ছে। তবে পরিবেশের কত কম ক্ষতি করে অধিক উন্নয়ন করা যায়, সেদিকেই আমাদের সচেতনতা অর্জন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক কালে শিল্প ও যানবাহন বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের শহরগুলোতে বায়ু দূষণের মাত্রা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নদ-নদীগুলোর পানির পরিমাণ দ্রুত কমে যাওয়ায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভয়াবহ আর্সেনিক দূষণ দেখা দিয়েছে।

নেপালে বাংলাদেশের পণ্য রফতানীতে ভারতের বাধা

ভারতের অসহযোগিতার কারণে বাংলাদেশের রফতানী বাণিজ্য প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানীতে ভারত নেপালকে ট্রানজিট দিতে রাজি না হওয়ায় সম্প্রতি নেপালে বাংলাদেশের সার রফতানীর একটি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেছে। বেসরকারী খাতে সার রফতানীর সকল আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর ভারত নেপালকে এই সার নেয়ার ট্রানজিট দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

উল্লেখ্য মেসার্স ব্যাঙ্ক ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি বেসরকারী সংস্থা বাংলাদেশ থেকে নেপালে মাত্র ৬ হাযার টন সার রফতানীর ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু ভারতের অসহযোগিতার কারণে শেষ পর্যন্ত তারা এ সার রফতানী করতে পারেনি। বিষয়টি সরকারকে অবহিত করা হ'লেও এ ব্যাপারে কোন কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি ন্যূনতম প্রতিবাদ পর্যন্তও করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, বছর খানেক আগে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের বাংলাবন্দ থেকে ভারতের কাকরভিটা পর্যন্ত ৪৬ কিলোমিটারের একটি ট্রানজিট রুট চালু করা হয়েছিল। ভারত আনুষ্ঠানিক ভাবে সে রুট বন্ধ করে না দিলেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন কৌশলী কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ থেকে বা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অন্য দেশ থেকে নেপালের পণ্য নেয়াকে বৈরী দৃষ্টিকোন থেকে দেখার কারণে ঐ রুট এখন বাস্তবে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেল শিশুটি

নারায়ণগঞ্জ যেলার জনৈক পাষণ্ড পিতা তার ৮ মাসের শিশু কন্যা পপিকে শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেয়ার পরও সে অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য মতে গত ২রা মার্চ সকালে শীতলক্ষ্যা নদীতে অবিশ্বাস্য ভাবে শিশুটি খেলার ভঙ্গিমায় হাত-পা নেড়ে পানিতে ভাসছিল। শিশুটিকে উদ্ধার করে সদর থানায় আনা হ'লে শত শত লোক শিশুটিকে একনজর দেখার জন্য ছুটে যায়।

উল্লেখ্য মুহাম্মাদ আলী নামের এক যুবক দু'বছর পূর্বে শেফালী কর্মকার নামের এক যুবতীকে বিয়ে করে। আট মাস আগে তাদের এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। মাস খানেক পূর্বে তাদের মাঝে পারিবারিক কলহ দেখা দিলে এ ঘটনাটি ঘটে।

আইনের প্রতি আইনজীবীর অবজ্ঞা!

আসামীকে জামিন না দেয়ায় একজন আইনজীবী প্রকাশ্য আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করেছেন। গত ৩রা মার্চ লালবাগ থানায় ৩৯ (২) ৯৯ নং মামলায় ঢাকা বারের আইনজীবী জনাব সিরাজুল আলম জনৈক আসামীর পক্ষে জামিনের প্রার্থনা জানান। শুনানি শেষে মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট এ, কে, এম, আমীর হোসেন জামিন না-মঞ্জুর করেন। এতে উক্ত আইনজীবী ক্ষুব্ধ হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ

করেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত আইনজীবীর বিরুদ্ধে ঢাকা সিএমএম আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। তাৎক্ষনিক ভাবে দায়েরকৃত মামলার আর্জিতে বলা হয়, জনাব সিরাজুল আলম ম্যাজিস্ট্রেট আমীর হোসেনকে এজলাস থেকে নেমে যেতে বলেন, তাকে শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিয়ে জামিন না দেয়ার কারণ জানতে চান। আর্জিতে আরো বলা হয়, জনাব সিরাজুল আলম উগ্রমূর্তি ধারণ করে ম্যাজিস্ট্রেটকে ভয়-ভীতি দেখান ও সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি করেন।

সুপ্রীম কোর্টের ৫ বিচারপতির সর্বসম্মত রায়

'প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে প্রধান বিচারপতি খুবই বিব্রতবোধ করছেন'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে আপত্তিকর উক্তির প্রেক্ষিতে দায়ের করা পিটিশনটি অবশেষে রায়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি হলো। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের পাঁচ বিচারপতির সর্বসম্মত রায়ে বলা হয়,

'প্রধানমন্ত্রীর কিছু মন্তব্যে প্রধান বিচারপতি খুবই অস্বস্তিবোধ করছেন। তিনি প্রশাসনের কাছে তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে বাধ্য নন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর মত দায়িত্বশীল পদে আসীন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আদালত সম্পর্কে তারা (বিচারপতিগণ) এমন কোন মন্তব্য বা বক্তব্য আশা করেননি যা সঠিক ও তথ্য নির্ভর নয়।' রায়ে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রীর মত একটি উচ্চপদের কাছ থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে একপেশে বলে অভিযুক্ত হ'তে পারে, এমন তাৎক্ষনিক মন্তব্য করার ক্ষেত্রে আরো বিচক্ষণতা, উপলব্ধি ও নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ আমরা আশা করি।'

দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার এই রায়ে আরো বলেন, আমরা চরমভাবে বিস্মিত হই এটা দেখে যে, দু'দিনে একটি বেঞ্চের ১২শ' মামলার নিস্পত্তি সংক্রান্ত সংশয়মূলক বক্তব্যটি এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। নিছক সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করে যে কোন তথ্য বা সংখ্যা প্রদানের আগে আরো বেশী সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সঠিক সংখ্যা পেয়ে তিনি যদি এটা উপলব্ধি করতেন যে বহু মামলার জামিন দেয়া হচ্ছে এবং এ জন্য যথাযথভাবে তিনি (প্রধানমন্ত্রী) তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন, তাহ'লে আমাদের কিছু বলার থাকতো না। কারণ প্রধান নির্বাহী হিসাবে তিনি আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন যা প্রধান নির্বাহীর সাথে সংশ্লিষ্ট। আদালতের কার্যক্রম ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রধান নির্বাহী যে কোন বিষয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং এটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু প্রধান নির্বাহী যদি প্রধান বিচারপতিকে জড়িত করে সাংবাদিকদের কাছে বক্তব্য রাখেন এর চেয়ে বিব্রতকর আর কিছুই হ'তে পারে না। রায়ে বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত দু'দিনে ৩৬৭ জনকে জামিন দেয়া হয়েছিল। পাঁচ বিচারপতির সর্বসম্মত রায়ে বলা হয়, প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে তাতে তিনি খুবই অস্বস্তিবোধ করছেন। কারণ তিনি প্রকাশ্যে জবাব দিতে পারেন না অথবা তাঁর প্রশাসনের গণ্ডির ভেতরে যে কোন ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে তাঁর অবস্থা ব্যাখ্যা করতে তিনি বাধ্য নন'।

উল্লেখ্য যে, এই রায়টি লিখেছেন প্রধান বিচারপতি এ,টি,এম, আফজাল এবং এর সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত হয়েছেন আপীল বিভাগের অপর চার বিচারপতি সর্বজনাব মোস্তফা কামাল, লতিফুর রহমান, বিমলেন্দ্র বিকাশ রায় চৌধুরী ও এ, এম, মাহমূদুর রহমান।

উল্লেখ্য যে, গত ২৯শে জানুয়ারী গণভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী হাই কোর্ট সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন (গত সংখ্যা দেখুন)। প্রধানমন্ত্রীর এ মন্তব্যের পর সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি জনাব হাবীবুল ইসলাম ভূঁইয়া আদালতে পিটিশনের মাধ্যমে অভিযোগ আনেন যে, প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে সর্বোচ্চ আদালত অবমাননা হয়েছে। কারণ তিনি এটা ভাল করেই জানতেন যে, এ ধরণের মন্তব্য সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতিগণ ও বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সুষ্ঠ বিচার ও বিজ্ঞতা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করবে। তা সত্ত্বেও বিচারক ও বিচার বিভাগের বিচার নিরপেক্ষতা ও বিজ্ঞতার উচ্চ ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে সচেতন ভাবে প্রধানমন্ত্রী এই ভূয়া বক্তব্য দেন। ফলে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করা হয়.....।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে সরকার প্রধানের (প্রধানমন্ত্রী) বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে সুপ্রীম কোর্টে এ ধরনের মামলা দায়ের এবং রায় স্মরণকালে এটিই প্রথম।

কাজ দেওয়ার নামে ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ

গত ৭ই মার্চ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ দল মতিঝিল এলাকা থেকে একটি বৃহৎ প্রতারক চক্রকে গ্রেফতার করেছে। এই চক্রটি এনজিওতে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্ম সংস্থানের নামে ৫ কোটিরও অধিক টাকা আত্মসাৎ করে। সংস্থাটির নাম 'স্বনির্ভর যুব ও মহিলা কল্যাণ সংস্থা'। গত ৪ মাসে সাইনবোর্ড সর্বস্ব এই প্রতিষ্ঠানটি ৪ বার ঠিকানা বদল করে। সবশেষে তারা মতিঝিলস্থ বিক্রমপুর ভবনে আস্তানা গাড়ে। এ পর্যন্ত তারা বগুড়া ও রংপুর যেলার প্রায় ২০ হাযার যুবক-যুবতীর কাছে তাদের ফর্ম বিক্রি করে এবং ৫ কোটি টাকার ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার গ্রহণ করে। যুবক-যুবতীরা তাদের চুক্তি অনুযায়ী কর্ম সংস্থানের জন্য সংস্থাকে চাপ দিলেই তারা সেই ঠিকানা থেকে সটকে পড়ে। সংস্থার প্রতারণা টের পেয়ে আবেদনকারীদের কয়েকজন বিষয়টি গোয়েন্দা পুলিশকে অবহিত করে। সূত্র অনুযায়ী পুলিশ বিক্রমপুর ভবনে হানা দিয়ে সেখান থেকে জহির, মফিজ ও পলাশ নামে ৩ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'লে তারা সকল অপকর্মের কথা স্বীকার করে।

গাইবান্ধায় এনজিও'র চড়া সূদের ব্যবসা

গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা থানার ৩টি গ্রামের সাধারণ

মানুষদের ১৪টি এনজিও নিঃস্ব করে দিচ্ছে। সংঘবদ্ধ এই এনজিও চক্রের কাছে সহজ-সরল গ্রামবাসীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। সাহায্যের নামে এনজিও গুলো চড়া সুদের ব্যবসা করছে। শতকরা ৫০ ভাগ সূদে ঋণ দেয়া হচ্ছে। যথা সময়ে পরিশোধ করতে না পারলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করা হয়। পরিশোধে ব্যর্থ ঋণ গ্রহীতাকে এনজিও অফিসে ধরে এনে বিভিন্ন ভাবে অপদস্থ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। উল্লেখিত এনজিও গুলোর অধিকাংশ ভূয়া এবং সাইনবোর্ড সর্বস্ব।

৮টি মুসলিম দেশ অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গিকার

বিশ্বের ৮টি মুসলিম উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে গঠিত ডি-৮ উন্নয়ন ফোরামের দুই দিন ব্যাপী শীর্ষ সম্মেলন গত ২রা মার্চ ঢাকায় শেষ হয়েছে। নবগঠিত এই উন্নয়ন ফোরাম ডি-৮ (ডেভেলপমেন্ট-৮)-এর সদস্য দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রতিনিধিগণ এতে অংশ নেন।

মহামান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের পদভারে ঢাকা বিশেষ মর্যাদাবান শহরে পরিণত হয়েছিল। সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও ফোরামের বিদায়ী সভাপতি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট সুলেমান ডেমিরেল, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মোহাম্মাদ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, ইরানের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ হাসান হাবিবী, ইন্দোনেশিয়ার সমাজকল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক মন্ত্রী হারিয়োনা সুইয়োনো, মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমর মূসা এবং নাইজেরিয়ার বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত প্রতিনিধি আদামু আমীমী ঈসা গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য উল্লেখিত দেশ সমূহের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতি এবং কারিগরী সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় ও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে এই উন্নয়ন ফোরাম ইস্তাম্বুলে এক শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালের ১৫ই জুন গঠন করা হয়। যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ডি-এইট নামে ব্যাপক ভাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ডি-৮ ভুক্ত মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য, কৃষি, দারিদ্র বিমোচন, বিনিয়োগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও যোগাযোগের আহ্বান সম্বলিত ঢাকা ঘোষণা প্রকাশের মধ্য দিয়ে দু'দিন ব্যাপী দ্বিতীয় ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়। ঘোষণার সহযোগিতামূলক প্রকল্প সমূহ ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে সদস্য দেশগুলোর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। ৮টি মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দ আগামী বছর গুলোতে তাদের জনগণের জন্য অপরিহার্য সহযোগিতামূলক বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ডি-৮ নীতিমালার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

এর আগে বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর তারা ৩৩ দফা ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

ডি-৮ নেতৃবৃন্দ পরিবেশ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারে একমত হন। নেতৃবৃন্দ বিশ্ব অর্থনীতি ও মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উন্নয়শীল দেশগুলোকে সক্ষম করে তোলার জন্য এই সব দেশে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা উন্নয়নশীল দেশসমূহের চাহিদা পূরণে তাদেরকে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে এসব দেশের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কারিগরী সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণের জন্য উন্নত দেশ এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) প্রতি আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ ২০০১ সালকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংলাপ বর্ষ হিসাবে ঘোষণা দেয়ার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। ইরানের প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৩ তম অধিবেশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ঘোষণায় বলা হয়, ৮টি উন্নয়নশীল মুসলিম রাষ্ট্রের তৃতীয় ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন ২০০১ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা ঘোষণায় ডি-৮ নেতৃবৃন্দ বাণিজ্যকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য যথাশীঘ্র বাণিজ্য মন্ত্রীদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

যশোরে বোমা হামলায় নিহত ১০

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত কুষ্টিয়া ট্রাজেডির ১৯ দিন পর ৬ই মার্চে ঘটলো যশোর ট্রাজেডি। সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে ৫ জনকে হত্যার মধ্যে দিয়ে কুষ্টিয়া ট্রাজেডির শুরু। তার ১৯ দিন পর সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ১০ জন সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পী হত্যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় যশোর ট্রাজেডি। গত ৬ ই মার্চ দিবাগত রাত ১টা ১০ মিনিটে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয় ঘাতকদের নিক্ষিপ্ত শক্তিশালী বোমা। সঙ্গে সঙ্গে যশোর টাউন হলে উদীচীর সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠান রক্তে ভেসে যায়। দানবীয় বোমা সবকিছু চুরমার করে দেয়। ঘটনা স্থলে নিহত হন ৮ জন শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী। পরে হাসপাতালে মারা যান ২ জন। সেখানে পর পর দু'টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। প্রথম বোমা বিস্ফোরণের মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অনেকে। এ সময় মুন্সি মেহেরুল্লা ময়দানে গান শুনছিল অনেকে। আহতদের সাহায্যে একদল ছুটে এলে আবার বিস্ফোরিত হয় দ্বিতীয় বোমাটি।

৬ই মার্চ দিবাগত গভীর রাতে বোমা হামলার পর দু'দিনেই পুলিশ বিভিন্ন ইসলামী দলের ও দলের বাইরে ইসলামপন্থী ৪৬ ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার ও নির্যাতন শুরু করেছে। যদিও তাদের কাছ থেকে কিছুই উদ্ধার করা যায়নি। তবে গোয়েন্দা সূত্র এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত যে, বিস্ফোরকটি ছিল HE -৩৬ গ্রেনেড, যা ভারতের তৈরী।

উল্লেখ্য যে, উদীচীর সভাপতি হাসান ইমাম সহ ঢাকার ও ভারতের শিল্পীরা মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার পরেই এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ।

[আমরা এই অমানুষিক বোমা হামলার তীব্র নিন্দা ও এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে নিহত ভাইদের ও তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। সাথে সাথে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর আবেদন জানাই এবং কুষ্টিয়া ও যশোর ট্রাজেডীর মূল নায়কদের খুঁজে বের করার জন্য নিরপেক্ষ তদন্তের আহবান জানাই। -সম্পাদক]

পুলিশী নির্যাতনের ভয়ংকর চিত্র!!

সম্প্রতি একটি বিদেশী মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশের পুলিশী নির্যাতন সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর ও ভীতিকর তথ্য প্রকাশ করেছে তা নিম্নরূপঃ

"পুরুষাঙ্গে ফুটানো পানি ঢালা হয়, ১০ ইঞ্চি ইট অণ্ডকোষের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, হাতুড়ি দিয়ে পুরুষাঙ্গে পেটানো হয়, স্টেপলার দিয়ে পুরুষাঙ্গে পিন মারা হয়, পায়ু দিয়ে গরম ডিম ঢুকিয়ে দেয়া হয়, পুরোপুরি নগ্ন করে গলা পর্যন্ত পানিতে দাঁড় করিয়ে গায়ে বিষাক্ত মাছের কাঁটা বিদ্ধ করা হয়। হাত পেছনে বেঁধে গাছে এবং ছাদে ঝুলিয়ে শরীরের জোড়ায় জোড়ায় পেটানো হয়। মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে গরম অথবা বরফ শীতল পানি ঢালা হয়। হাত পেছনে বেঁধে পানি ভর্তি ট্যাংকে ফেলে দেয়া হয়। পরে পেটের উপর লাফিয়ে পড়ে পেট থেকে পানি বের করে নেয়া হয়। নখের নিচে উত্তপ্ত পিন ঢোকানো হয়। বারবার পিটিয়ে হাতের আঙ্গুল থেতলে দেয়া হয়। শরীরে বিদ্যুতের শক দেয়া হয়। গরম পানি ভর্তি বোতল দিয়ে শরীরের সব পেশীতে পেটানো হয়। মরিচের গুঁড়োযুক্ত তীব্র গরম পানি চোখে এবং নখে ঢালা হয়। বরফের ওপর শোয়ানো হয়। মাথা নিচে রেখে পা ছাদে অথবা বাঁশের ওপরে বেঁধে লটকে রাখা হয় যতক্ষণ না মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। ক্রমাগত পিটিয়ে গায়ের হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়। এভাবে যাদের মৃত্যু হয় তাদের অধিকাংশেরই দেহ লুকিয়ে ফেলা হয়। খুব কম মৃতদেহই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়।"

সুইজারল্যাণ্ড ভিত্তিক মানবাধিকার গবেষণা সংস্থা 'সাউথ এশিয়ান পলিটিক্স এণ্ড হিউম্যান রাইটস সেন্টার' (সাপার্ক) গত ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে প্রেরিত এক পত্রে এ তথ্য প্রকাশ করে । পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী স্বাধীনতার পরবর্তী ২৮ বছরে পুলিশী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে ৯০ হাযার। পুলিশ কাষ্টডিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ১৮৯১২টি। পুলিশ ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন করেছে ৫৮৬৭ জন মহিলাকে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ ধরনের মারাত্মক অপরাধের বেশীর ভাগই সংঘটিত হচ্ছে বর্তমান আওয়ামীলীগ শাসনামলে। পত্রে বলা হয়, 'দুঃখের বিষয় যে, এরপরও বিশ্বের কোন কোন অংশে বাংলাদেশকে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের দেশ হিসাবে বিভ্রান্তিকর ধারণা দেয়া হয়। সাপার্কের চেয়ারম্যান কে এস হোসাইন স্বাক্ষরিত চিঠিতে মানবাধিকার ও মানবতায় চরম লংঘণের দরুণ শোক প্রকাশ করা হয়েছে এবং সরকারকে এ ব্যাপারে যরূরী পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বিদেশ

ভারত রাসায়নিক অস্ত্র মজুদ করছে

পাকিস্তান অভিযোগ করেছে যে, ভারত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি লংঘন করে রাসায়নিক অস্ত্র মজুদ করছে। ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাশাপাশি এই ধরনের অস্ত্র পরিদর্শনে সর্বজনীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রহিবিশন অব কেমিক্যাল উইপনস (ওপিসিডব্লিউ)-এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারতাজ আযীয গত ৫ই মার্চ ওপিসিডব্লিউ'র মহাপরিচালক জোসে মরিসিও বুস্তানি'র সঙ্গে বৈঠককালে এনিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। তিনি এ সময় ইরাকে অস্ত্র পরিদর্শনের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘ পরিদর্শক দল আনসকম-এর অবিশ্বস্ততার কথাও উল্লেখ করেন।

ভবিষ্যতে ভারতের রাসায়নিক অস্ত্র সংক্রান্ত যে কোন স্থাপনা পরিদর্শনে ওপিসিডব্লিউ'র ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে সারতাজ আযীয বলেন, এই সংস্থাকে সবক্ষেত্রেই একটি সার্বজনীন, বৈষম্যহীন ও নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হবে।

রাশিয়ার দুর্দিন

রাশিয়া তার নিজের পাহাড় সমান ঋণের বোঝা কমাতে আস্থাভাজন দেশগুলোর কাছে সাবেক সোভিয়েত সরকারের আমলে দেয়া কোটি কোটি ডলার ঋণের টাকা ফেরত চেয়েছে। বিদেশী ঋণ পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ব্যাংক ইতোমধ্যেই ঋণ গ্রহীতা দেশগুলোতে ঋণ পরিশোধের হার আরো বাড়াতে তাকীদ দিতে শুরু করেছে। এসব ঋণ গ্রহীতা দেশের অধিকাংশ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় অবস্থিত। এসব ঋণ সাবেক সোভিয়েত সরকারের আমলে ষাট ও সত্তর দশকের গরীব দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীতে দেয়া হয়েছিল। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ভিয়েতনাম, গিনি, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, বেনিন, জাম্বিয়া, মালি, মাদাগাস্কার এবং কঙ্গো। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাশিয়ার ঋণের পরিমাণ ১২ হাযার কোটি ডলার। সাবেক সোভিয়েত আমলে ঋণের পরিমাণ ছিল ৭শ' কোটি ডলার। বর্তমানে এই ঋণসহ মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ হাযার ৭শ' কোটি ডলারে।

পাকিস্তান সীমান্তে ভারতের বৃহত্তম বিমান মহড়া

ভারত গত ৭ই মার্চ পাকিস্তান সীমান্তের কাছে উত্তরাঞ্চলীয় পোখরান মরুভূমিতে এযাবতকালের বৃহত্তম বিমান মহড়ার আয়োজন করে। ৯০ মিনিটের এই মহড়ায় প্রায় ১শ' জেট বোমারু বিমান ও হেলিকপ্টার যোগ দেয়। এসব বিমানের মধ্যে রাশিয়া ও ফ্রান্সের সরবরাহ করা মিগ-২৯ এস, মিগ-২১ এস, মিগ-২৭ এস, এসইউ-৩০ এবং মিরেজ-২০০০ এসও ছিল। বিমানগুলো সীমান্তের তিনটি ঘাঁটি থেকে উড্ডয়ন করে। মহড়ায় ১৭ হাযার টন উচ্চমাত্রার বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ এ মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ মহড়ায় পাকিস্তানের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। এটা জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। পাকিস্তান অবশ্য এই মহড়া সীমান্তে শান্তির প্রতি হুমকির সৃষ্টি করেছে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। তবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি এন্টনড-৩২ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ায় এই মহড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। নিহত হয় ২০ জন আরোহীর সকলেই। বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল অমল যশোবন্ত তিপনি এ মহড়াকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর শক্তির উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করেন। ভারতীয় বিমান বাহিনী বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম বিমান শক্তি। উল্লেখ্য গত বছর এখানেই ভারত পরমাণু পরীক্ষা চালিয়েছিল।

বিশ্বের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্ববৃহৎ মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশ

যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ২২ বছরের ইতিহাসে বৃহত্তম মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দফতরে আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপসচিব ফ্রাঙ্ক ই, লয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শত শত কর্মীর প্রশংসা করেন যারা প্রতিবেদনের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য হাযার হাযার ঘন্টা শ্রম দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ঝুঁকি নিয়েছেন। এই প্রতিবেদনটিতে রয়েছে পাঁচ হাযারের অধিক পৃষ্ঠা এবং ১৯৪টি দেশের ওপর রিপোর্ট। মার্কিন সহকারী সচিব হ্যারল্ড কোহ বলেন, বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। দশ বছরের কম সময়ের মধ্যে এদের সংখ্যা ৬৬টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১৭টিতে। তিনি বলেন, প্রতিবেদনে চারটি মূল বিষয় রয়েছে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শ্রম। ১৯৬১ সালের বৈদেশিক সহায়তা আইন এবং ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইন মোতাবেক পররাষ্ট্র দফতরকে প্রতি বছর কংগ্রেসের কাছে এই পতিবেদন পেশ করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ, কূটনৈতিক উদ্যোগ, আশ্রয়দানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশিক্ষণ এবং আরো অন্যান্য সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন তথ্যের একটি বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

বেকার সমস্যার কবলে বৃটেন

বৃটেনের অর্থনীতির গতি দিনকে দিন শ্লথ হয়ে আসছে। দেশটির চাকরির বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। গত ছ'মাসের মধ্যে বৃটেনে প্রথমবারের মত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর (ওএনএস) থেকে গত ১৭ই মার্চ প্রদত্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশের বেকারের সংখ্যা ৪৩০০ জন থেকে বেড়ে ফেব্রুয়ারীতে ১৩ লাখ ১১ হাযারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, বেকারত্ব মুদ্রাস্ফীতির আশংকা আরও বাড়িয়ে তুলবে। এর ফলে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে প্রদেয় ঋণের সূদের হার কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবারও বাধ্য হবে। তবে বৃটেনে বেকার সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি চাকরিরত লোকের সংখ্যাও বেড়েছে। বৃটেনে এখন ২ কোটি ৭৩ লক্ষ লোক চাকরিরত।

লাহোর-দিল্লী বাস সার্ভিস শুরু

পাকিস্তান ও ভারত তাদের দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাস সার্ভিস শুরু করেছে। প্রথম বাসটি দিল্লী থেকে লাহোরের উদ্দেশ্য যাত্রা করে ১৬ মার্চে। যাত্রী সংখ্যা ছিল ২৯ জন। অপর দিকে লাহোর থেকে দিল্লীগামী ছেড়ে আসা বাসে যাত্রী ছিল ২১ জন। এদের মধ্যে ৭ জন পুরুষ ১৪ জন মহিলা।

কর্মকর্তারা বলেন, উভয় দেশের অনেক যাত্রীই যথাসময়ে ভিসা পাননি। যার ফলে তাদের যাত্রা ব্যাহত হয়। ৩টি যুদ্ধ, পাল্টাপাল্টি পারমাণবিক পরীক্ষা এবং কাশ্মীর নিয়ে ৫০ বছরের বিরোধের পর দু'দেশের মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে এই বাস সার্ভিস। ইতোপূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাস চড়ে পাকিস্তানে যান। অচিরেই উভয়দেশের মধ্যে সরাসরি ট্রেন চালুর সম্ভাবনাও রয়েছে।

মুসলিম জাহান

আমিরাতের ৩টি দ্বীপ দখলে রেখেছে ইরান

আরব লীগ ইরান কর্তৃক দখলকৃত সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৩টি দ্বীপ নিয়ে আলোচনা করেছে। সম্প্রতি কায়রোতে অনুষ্ঠিত লীগের বৈঠকে প্রতিনিধিরা শান্তিপূর্ণ ভাবে এ বিরোধের সমাধানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তারা এ সব দ্বীপের কাছে ইরানের পরিচালিত সামরিক মহড়ারও নিন্দা করেন।

আফগানিস্তানে কোয়ালিশন সরকারের সম্ভাবনা

আফগানিস্তানের বিবদমান পক্ষগুলো একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। এ কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য তালেবান ও উত্তরাঞ্চল ভিত্তিক বিরোধী জোটের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সাফল্যজনক ভাবে এ চুক্তিটি বাস্তবায়িত হ'লে এটি আফগানিস্তানের দুই দশকের সংঘাতের অবসান ঘটাতে পারে। তালেবান ও উত্তরাঞ্চলীয় বিরোধী জোটের মধ্যে এটি হচ্ছে এ ধরনের প্রথম চুক্তি যা জাতিসংঘের উদ্যোগে তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আসখাবাদে স্বাক্ষরিত হলো গত ১৪ মার্চে।

কাশ্মীর আমাদের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দু

-নওয়াজ শরীফ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ বলেছেন, কাশ্মীর সমস্যা সমাধান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। সম্প্রতি আযাদ কাশ্মীরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠককালে নওয়াজ শরীফ বলেন, দক্ষিণ এশিয়া পরমানু শক্তি অর্জনের কারণে কাশ্মীর ইস্যুর ওপর আবারো বিশ্বের নজর পড়েছে। এ সমস্যার সমাধান ছাড়া এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি আসবে না। কাশ্মীরী জনগণের স্বার্থের প্রতি তিনি তাঁর সরকারের অঙ্গীকারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, কাশ্মীর সব সময়ই পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে থাকবে।

বাহরায়েনের আমীরের ইন্তেকালঃ পুত্র শেখ হামাদ আমীর নিযুক্ত

বাহরায়নের আমীর শেখ ঈসা বিন সালমান আল-খলীফা গত ৬ই মার্চ শনিবার ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম কোহনের সাথে বৈঠকের পর আমীর স্বাভাবিক কারণে হঠাৎ মারা যান। বাহরায়েনের প্রতিরক্ষা বাহিনীর একদল কর্মকর্তা এ কথা বলেন। বৈঠকের পর কোহনের একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু আমীরের মৃত্যুর কারণে তা বাতিল করা হয়।

এদিকে গত ৬ই মার্চ পরলোকগত আমীরের পুত্র শেখ হামাদ নতুন আমীর নিযুক্ত হন এবং ৯ই মার্চ নতুন আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ সালমান (২৯) যুবরাজ হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, শেখ ঈসা ইবনে সালমান আল-খলিফা ১৯৬১ সাল থেকে বাহরায়েন শাসন করে আসছেন।

মক্কা শরীফে উচ্চ প্রযুক্তির তাঁবু

মক্কা শরীফে হজ্জ মৌসুমে কোন দুর্ঘটনা বা ট্র্যাজেডি যাতে আর না ঘটে সেজন্যে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। এসব তাঁবুতে এয়ারকুলার, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং পিচকারী স্থাপন করা হয়েছে। রিয়াদে কর্মকর্তারা জানান, ফায়ার প্রুফ তাঁবুসমূহে ২০ লক্ষাধিক হজ্জযাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হবে। ২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার হজ্জ হবে। সরকারী সউদী প্রেস এজেন্সি জানায়, মক্কা শরীফের কাছাকাছি মিনায় ৪০ লাখ বর্গমিটার ক্যাম্প এলাকায় দুই-তৃতীয়াংশ স্থানে এ ধরনের তাঁবু স্থাপন করা হবে। প্রতিটি তাঁবুই টেফলনসহ ফাইবার গ্লাসে তৈরী। এতে রয়েছে উত্তাপ স্পর্ককাতর পানি পিচকারি। এই পিচকারি একটা সতর্ক সংকেত সিস্টেম ও বিদ্যুৎ আলোর সিস্টেমের সাথে যুক্ত। তাঁবু এলাকায় প্রতি ১০০ মিটারের মাথায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বসানো হয়েছে। ঘন এলাকায় স্থাপিত পানির ট্যাংকের সাথে হৌস পাইপ যুক্ত করা হয়েছে। এজেন্সি বলেন, এ সপ্তাহে দুপুর বেলায় রোদের মাত্রা হবে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আমাকে উৎখাত করে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে চায়

-মাহাথির মোহাম্মাদ

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মাদ গত সোমবার অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র তাকে উৎখাত করে দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনকে সমর্থন করছে। প্রায় এক হাযার লোকের এক সমাবেশে মাহাথির বলেন, এই লক্ষ্যে বিদেশীদের হাতে কিছু লোক ব্যবহৃত হচ্ছে। তেহাত্তর বছর বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারা সরকার ও আমাকে ঘৃণা করে। তারা আমাদের দুর্বল করে দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে চায়।'

প্রধানমন্ত্রী গত রবিবার রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যাপারে উস্কিয়ে দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের সমালোচনা করেন। মাহাথির মার্কিন নেতাকে অমার্জিত বলে বর্ণনা করেন।

বি জ্ঞা ন ও বি স্ম য়

সূর্যের আলো শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

সূর্যের আলো শিশুদের দেহে বেশ কয়েকটি রোগের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা যোগায় এবং সেই সঙ্গে শিশুদের অস্থি গঠনেও সাহায্য করে। রাওয়ালপিণ্ডি মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ রাই মুহাম্মাদ আছগর গত ১লা মার্চ হায়াত ওয়ালী মেডিক্যাল সেন্টারে ডাক্তারদের এক সমাবেশে এ কথা বলেন। তিনি বসেন, সূর্যালোকের উত্তাপ ও রশ্মিতে ভিটামিন 'ডি' রয়েছে। যা শিশুদের বৃদ্ধি, অস্থি গঠন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। ডাঃ রাই বলেন, সূর্যের আলো ঢুকে না এমন ফ্লাটে বা অন্ধকারাচ্ছন্ন এ্যাপার্টমেন্টে বেড়ে উঠা শিশুদের মধ্যে দেরীতে দাঁত উঠা ও হাড় বাঁকাসহ অন্যান্য বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায়। এ ছাড়া ভিটামিন 'ডি' -এর ঘাটতি গর্ভবতী মায়েদের জন্যও ক্ষতিকর।

চা হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়ঃ বাড়ায় কর্মতৎপরতা

সুগন্ধি মসলাযুক্ত কালো চা হৃদরোগের ঝুঁকি ও করোনারি আটারি রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। ভারতের বাঙ্গালোরে নেদারল্যাণ্ড ভিত্তিক একটি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান এ কথা বলেছেন। ইউনিলিভার নিউট্রিশান -এর প্রধান ডঃ অনো করভার বলেন, **সুগন্ধি কালো** চা ধমনীর দেয়াল বিনষ্টকারী অক্সিডেটিভ প্রতিরোধ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে পারে এবং সামগ্রিক ভাবে রক্তমধ্যস্থ অতি ক্ষুদ্র পর্দা হ্রাস করতে পারে।

ডঃ অনো করভার বলেন, সুগন্ধি মসলা যুক্ত কালো চায়ে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টিকারী উপাদান বিরোধী উপাদান রয়েছে। এই চা বিভিন্ন জীব-জন্তুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে সুফল পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, আরো সুনির্দিষ্ট ফলাফলের জন্য এখন মানুষের উপর পরীক্ষা চালানো হবে। ডঃ করভার বলেন, চা পানের ফলে মস্তিষ্কের কর্মতৎপরতার মাত্রাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বেশীর ভাগ ফলমূল ও শাক-সবজির তুলনায় চায়ের এন্টি অক্সিডেন্টস -এর মাত্রা অনেক বেশী। এন্টি অক্সিডেন্টস স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ভাল একটি যৌগ উপাদান।

মাছের তেল হৃদরোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়

হৃদরোগে একবার আক্রান্ত হওয়ার পর খাদ্য তালিকায় মাছের তেল অন্যতম খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে মৃত্যুর ঝুঁকি কমে বলে ডাক্তাররা গত ৯ মার্চ একথা জানিয়েছেন। ডাক্তাররা ১১ হাযার হৃদরোগীর উপরে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, উল্লেখিত খাদ্য গ্রহণের পর মৃতের সংখ্যা ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। নিও অরলিকন্সের আমেরিকান হৃদরোগ বিজ্ঞান কলেজের এক সভায় ডাক্তাররা জানিয়েছেন, যারা রীতিমত ভিটামিন -এ বড়ি গ্রহণ করেন, তারা স্বাভাবিক হৃদরোগের ওষুধ গ্রহণের মতই গবেষণা মেয়াদের সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন। ডাঃ গিয়ানি টগননি এবং তার সহকর্মীরা ইতালীতে তাদের সাড়ে ১১ হাযার স্বেচ্ছাসেবীকে ৪ দলে বিভক্ত করেন। এক গ্রুপকে স্বাভাবিক ওষুধের বড়ি দেয়া হয়। অন্য গ্রুপকে দৈনিক মাছের তেল ১ গ্রাম করে, অন্য গ্রুপকে ভিটামিন ই, চতুর্থ গ্রুপকে মাছের তেল ও ভিটামিন 'ই' বড়ি দেয়া হয় এবং সাড়ে তিন বছরের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলে দেখা গেল- মাছের তেল গ্রহণকারী দু'গ্রুপের মধ্যে মৃতের সংখ্যা ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য গ্রুপের চেয়ে এতে অনেক কম মৃত্যু বরণ করেছে। তবে মাছের তেলের কার্যকারিতা সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ জানা যায়নি।

ক্যানসার নিরাময়ে টমেটো

আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটের জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে জানা যায়, বেশি পরিমাণে টমেটো বা টমেটো থেকে তৈরি খাদ্যসামগ্রী খেলে অনেক রকম ক্যানসারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। ক্যানসার ও টমেটো'র পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর প্রায় ৭২টি সমীক্ষা করা হয়। ৭২টির মধ্যে ৫৭টি ষ্টাডিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা টমেটো ও টমেটো উদ্ভুত খাবার খান তাদের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে অনেক কম। তবে সব ক্যানসারের ক্ষেত্রে এসব সমীক্ষার ফলাফল প্রযোজ্য নয়। উপরোক্ত সমীক্ষাগুলোর রিপোর্টের প্রকাশক হারভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ ইওয়ার্ড গিওভ্যান্নিওসি এই মতামত প্রকাশ করেন। গবেষণার বেশির ভাগ তথ্য প্রমাণ করে টমেটো ফুসফুস, পাকস্থলী এবং প্রোস্টেট গ্লান্ডের ক্যানসার প্রতিরোধ করে। এমনকি ব্রেষ্ট, মুখের অগ্ন্যাশয়, ক্লোরেকটাল এবং ইসোফ্যাগাল ক্যানসারেরও ঝুঁকি কমায়। টমেটোর মধ্যে বিদ্যমান প্রচুর পরিমাণ লাইকোপিনের বিশেষ ভুমিকা রয়েছে এই ক্যানসার প্রতিরোধ। লাইকোপিন দেহের কোষগুলোকে অক্সিডেন্টের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে। আর এই অক্সিডেন্টই ক্যানসারের অন্যতম এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত।

প্র শ্নো ত্ত র

প্রশ্ন (১/৯৬)ঃ মৃত ব্যক্তির লাশ বাড়ী থেকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন কেউ বলে মাথা আগে নিয়ে যেতে হবে, কেউ বলে পা আগে নিয়ে যেতে হবে। কোনটা ঠিক। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ময়েযুদ্দীন
নূরুল্যাবাদ, করাতী পাড়া
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির লাশ বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা আগে করে নিয়ে যাওয়া সুন্নাতের অনুকূলে। ছহীহ হাদীছ সমূহ এদিকেই ইঙ্গিত করে। *-মুসলিম, ছহীহুল জামে আছ-ছগীর (হা/৩১৫১), মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৮, ১৬৫১; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৬৭; আহামদ হা/১৬৬৮; মুসলিম, নাসাঈ, ছহীহুল জামে (হা/৮০১৭) রাবী আনাস (রাঃ)।*

প্রশ্ন (২/৯৭)ঃ পুরুষদের জন্য পাউডার, নারিকেল তৈল এবং আতরের মত বিভিন্ন ধরনের সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয কি?

-মাছদার
-খিরশিন টিকর
রাজশাহী কোর্ট।

উত্তরঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পুরুষের খোশবু হচ্ছে যার গন্ধ প্রকাশ হবে এবং রং গোপন থাকবে। আর মহিলাদের খোশবু হচ্ছে যার রং প্রকাশ হবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। *-তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৩৮১ পৃঃ; মিশকাত, আলবানী হা/৪৪৪৩।* তবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, তাতে যেন এ্যালকোহল বা অনুরূপ কোন হারাম বস্তু মিশ্রিত না থাকে।

প্রশ্ন (৩/৯৮)ঃ ফরয গোসল করলে যদি অসুখ হওয়ার বা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে ওযূ করে অথবা তায়াম্মুম করে ছালাত ও ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
খিরশিন টিকর
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয গোসল করলে যদি অসুখ হয় বা অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে তায়াম্মুম করে ছালাত ও ছিয়াম পালন করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ করে থাকো এবং এরপর পানি না পাও তাহ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' (নিসা ৪৩)। উক্ত আয়াতে অসুস্থতার আলোচনা রয়েছে। অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে মানুষ যেকোন অপবিত্রতা হ'তে তায়াম্মুম করে পবিত্রতা লাভ করতে পারে। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) একদা ঠাণ্ডা রাত্রে অপবিত্র হন এবং তায়াম্মুম করেন এবং প্রমাণ স্বরূপ একটি আয়াত পেশ করেন। 'তোমরা তোমাদের জীবনকে হত্যা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর দয়াশীল' (নিসা ২৯); *তরজমা বুখারী ১ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৪/৯৯)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে কোন দিক থেকে নামাতে হবে? এবং কাফন পরানোর সময় মৃতব্যক্তির হাত কোথায় রাখতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-শামসুদ্দীন
বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদরাসা
বগুড়া।

উত্তরঃ মৃতব্যক্তিকে পা-এর দিক থেকে নামানোই সুন্নাত। আবু ইসহাক হ'তে বর্ণিত, হারেছ আল-আওয়ার একদা আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদকে অছিয়ত করেছিলেন যে, সে তার জানাযা পড়াবে। অতঃপর দুই পায়ের দিক হ'তে কবরে প্রবেশ করাবে এবং বললেন, এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা শাওকানী, ইবনুল হুমাম, ইমাম বায়হাক্বী সকলেই বলেন, হাদীছের সনদ ছহীহ। *-মিরআতুল মাফাতীহ ৫ম খণ্ড 'দাফন' অধ্যায়।* কাফন পরানোর সময় মৃতব্যক্তির হাত কোথায় থাকবে তা রাসূল (ছাঃ) থেকে স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত নয়। কাজেই সুবিধা মত হাত রাখাই শরীয়ত সম্মত হবে।

প্রশ্ন (৫/১০০)ঃ ইমাম ছাহেবের দ্রুত ছালাত আদায়ের কারণে তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে মুক্তাদী সূরা ফাতেহা সম্পূর্ণ পড়তে পারেনি। এমতাবস্থায় শেষের দু'রাক'আত ছালাত কি মুক্তাদির পুনরায় পড়তে হবে?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ না পড়তে হবে না। তবে এই ধরনের ইমামের পিছনে শুরু থেকেই এক্তেদা না করা উচিত। মুক্তাদী চেষ্টা করেও যেহেতু ইমামের তাড়াহুড়ার কারণে সূরা ফাতেহা সম্পূর্ণ পড়তে পারেনি কাজে-ই এ জন্য আল্লাহ্ তাকে ধরবেন না। আল্লাহ্ বলেন, لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها 'আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না' (বাক্বারাহ ২৮৬)। সুতরাং সূরা ফাতেহা সম্পূর্ণ না করার ত্রুটিটি তার উপর না বর্তিয়ে ইমামের উপরে বর্তাবে এবং মুক্তাদীর ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে।

নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, الإمام ضامن والمؤذن

مؤتمن 'ইমাম হ'ল যামিন আর মুআযযিন হ'ল আমানতদার'। -*আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু হাব্বান, বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে আছ-ছগীর হা/২৭৮৭।*

তিনি (ছাঃ) আরো বলেন, الإمام ضامن فإن أحسن فله و لهم و إن أساء فعليه و لا عليهم 'ইমাম হ'লেন যামিন। সুতরাং যদি তিনি ভালভাবে ছালাত আদায় করেন তবে সে ছওয়াব তার এবং মুক্তাদীদের হবে। আর যদি তিনি মন্দ ভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে তা কেবল তারই প্রতিকূলে যাবে, মুক্তাদীদের নয়'। -*তিরমিযী, হাকেম ছহীহুল জামে আছ-ছগীর হা/২৭৮৬।*

অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, ইমামের ত্রুটির কারণে মুক্তাদীর ত্রুটি হ'লে ইমামের উপরেই সেই ত্রুটি বর্তাবে।

প্রশ্নে উল্লেখিত মুক্তাদীকে তার ঐ দু'রাক'আত ছালাত পুনরায় পড়তে হবে না। কারণ তার এই ত্রুটিটি ইমামের কারণেই হয়েছে। কাজেই এই ত্রুটির জন্য ইমাম দায়ী।

প্রশ্ন (৬/১০১)ঃ জানাযার পূর্ব মুহূর্তে জনতার উদ্দেশ্যে ইমাম ছাহেব তিনবার জিজ্ঞেস করেন মৃতব্যক্তি কেমন ছিলেন? এরূপ করা কি জায়েয? দলীল সহকারে জানতে চাই।

-আব্দুল হাফীয
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ জানাযার পূর্ব মুহূর্তে জনতার উদ্দেশ্যে মৃতব্যক্তি কেমন ছিলেন বলে ইমাম ছাহেবের জিজ্ঞেস করা শরীয়ত পরিপন্থী আমল। তবে মৃতব্যক্তিকে সাধারণ ভাবে ভাল বলা হ'লে তার পরকাল কল্যাণময় হওয়ার আশা করা যায়। যার প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন, কিছু লোক একটি লাশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল এবং মৃত ব্যক্তি ভাল বলে প্রশংসা করল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। অতঃপর ঐ লোকগুলি অপর এক লাশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল এবং মৃতব্যক্তি মন্দ বলে তার কুৎসা করল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। ইহা শুনে ওমর ফারূক (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি নির্ধারিত হয়ে গেল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি যার তোমরা প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হ'ল। আর ঐ ব্যক্তি যার তোমরা কুৎসা করলে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হ'ল। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষী। -*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৫ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়।* ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে ৪ জন মুসলমান ভাল বলে সাক্ষ্য দিলে তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তিন জন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, হাঁ তিন জন সাক্ষ্য দিলেও। পুনরায় আমরা জিজ্ঞেস করলাম, দু'জনে সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, হাঁ দু'জনে সাক্ষ্য দিলেও। ওমর (রাঃ) বললেন, আমরা একজনের সাক্ষ্যের কথা জিজ্ঞেস করলাম না। -*বুখারী, মিশকাত ১৪৭ পৃঃ।* হাদীছ দ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মানুষের সাধারণ মন্তব্য মৃতব্যক্তির পরকাল কল্যাণময় হওয়া ও না হওয়ার লক্ষণ বহন করে।

প্রশ্ন (৭/১০২)ঃ শখ করে টিয়া, ময়না ও খরগোশ পুষা বৈধ হবে কি? এবং খরগোশের গোশত হালাল কি-না বিস্তারিত জানতে চাই।

-আবু মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দ নগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ শখ করে টিয়া, ময়না পুষতে পারে এর প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে বাচ্চারা তা শখ করে পুষতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। এমনকি একদিন আমার ছোট ভাইকে বললেন, হে আবু ওমার তোমার ছোট বুলবুলিটি কি হ'ল? তার একটি ছোট বুলবুলি পাখি ছিল। ওর সাথে সে খেলা করত। যা মৃত্যুবরণ করেছিল। -*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪১৬ পৃঃ।* আর যে সব পাখী খাওয়া জায়েয তা স্বাভাবিক ভাবে পুষাও জায়েয।

খরগোশের গোশত হালাল। মুসলমান খরগোশের গোশত খেতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, মাররূয যাহরান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। সাথী লোকজন অনেক চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে গেলেন। শেষে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং আবু তালহার নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তাকে যবহ করলেন এবং তার রান দু'টি কিংবা তার সামনের পা দু'টি নবী (ছাঃ)-এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন। -*বুখারী ২য় খণ্ড ৮৩০ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৮/১০৩)ঃ মহিলা ও পুরুষের কাফনে কোন পার্থক্য আছে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের কাফন হচ্ছে সমপরিমাণ তিনটি কাপড়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে কাফন দেয়া হয়েছিল তিনটি ইয়ামানী সাদা সুতী কাপড়ে। যাতে জামা ও পাগড়ী ছিল না। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়।*

প্রকাশ থাকে যে, মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড় দিতে হবে বলে যে হাদীছ পেশ করা হয় তা নিম্নরূপ- 'লায়লা বিনতে কানিফ আস-সাকাফীয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি সেসব মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত যারা রাসূল (ছাঃ)-এর মেয়ে উম্মে কুলসুম ইন্তেকালের সময় গোসল দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) কাফনের জন্য প্রথমে একটি লুঙ্গি দিলেন। তারপর একটি জামা দিলেন। তারপর একটি ওড়না দিলেন। তারপর একটি চাদর দিলেন। শেষে অন্য একটি কাপড়ে তাকে জড়িয়ে দেয়া হল'। -আহমাদ আবুদাঊদ 'জানাযা' অধ্যায়। হাদীছটি যঈফ। *যঈফ আবুদাঊদ-আলবানী হাদীছ নং ৬৯১।*

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ইমাম শাওকানীর মত নকল করে বলেন, কাফনের সংখ্যায় কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই একমাত্র আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ ব্যতীত। যা বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। কাজেই এর উপর আমল করাই উত্তম। *-মিরআতুল মাফাতীহ 'জানাযা' অধ্যায় ২৪৩-২৪৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৯/১০৪)ঃ সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে ২/১ দিনের মধ্যে মারা গেলে জানাযা পড়তে হবে জানি কিন্তু নাম রাখতে হবে কি-না? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আলম
গ্রাম- আরজি নিয়ামত
পোঃ বুড়ির হাট
রংপুর।

উত্তরঃ জন্মের সপ্তম দিনে নাম রাখা সুন্নাত। হাসান বাছরী সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শিশু আক্বীক্বার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ হ'তে পশু যবেহ করবে, তার নাম রাখবে ও তার মাথা মুড়াবে'। *-আহমাদ তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত ৩৬২ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।* তবে সপ্তম দিনের পূর্বেও নাম রাখা যায়। এমনকি পরদিনই নাম রাখা যায়। যেমন- আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন,আমার একটি ছেলে জন্ম হ'লে আমি তাকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খুরমা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। *-বুখারী ২য় খণ্ড ৮২১ পৃঃ 'আক্বীকা' অধ্যায়।*

প্রশ্ন (১০/১০৫)ঃ কেউ কেউ বলে থাকেন, বিদেশী টাকায় মসজিদ করলে ছালাত হয় না। কারণ ঐ টাকা যাকাতের টাকা। উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুরশেদ মিলটন
গ্রামঃ উঞ্চুপাড়া (সার পাড়া)
থানাঃ গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের কথা সাধারণতঃ তারাই বলে বেড়ায়, যারা বিদেশী মুসলমানদের টাকায় মসজিদ নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মসজিদ নির্মাণ বাবদ টাকা যাকাতের টাকা নয়। বরং দানকারীর নিজস্ব দান মাত্র। যার প্রমাণ মসজিদে সংযুক্ত সাদা পাথরের লেখাগুলি। উক্ত পাথর গুলিতে মসজিদ দাতাদের নাম লেখা থাকে। তাছাড়া দাতা ও গ্রহিতাগণ বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন যে, কোন্ টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে থাকে। অতএব বিদেশী টাকায় মসজিদ করলে ওতে ছালাত হয় না- কথাটি সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক।

প্রশ্ন (১১/১০৬)ঃ ৭৮৬ সংখ্যা দিয়ে বিসমিল্লাহ লেখা জায়েয কি-না? ৭৮৬ সংখ্যার নাকি এক একটির পৃথক অর্থ রয়েছে ইহা কি সঠিক? কুরআন ও হাদীছের আলোকে সমাধান দিলে উপকৃত হব।

-মুহাম্মাদ আশরাফুয্ যামান
নাচুনিয়া পূর্বপাড়া,
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত 'আবজাদী' নিয়মের সংখ্যা তাত্ত্বিক গণনা পদ্ধতিতে বিসমিল্লাহ্-র ১৯টি হরফ গণনা করে ৭৮৬ বানানো হয়েছে। যেমন- আলিফে এক, বা-তে ২, জীমে ৩, দালে ৪। এইভাবে ৭৮৬ সংখ্যা দিয়ে বিসমিল্লাহ লেখা জায়েয তো নয়ই। বরং বিসমিল্লাহ্র পরিবর্তে ৭৮৬ -এর প্রচলন মানুষকে ইবাদত থেকে বঞ্চিত করার একটি অপকৌশল মাত্র।

'বিসমিল্লাহ' আল্লাহ প্রদত্ত একটি ইবাদতের শব্দ যা আল্লাহ্র নিকট থেকে অহি-র মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। উপযুক্ত স্থানে বিসমিল্লাহ ব্যবহার একটি ইবাদত ও নেকীর কাজ। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তা যরূরীও বটে। ফলে বিসমিল্লাহ্র পরিবর্তে ৭৮৬ ব্যবহার করলে তা ইবাদতে গণ্য হবে না ও তা দ্বারা নেকী সঞ্চয় ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না। ৭৮৬ সংখ্যাটি যেমন

বিসমিল্লাহ শব্দের প্রতি ইঙ্গিত দিতে পারে, তেমনি এই সংখ্যা দ্বারা অন্য শব্দের প্রতিও ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। ফলে ৭৮৬ সংখ্যাটি যে কেবল বিসমিল্লাহ্‌র প্রতি ইঙ্গিত বাহক সংখ্যা তা নয়। তাই বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।

প্রশ্ন (১২/১০৭)ঃ আমি প্রত্যেক ওয়াক্তে ছালাতের সময় পর পর কয়েকটি আযান শুনতে পাই। এমতাবস্থায় আমি সব ক'টি আযানের জবাব দিব কি?

-নাজমুল আনাম
বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালফিইয়াহ
পোঃ বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযানের জওয়াব দেওয়া সুন্নাত *(মুসলিম, মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় হা/৬৫৭)*। তবে একই সময় শ্রুত কয়েকটি আযানের সব কয়টির জবাব না দিলেও চলে। কেননা অনেক সময় কোন কারণ বশতঃ আযানের জওয়াব না দেওয়ার ব্যাপারেও ছাহাবায়ে কেরামের আমল পাওয়া যায়। যেমন- হযরত ওমর (রাঃ) কখনো কখনো আযান দেওয়া কালীন সময়ে আযানের জওয়াব না দিয়ে অন্যের সাথে কথোপকথনে ব্যস্ত থাকতেন। *দ্রষ্টব্যঃ মাশহূর হাসান সালমান, আল-কাওলুল মুবীন কি আখত্বাইল মুছাল্লীন, সনদ শক্তিশালী, আলবানী।* সুতরাং ইচ্ছা হ'লে সবকটি আযানের উত্তর দিবেন অথবা প্রথম আযানটির জওয়াব দিয়ে ইতি করবেন।

প্রশ্ন (১৩/১০৮)ঃ ইমাম সাহেবের পিছনে মুছল্লীগণ আছরের ছালাত আদায় করছেন জামা'আতে। এমন সময় আর একজন মুছল্লী মসজিদের বারান্দায় একা ফরয ছালাত পড়ছেন। তার ছালাত হবে কি কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে জানালে সুখী হব।

-মুহাম্মাদ আমীর হামযাহ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেন, যখন ছালাতের একামত দেওয়া হবে তখন আর কোন ছালাত নেই, উক্ত ফরয ছালাত ছাড়া। *-মুসলিম, ছালাত অধ্যায়, হা/৭১০।* মুসনাদ আহমাদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, যে ছালাতের একামত দেওয়া হয়েছে, ঐ ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাতই শুদ্ধ হবে না। *-মুসনাদ আহমাদ, তালখীছুল হাবীর ২/২৩।*

সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যদি জামা'আত চলা অবস্থায় একই ছালাত পৃথকভাবে আদায় করে থাকে এবং যে মুসাফিরও নয় এবং একাকী পড়ার পিছনে শারঈ কোন কারণও না থাকে, তবে রাসূলের উক্ত হাদীছ অনুযায়ী তার ছালাত বাতিল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন (১৪/১০৯)ঃ কালেমার সংখ্যা কয়টি ও কি কি? সঠিক কালেমাগুলি বহুল প্রচারিত ও সুপ্রসিদ্ধ আত-তাহরীকের মাধ্যমে আরবী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে আমাদিগকে শিক্ষা দিলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

-মোসাম্মাৎ উম্মে হানী
পিতা- নযরুল ইসলাম সরদার
কালাই জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ
জামে (বড়) মসজিদ পাড়া।
পোঃ কালাই, যেলাঃ জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কালেমার মূলতঃ কোন প্রকার নেই। একই কালেমা বিভিন্ন শব্দে হাদীছের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ভারত বর্ষের বিদ্বানগণ ঐ শব্দগুলির বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করে কালেমার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন (যেমন কালেমা তাইয়েবাহ্, শাহাদত, তাওহীদ, তামজীদ, ইত্যাদি)। এটি ইজতেহাদী বিষয়। সুতরাং ঐ কালেমা গুলির যেকোন একটি মনে রাখলেই হবে সব কটি মুখস্ত রাখা আবশ্যক নয়। তবে মুখস্ত করার জন্য ঐ কালেমাটিই নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যার মধ্যে তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য রয়েছে। আর তা হ'লঃ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله

(বুখারী ও মুসলিম)। অত্র কালেমাটি কলেমায়ে শাহাদত নামে পরিচিত। বাকী কালেমাগুলির জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত আরবী ক্বায়েদা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন (১৫/১১০)ঃ ফিৎরা বা বায়তুল মাল থেকে যে কেউ চাইলে কি দিতে হবে? না অন্যকিছু বলে বিদায় দিতে হবে? এর সমাধান প্রদানে বাধিত করবেন।

-মিসেস রোজিফা হান্নান
গ্রামঃ চক কাযিযিয়া
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফিৎরা বা ছাদকা সমূহ বন্টনের নির্দিষ্ট খাত সমূহ ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা বৈধ হবে না। কাজেই গ্রহীতাকে অবশ্যই নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। শারঈ মানদণ্ডে তিনি হকদার প্রমাণিত হ'লে তাকে দিতে হবে। নতুবা নিজের পকেট থেকে কিছু দিয়ে বা মিষ্টি কথা দিয়ে বিদায় দিতে হবে।